Contents

চতুর্থ বর্ষ

তৃতীয় সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

সম্পাদক

মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

প্রতি সংখ্যার মূল্য ॥৹

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬॥৹

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীছ

চতুর্থ বর্ষ—তৃতীয় সংখ্যা

রজব ও শা'বান—১৩৭২ হিঃ।

চৈত্র ও বৈশাখ – বাং ১৩৫৯ সাল।

বিষয়সূচী

বিষয় ঃ—	লেখক ঃ—	পৃষ্ঠা ঃ—
১। সালাম তোমায় ধর্ম্মগুরু (কবিতা)	এ, আর, এম, জিয়াউদ্দীন হায়দার	৯৯
২। ইমাম বোখারীর চরিত্রের ঔদার্য ও ব্যবহারিক জীবন	আবুল কাছেম মোহাম্মদ হোছাইন	১০০
৩। ভারতে মোগলশাসনের এক অধ্যায়	সগীর—এম, এ	১০৬
৪। "পূজারী জগৎ" (কবিতা)	সেখ মহাম্মদ হোসেন	১১১
৫। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুছলিম রাষ্ট্র—ইন্দোনেশিয়া	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	১১২
৬। ইছলামে সাম্যের আদর্শ ও রূপায়ণ	আবু সাঈদ মোহাম্মদ	১১৮
৭। ফাজায়েল ও মাছায়েলে রামাযান	মোহাম্মদ যিল্লুর রহমান আনছারী	১২১
৮। ফিরকাবন্দীর উত্থান	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী	১২৮
৯। ঈদের সওগাত (কবিত)	কাজী গোলাম আহমদ	১৩৫
১০। পবিত্র রামাযান সমাগমে আবেদন	(নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীছ)	১৩৬
১১। জমঈয়তে আহ্লেহাদীছের অধিবেশন		১৩৯
১২। সাময়িক প্রসংগ	সহ-সম্পাদক	১৪৪

যাবতীয় মস্তিষ্কের পীড়া, অনিদ্রা, কেশ পতন, প্রভৃতি নিবারণ করিয়া কেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি ও মস্তিষ্ক সুশীতল রাখিতে দি এন, কেমিক্যালের রেজিষ্টার্ড ১২১ নম্বর

শিরঃশান্তি তৈল

ব্যবহার করুন। আরামদায়ক স্থায়ী গন্ধে ও গুণে ইহা অতুলনীয়। সর্বত্র পাওয়া যায়।

প্রোঃ—এম, হাফিজুর রহমান খান।
দি এন কেমিক্যাল ওয়ার্কস,
আটুয়া, পাবনা।

তর্জুমানুল হাদীছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

চতুর্থ বর্ষ | রজবুল-মুরায্‌যব ও শাবানুল-মুকার্‌রম—১৩৭২ হিঃ
চৈত্র ও বৈশাখ—বাং ১৩৫৯—৬০ সাল। | তৃতীয় সংখ্যা

সালাম তোমায় ধর্মগুরু

—০:০—

এ. আর, এম, জিয়াউদ্দীন হায়দার।

সালাম তোমায় ধর্মগুরু,
সাফায়াতের তুমিই স্বামী,
সবার শেষে জনম নিলে
আঁধার মাঝে আলোক কামী।
মানব মনের কলুষতা
ফেল্‌লে দূরে আপন হাতে,
বাঁধলে এদের কঠিন পরাণ
কোমল করে ধর্মসাথে।
উষর মরুর বুকের উপর
গাইলে তুমি প্রেমের গীতি,
জগৎ নিলো মাথায় তুলি'
তোমার শ্রেষ্ঠ ধর্মনীতি।

তোমার বুকের প্রীতির বাণী
ছড়িয়ে দিলে ভুবন পরে;
সেই প্রীতিরই পরশ পেয়ে
নাচল ধরা পুলক ভরে।
অন্ধকারের আরাবীদের
জাগিয়ে দিলে আলোক মেলি,
জগৎ সভায় আসন নিলে
অযুত বাধার পাহাড় ঠেলি'।
মানব হৃদয় বিজয় ক'রে
পরলে ভালে জয়ের টীকা,
স্থায়ীত্বেরই গভীর পাদে
আঁকিয়ে দিলে চরণ রেখা।

www.ahlehadeethbd.org

আনলে কোরান বিজয় গানে
খোদারই দান বরণ করি,
নিখিল ভুবন তাইতো তোমায়
অর্ঘ্যদানে লইল বরি।
কোরান সাথে তোমার গানে
মুখর হলো জগৎভূমি,
পথের ধূলা - মানব জাতি
ধন্য হলো (তব) চরণচুমি।
হাজার সালাম, লাখো সালাত.
ওগো রসুল তোমার নামে,
তোমারি নাম রয় গো যেন
মোদের মনের অটল ধামে।

এমন স্নিগ্ধ বিমল আলো
কেউ আনেনি জগৎ মাঝে,
হৃদে মোদের সিতার সম
তোমার বাণী আজো বাজে।
হৃদয় দিয়ে পরাণ দিয়ে
তোমাতে নাই ভক্তি যাদের,
মানুষ তারা নয়তো কভু
পশুর অধম মন যে তাদের।
যাঁরা তোমায় ভক্তি সাথে
মানে সদাই দিবারাতি,
খাঁটি উম্মত তাঁরাই তব
—তুমি তাঁদের প্রিয় সাথী।

ইমাম বোখারীর (রঃ) চরিত্রের ঔদার্য ও ব্যবহারিক জীবন

আব্দুল কাছেম মোহাম্মদ হোছাইন,—বাসুদেবপুরী

পার্থিব অর্থ ও ধনসম্পদ অনেক সময় মানুষের বিচার বুদ্ধিকে অন্ধ, আচরণকে উদ্ধত ও তাহার লোভ ও স্বার্থপরতাকে উদ্দীপিত করিয়া—মানুষকে অন্যায় ও সন্দেহযুক্ত কাজে লিপ্ত হইতে প্ররোচিত করে কিন্তু যাঁহারা আল্লাহকে সত্য সত্যই ভয় করেন, তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়া ও জওয়াবদিহির কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন এবং আল্লাহর প্রেরিত রছুলের (দঃ) বাণী ও শিক্ষার প্রতি আস্থা রাখেন, ধন-সম্পত্তি কোনদিন তাঁহাদিগকে সার্থান্ধ করিতে পারেনা, অর্থলালসা তাঁদের মনে কোন আসক্তিই সৃষ্টি করিতে পারেনা। বরং ধনকে তাঁহারা সর্বদা পবিত্র রাখিতে এবং তদ্বারা নীতিগতভাবে নিজে লাভবান হইতে এবং ইছলাম ও সমাজকে লাভবান করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

ইমাম বোখারী তাঁহার পিতার পরিত্যক্ত — সম্পত্তি হইতে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা নেহায়েত সামান্য কিম্বা তিনি তদ্বারা যে ব্যবসায় পরিচালনা করিতেন সেই ব্যবসায়ও অনুল্লেখযোগ্য ছিল না। সাধারণতঃ ব্যবসায়ীগণ তাঁহাদের অসতর্কতা ও অমনোযোগিতার জন্য এবং কখনও কখনও কর্মচারীবৃন্দের ভ্রমপ্রমাদ বশতঃ তাঁহাদের ধনকে হালাল হারামে মিশ্রিত কিম্বা সন্দেহযুক্ত করিয়া ফেলেন। কিন্তু আল্লামা ইছমাইল বোখারী ন্যায়ান্যায় ও বৈধতা অবৈধতার উপর এরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সতর্ক প্রহরা রাখিতেন যে, তাঁহার ব্যবসা বা পণ্য কোনদিন কোনরূপ কলুষ দোষে দুষ্ট হইতে পারে নাই। মৃত্যুকালে তিনি আবু হাফ্ছ নামক জনৈক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, আমার ধন সম্পত্তির মধ্যে এক কপর্দকও হারাম অথবা সন্দেহযুক্ত কিছু নাই। * অপবাদ ও সন্দেহযুক্ত কার্য হইতে তিনি কিরূপে নিজেকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতেন, ইহা তাহারই প্রমাণ। তাঁহার

* مقدمة فتح الباري

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উক্তির মধ্যে এই গূঢ় রহস্য নিহিত ছিল যে, ভবিষ্যতে তাঁহার উত্তরাধিকীরগণ যেন কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করিয়া বিপদাপদ ও আবশ্যক সময়ে এই ধন-ভাণ্ডার হইতে সাহায্য গ্রহণে দ্বিধা বোধ না করে।

মোহাম্মদ বিন আবু হাতেম বলিতেছেন ;—ইমাম বোখারী তাঁহার পিতৃলব্ধ টাকা মেজারেবাৎ (مضاربت) রূপে ব্যবসায়ে খাঁটাইতেন। অর্থাৎ তিনি টাকা দিতেন আর অপরে শ্রম দিয়া উহা খাঁটাইতেন আর উভয়ের স্বীকৃত কথানুসারে লভ্যাংস ½, ½ : ⅔, ⅓ অথবা ⅔, ⅓ রূপে বিভক্ত হইত। এই ভাবে ব্যবসায় সংক্রান্ত সব কিছু বিশ্বস্ত লোকের হাতে সমর্পণ করিয়া তিনি একমাত্র ইল্‌মে হাদীছের খেদমতের জন্য আত্ম নিয়োগ করেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁহার হৃদয়খানি অত্যন্ত উদার ও অনন্ত দয়ার আধার রূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

সত্যের প্রতি অনুরাগ তাঁহার এত প্রবল ছিল, ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা তাঁহার এত গভীর ছিল যে, শাসন কর্তার হস্তক্ষেপের সামান্যতম আশঙ্কার বাস্তব কিম্বা কাল্পনিক কারণেও তিনি নিজের প্রাপ্য সহস্র সহস্র মুদ্রা পরিত্যাগ করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। একবার একজন অংশীদার পচিশ সহস্র দেরহাম তহ্‌বিল তছরূপ করিয়া আত্মগোপন করে। মোহাম্মদ বিন আবি হাতিম প্রমুখ প্রধান প্রধান শিষ্যগণ ইমাম ছাহেবের নিকট এই বলিয়া আবেদন করেন যে, পলাতক ঘাতক ব্যক্তি আমোল নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছে, এই সুযোগে তাহার নিকট হইতে টাকাগুলি আদায় করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা করা হউক। তদুত্তরে তিনি শুধু এই কথাই বলিলেন, খাতককে সুযোগ বুঝিয়া বিপদগ্রস্থ করা আমার পক্ষে সমীচীন নহে। মোহাম্মদ বিন আবি হাতিম বলিতেছেন, কোন ক্রমে আমাদের এই প্রস্তাবটি খাতকের কর্ণগোচর হইলে সে বিপদ বুঝিয়া তথা হইতে খওয়ারজেমে প্রস্থান করে। পুনরায় আমরা ইমাম ছাহেবকে অনুরোধ করিয়ে, সে এখনও সন্নিকটেই রহিয়াছে। আপনি শাসনকর্তার সাহায্য গ্রহণ করুন এবং স্থানীয় গবর্ণরের নিকট হইতে এক খণ্ড পত্র লিখাইয়া নিয়া—খওযারজেমের শাসন কর্তার নিকট প্রেরণ করুন। তাহা হইলে সেখানে তাহাকে অনায়াসে ধৃত করা যাইবে। ইমাম ছাহেব বলিলেন, আমি পার্থিব সামান্য উপকারপ্রাপ্তির আকাঙ্খায় শাসনকর্তার—কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে চাহিনা, কারণ আজ তাঁহার নিকট একখানা পত্রের আশা করিলে কাল হয়ত সে আমার ধর্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিবার লালসা করিয়া বসিবে। অতএব আমি পার্থিব সামান্য উপকারের বিনিময়ে নিজ ধর্ম বিক্রয়ের পথ প্রস্তুত করিতে পারিনা। অতঃপর ইমাম ছাহেবের অজ্ঞাতসারে তাঁহার কোন শুভাকাঙ্খী বন্ধু অতি সংগোপনে আবি সালাম কাশানীর (স্থানীয় তদানিন্তন গবর্ণর) নিকট হইতে এক খণ্ড পত্র লিখাইয়া লইয়া সেই খাতককে ধৃত করার ব্যবস্থা করেন। ইমাম ছাহেব উহা অবগত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং বলেন যে, আমাপেক্ষা তোমরা আমার অধিক শুভাকাঙ্খী নহ। তৎক্ষণাৎ তিনি খওয়ারজেমে অবস্থিত জনৈক শিষ্যের নিকট এক খণ্ড পত্র লিখিয়া জানাইয়া দিলেন যে, আমার অমুক খাতকের সহিত যেন কোন প্রকার অসদ্ব্যবহার বা গণ্ডগোল না করা হয়।

খাতক খাওয়ারজেম হইতে প্রস্থান করিয়া মরেরা যাইবার উদ্যোগ আয়োজন করিতেছিল, এমন সময় এক দল ব্যবসায়ীর সহিত বিবাদ ও সংঘর্ষের অপরাধে ধৃত হইয়া সে শাসনকর্তার নিকট আনীত হয়। ইমাম ছাহেবের সহিত প্রতারণার ঘটনা পূর্বেই জানিতে পারায় তাহার প্রতি বিশেষ কড়াকড়ি ব্যবস্থা করা হয়। ইমাম ছাহেব সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হন, এবং অবশেষে তাহার সহিত এই শর্তে নিষ্পত্তি করিয়া ফেলেন যে, পাপ্য পচিশ সহস্র দেরহামের মধ্যে বার্ষিক দশ দেরহাম করিয়া পরিশোধ করিতে হইবে। কিন্তু উহার পরিণাম ফল এই দাঁড়ায় যে, ইমাম ছাহেব শেষ পর্যন্ত এক কপর্দকও প্রাপ্ত হন না।

রছুলুল্লাহ (দঃ) এর পবিত্র হাদীছসমূহ অধ্যয়ন,

* مقدمة فتح الباري

www.ahlehadeethbd.org

উহা হইতে বিশ্বস্ত হাদীছগুলির নির্বাচন ও পৃথকী-করণের জন্য তিনি যেমন কঠোর শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন তেমনই জন সমাজে তাঁহার সম্বন্ধে সততার ধারণা অটুট রাখার জন্যও যে কোন ত্যাগ স্বীকারে পরাঙ্মুখ হন নাই। এই জন্য স্বীয় অর্থের আকর্ষণ তিনি অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিতে এতটুকু কুণ্ঠিত হন নাই। এ সম্বন্ধে একটি চমৎকার ঘটনা নিম্নে বর্ণিত হইল :

একবার ইমাম ছাহেবের সমুদ্র যাত্রার এক সুযোগ উপস্থিত হয়। তিনি পথের সম্বল স্বরূপ এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা সঙ্গে লইয়া জাহাজে আরোহণ করেন। আরোহীগণের মধ্যে একজন অপরিচিত ব্যক্তি ইমাম ছাহেবের প্রতি অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে থাকেন। তাহার সদ্ব্যবহার ও সেবাশুশ্রূষায় মুগ্ধ হইয়া ইমাম ছাহেব তাহার প্রতি কতকটা আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। একদা কথা প্রসঙ্গে ইমাম ছাহেব তাঁহার নিকটস্থ স্বর্ণমুদ্রাগুলির কথা সেই বন্ধুর নিকট প্রকাশ করিয়া দেন। বন্ধুবর অতঃপর মুদ্রা গুলি যে কোন উপায়ে হস্তগত করিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকে। এক দিন সেই কপট বন্ধু নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া ভীষণ কান্নাকাটি ও চীৎকার শুরু করিয়া দেয়। তাহার এই ব্যাকুল আর্তনাদে সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসাবাদ করিতে থাকে। সে কান্নার—স্বরেই উত্তর করে যে, তাহার এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রার একটি তোড়া অপহৃত হইয়াছে। এই রহস্যজনক চুরির কথা শুনিয়া সকলের মধ্যেই এক ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অতঃপর জাহাজস্থ আরোহীগণের আসবাব পত্রাদি তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাসী শুরু করা হয়। ইমাম ছাহেবের ধূর্ত কপট বন্ধুটির দুরভিসন্ধি বুঝিতে বাকী রহিল না। অল্পক্ষণেই তাঁহারও—পোঁটলাপুঁটলী খুলিয়া সমস্ত কিছু তল্লাস করা হইবে এবং স্বীয় এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা বাহির হইয়া পড়িবে। এই মুদ্রা তাঁহার, এই কথা বলিলে লোকে কি বিশ্বাস করিবে? হয়ত অভিসন্ধিকারীর অভিসন্ধিই জয়যুক্ত হইবে এবং তিনি মিথুক ও চোর প্রমাণিত হইবেন। এই অপবাদ ও অপমান তাহার পবিত্র আমানত ও বিশ্বস্ততার উপর একটি কলঙ্কলেপন করিয়া দিবে। এইরূপ চিন্তায় তাঁহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল ও অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি অর্থের মায়া একমুহূর্তে ত্যাগ করিলেন এবং মুদ্রার তোড়াটি অতি সংগোপনে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া আসিলেন। অতঃপর সকলের নিকটই অনুসন্ধান সমাপ্ত হইল। কিন্তু কাহারও নিকট হইতে যখন উহা বাহির হইল না তখন এই হয়রাণির জন্য কপট কান্নাকারীকে সকলেই ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন।

নির্দিষ্ট সময়ে আরোহীগণ জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া স্ব স্ব গন্তব্য পথে গমন করিলেন। অবশেষে সেই ধুরন্ধর ব্যক্তিটি ইমাম ছাহেবকে নিকটে ডাকিয়া নিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি আপনার স্বর্ণ মুদ্রার তোড়াটি কি করিয়াছেন? ইমাম ছাহেব উত্তর করিলেন, আমি উহা সমুদ্র গর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছি। লোকটি তাজ্জব হইয়া বলিল, আপনি এতগুলি স্বর্ণ মুদ্রা বিনষ্ট করিয়া কিরূপে উহা নীরবে বরদাশ্‌ত করিতেছেন? ইমাম ছাহেব বলিলেন, তোমার জ্ঞান কোথায়? তুমি অবগত নও যে আমার সমস্ত জীবন হযরত রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র হাদীছ সমূহ সংগ্রহ, অধ্যয়ন ও সঙ্কলন কার্যে শেষ করিয়া দিয়াছি এবং এ সম্বন্ধে আমার বিশ্বস্ততা চতুর্দিকে খ্যাত হইয়া পড়িয়াছে? এরূপ অবস্থায় চৌর্যাপরাধে সন্দেহাভিযুক্ত হওয়া আমার পক্ষে কি কখনও উচিত হইবে? যে অমূল্য সম্পদ ছেকাফতকে (ثقافت) আমি আমার জীবনব্যাপী সাধনা দ্বারা অর্জন করিয়াছি তাহা কি আমি সামান্য কয়েকটি স্বর্ণ-মুদ্রার আকর্ষণ মোহে বিনষ্ট করিয়া দিতে পারি?

ইমাম বোখারীর ব্যবসায় বাণিজ্য হইতে যাহা কিছু আয় হইত তাহার অধিকাংশই তিনি সাধারণের উপকারার্থে ব্যয় করিতেন। বিশেষতঃ প্রত্যেক মাসের আয় হইতে পাঁচশত দেরহাম ফকির মিছকীন, মোহাদ্দেছ ও ছাত্রগণের মধ্যে বিতরণ করিতেন। *

---

* مرقاة شرح مشكوة

www.ahlehadeethbd.org

ছাত্র ও বিদ্বানমণ্ডলী তাঁহার দানের বেশীর ভাগ প্রাপ্ত হইতেন। আহার বিহার ও বেশভূষায় তাঁহার কোন প্রকার আড়ম্বর ছিল না। শারীরিক আরাম আয়াস ও পার্থিব সুখ ভোগের লালসা হইতে তিনি বহুদূরে অবস্থান করিতেন। দুঃখ ও কষ্টে, বিপদ ও আপদে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা তাঁহার স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

মোহাম্মদ বিন আবু হাতেম বর্ণনা করিতেছেন, একবার ছাত্র জীবনে আদম বিন আয়াশের নিকট গমনকালীন ইমাম ছাহেবের পাথেয় নিঃশেষ হইয়া যায়। সেই অবস্থায় কয়েকদিন পর্যন্ত ঘাস ও পাতা খাইয়া তিনি জীবন ধারণ করেন। এমন কঠিন অবস্থায় উপনীত হইয়াও তিনি কাহারও নিকট নিজের অভাবের কথা প্রকাশ করেন নাই, কিম্বা কোন ব্যক্তির নিকট ভিক্ষার হস্ত প্রসারিত করেন নাই। *

আবুল হাছান ইউছুফ বিন আবিজার বোখারী বর্ণনা করিতেছেন, একবার ইমাম ছাহেব অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। চিকিৎসকগণ তাঁহার রোগ নির্ণয় করিবার জন্য প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া অভিমত প্রকাশ করেন যে, যাহারা কেবল মাত্র শুষ্ক রুটি ভক্ষণ করিয়া থাকেন এবং রুটীর সহিত কোন প্রকার ব্যঞ্জন ব্যবহার না করেন সেইরূপ ব্যক্তিদের প্রস্রাবের সহিত তাঁহার প্রস্রাবের সামঞ্জস্য রহিয়াছে। পরে ইমাম ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা যায় যে, বাস্তবিক তিনি ৪০ বৎসর কাল হইতে রুটীর সহিত ব্যঞ্জন ব্যবহার করেন নাই। অতঃপর চিকিৎসকগণ তাঁহাকে রুটীর সহিত ব্যঞ্জন ব্যবহারের ব্যবস্থা প্রদান করেন। এই ব্যবস্থার কথা শুনিয়া ইমাম ছাহেব চিকিৎসা গ্রহণেই অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। অবশেষে তাঁহার ভক্ত ও শুভাকাঙ্খী শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের বহু অনুরোধে রুটীর সহিত চিনি ব্যবহারে তিনি সম্মত হন।

আবদুল্লাহ বিন মায়ারফী বর্ণনা করিতেছেন, একবার আমি মোহাম্মদ বিন্ ইছমাইলের বাটিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলাম। তাঁহার একজন ক্রীতদাসী কার্যোপলক্ষে তাঁহার সম্মুখ দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছিল। দৈবাৎ অসতর্কতা হেতু তাহার পা লাগিয়া ইমাম ছাহেবের সম্মুখস্থ দোয়াতটি উলটাইয়া যায় এবং কালি চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। ইমাম ছাহেব বিরক্ত ও ক্রোধান্বিত হইয়া বলেন, كيف تمشين 'তুমি কেমন করিয়া চল'? মুখরা দাসী তাহার প্রত্যুত্তরে বলিয়া উঠে, اذالم يكن طريق كيف امشى "পথ যদি না থাকে, তাহা হইলে আমি কেমন করিয়া চলিব?" দাসীর এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ জওয়াবে ইমাম ছাহেব কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া ক্রোধ সম্বরণ করিয়া বলিলেন, "যাও, অদ্য হইতে আমি তোমাকে মুক্তিদান করিলাম, মায়ারফী বলিতেছেন, আমি ইমাম ছাহেবকে নিবেদন করিলাম, "হে আবু আবদুল্লাহ! সেত আপনাকে ক্রোধ বাড়াইবার কথাই বলিল, আর আপনি ক্রোধের পরিবর্তে তাহাকে আযাদ করিয়া দিলেন?" ইমাম ছাহেব উত্তর করিলেন, ارضيت نفسى بما فعلت "যে যাহা কিছু করিল, তাহাতেই আমি নিজ আত্মাকে রাজি করিয়া লইলাম। *

একবার ইমাম বোখারীর পিতা আল্লামা ইছমাইলের আবু হাফছ নামক জনৈক শিষ্য ইমাম বোখারীর নিকট কতকগুলি মূল্যবান পণ্য দ্রব্য প্রেরণ করেন। সন্ধ্যাকালে এক দল ব্যবসায়ী— তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া পাঁচ সহস্র মুদ্রা মুনাফায় উহা কিনিয়া লইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইমাম ছাহেব তাঁহাদিগকে বলিলেন, অদ্য আপনারা প্রত্যাগমন করুন, আজ রাত্রে আমি ভাবিয়া দেখি, ইন্‌শা আল্লাহ আগামী কাল আমার অভিমত জ্ঞাপন করিব। পর দিবস অতি প্রত্যুষে আর এক দল ব্যবসায়ী উপস্থিত হইয়া দশ সহস্র মুনাফা দিতে রাজি হন। কিন্তু ইমাম ছাহেব তাঁহাদের প্রস্তাব এই বলিয়া প্রত্যাখান করেন যে, তিনি পূর্বদিনে আগত ব্যবসায়ীগণকে ৫ হাজার মুদ্রার মুনাফায় দ্রব্যগুলি প্রদান করিবেন বলিয়া রাত্রেই মনস্থ

* طبقات كبرى

* مقدمة فتح البارى

www.ahlehadeethbd.org

করিয়া ফেলিয়াছেন। সুতরাং নিয়ত ভঙ্গ করিয়া পরবর্তীদিগকে উহা দিতে না পারায় তিনি দুঃখিত।

নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন ঘটনায় ইমাম বোখারীর অনুপম চরিত্রের বিশেষ বিশেষ গুণাবলী অতি উজ্জ্বল ভাবে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে :

এক দিবস ইমাম ছাহেব আবি মা'শার জাবির-কে বলিলেন, "হে আবি মা'শার! আমাকে—ক্ষমা করুন, অন্ধ আবি-মা'শার ইহার তাৎপর্য কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, ماهي সে কি কথা? কি অপরাধে আপনি আমার ন্যায় নগণ্য খাদেমের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী? ইমাম ছাহেব বলিলেন, আপনি এক দিবস প্রফুল্ল চিত্তে হস্ত ও মস্তক হেলাইয়া হজরতের একটি পবিত্র হাদীছ বর্ণনা করিতেছিলেন। আমি আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পবিচালনার ভাব-ভঙ্গিমা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। তজ্জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আবি মা'শার বলিলেন, انت فى حل رحمك الله খোদা তা'লা আপনার প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন, ইহার জন্য আপনাকে কোন রূপ জবাবদিহি করিতে হইবে না। *

একবার কোন এক ব্যক্তি মছজিদের ভিতর অবস্থানরত অবস্থায় তাঁহার দাড়ি হইতে একখণ্ড তৃণ বাহির করিয়া মছজিদেই উহা নিক্ষেপ করে। উপস্থিত ব্যক্তিগণ যতক্ষণ পর্যন্ত কথাবার্তায় লিপ্ত রহিলেন, ততক্ষণ ইমাম ছাহেব ঐ তৃণখণ্ডের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিলেন, পরে সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া তিনি তৃণ খণ্ডটি উঠাইয়া লন এবং মছজিদের বাহিরে নিক্ষেপ করেন।

মছজিদের আদব ও সম্মান কতদূর ও কি ভাবে করিতে হয়, উপরোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে তাহা শিক্ষা করা উচিত।

ইমাম ছাহেব ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী—ছিলেন। তাঁহার নিক্ষিপ্ত শর কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইত না। অবরাক বর্ণনা করিতেছেন, একবার আমরা ইমাম ছাহেবের সহিত ফরবার নামক স্থানের অনতিদূরে গমন করিয়া তীর চালনা করিতে আরম্ভ করি। দৈবাৎ ইমাম ছাহেবের নিক্ষিপ্ত শরখানি একটি সেতুর স্তম্ভে লাগিয়া এমন ভাবে বিদ্ধ হইয়া যায় যে, তাহাতে সেতুটী অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ইমাম ছাহেব ছওয়ারী হইতে তাড়াতাড়ি অবতরণ করিয়া সেতুর নিকটে গিয়া উপস্থিত হন এবং স্তম্ভ হইতে শরখানি বাহির করিয়া ফেলেন। তৎপর আমাদিগকে নিকটে আহ্বান করিয়া দুঃখিত কণ্ঠে বলিলেন, আবু জাফর (অবরাক) তুমি এই সেতুর মালিকের নিকট ত্বরায় উপস্থিত হইয়া আমার এই দুষ্কর্মের কথা তাঁহার গোচরীভূত কর এবং তাহাকে বল যে, "দৈব দুর্ঘটনায় আমা দ্বারা সেতুটি ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াগিয়াছে। অতএব তোমার আদেশ হইলে পূর্বের ন্যায় সেতুটি নির্মাণ করিয়া দেই— অথবা সন্তুষ্ট মনে আমার নিকট হইতে ইহার ন্যায্য ক্ষতি পূরণ গ্রহণ কর এবং আমার এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধ মার্জনা কর।" সেতুর মালিক হামীদ বিন আখজার বলিয়া পাঠাইলেন ইমাম ছাহেবকে আমার ছালাম জানাইয়া নিবেদন করিবে যে,—"দৈবাৎ সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আমি দুঃখিত নই। আমি তাঁহার সন্তুষ্টির জন্য আমার ধনসম্পত্তি উৎসর্গ করিতেও প্রস্তুত।" এই সংবাদ শ্রবণে ইমাম ছাহেব অন্তরে স্বস্তিলাভ করেন এবং তুষ্ট হইয়া পাঁচশত হাদীছ রেওয়ায়ত এবং ফকির মিছকিনদের মধ্যে এক শত মুদ্রা বিতরণ করেন।

ইমাম ছাহেব বোখারার বহির্ভাগে একটি পান্থশালা নির্মাণ করিয়াছিলেন। উহার নির্মাণকালে অন্যান্য মজুরদের সঙ্গে ইট শুরকি নিজ মস্তকে বহন করিয়া রাজমিস্ত্রির নিকট পৌছাইয়া দিতেন। এক দিবস তাঁহার জনৈক শিষ্য ব্যথিত হৃদয়ে নিবেদন করিলেন, মহাত্মন! আপনার এরূপ কঠোর পরিশ্রম করার আবশ্যক কি? তদুত্তরে ইমাম ছাহেব বলিলেন,— هذا الذى ينفعنى "ইহাই আমার উপকারে আসিবে।" পান্থশালা নির্মাণ শেষে

* مقدمة الفتح

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইমাম ছাহেব সাধারণ সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। *

ইমাম বোখারী রমযান মাসে সাধারণতঃ লোকের সঙ্গে অতি হালকা ভাবে নামাজ সমাধা করিতেন এবং তাহাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ মাসে একবার কোরআন খতম করিতেন। পরে অর্ধরাত্রি হইতে শেষ রাত্রির ছেহ্‌রী পর্যন্ত একাকী নামাজ—পড়িতেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কোরআন পড়িয়া ৩ রাত্রিতে এক খতম দিতেন। পুনরায় প্রভাত হইতে এফতার পর্যন্ত প্রতি দিন এক খতম দিতেন † এই হিসাবে সম্পূর্ণ রামাযান মাসে ৪১ বার কোরআন খতম হইত। তিনি বলিতেন, প্রত্যেক কোরআন খতমের পর আল্লাহর দরগাহে একটি প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়া থাকে।

ইমাম ছাহেব সর্বদা প্রতিরাত্রে শেষের দিকে নির্দিষ্ট সময়ে তের রাকায়াত নামাজ পড়িতেন, তন্মধ্যে মাত্র ১ রাক্য়াত বেতর পড়িতেন। †

তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কষ্ট সহিষ্ণু ছিলেন। যে কার্য তিনি নিজে করিতে পারিতেন তাহা সম্পাদন করিতে কখনও অপরের সাহায্য গ্রহণ করা তিনি পছন্দ করিতেন না।

তিনি কাহারও নিন্দাচর্চা বা অসাক্ষাতে গীবৎ করিতেন না, তিনি বলিতেন,—

ما غبت منذ علمت ان الغيبة حرام.......

"যখন হইতে আমি পরনিন্দা হারাম বলিয়া জানিয়াছি তখন হইতে কোন দিন কাহারও গীবৎ করি নাই। এবং আমি আশা করি কেয়ামতের দিন এই জন্য কেহই আমার উপর দাবীদার হইতে—পারিবে না।"

তিনি যথা সাধ্য সুলতান ও আমীর ওমারার সংশ্রব হইতে দূরে থাকার চেষ্টা করিতেন এবং অযথা তাঁহাদের স্তুতিবাদ ও তোষামদ হইতে নিজেকে পরহেজ রাখিতেন। তিনি মনে করিতেন, তাঁহাদের সংসর্গ থাকিলে কখনও সঠিকরূপে ধর্মপথে চলিতে পারা যায় না, তাঁহাদের সহবাসে বিদ্যার অবমাননা হয় এবং তাঁহাদের তোষামদে ধর্মের বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়।

তখন খালেদ বিন আহমদ জহ্‌লি বোখারার গভর্ণর ছিলেন। ইমাম ছাহেব যখন বোখারার হাদীছ অধ্যাপনায় রত তখন গবর্ণর জহ্‌লি ইমাম ছাহেবকে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এবং তদীয় শাহজাদাগণকে ছহীহ বোখারী ও তাওয়ারীখ গ্রন্থ শিক্ষাদানের জন্য নিবেদন জানান। ইমাম ছাহেব এই প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া এবং শাসকের আক্রোশভয়ে ভীত না হইয়া নির্ভীক চিত্তে উক্ত আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি পরিষ্কার জানাইয়া দেন যে, তিনি রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া গবর্ণরের তোষামদী হইতে ইচ্ছা করেন না। কারণ তদ্দ্বারা বিদ্যার অবমাননা হয়। পুনরায় গবর্ণর এই আবেদন জানান যে, রাজপ্রাসাদে আসিতে যদি তাঁহার আপত্তি থাকে তাহা হইলে ইমাম ছাহেবের পাঠাগারেই তাঁহার পুত্রগণকে পাঠান যাইতে পারে, কিন্তু সে অবস্থায় শাহজাদাদের সঙ্গে যাহাতে সাধারণ ছাত্রগণ মেলামেশার সুযোগ না পায় তজ্জন্য তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়া যেন নির্দিষ্ট সময় ধার্য করিয়া দেওয়া হয়। ইমাম ছাহেব এতদুত্তরে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি আপনার এবম্প্রকার অনুরোধ রক্ষা করিতেও সম্পূর্ণ অক্ষম। কারণ আমার অধ্যাপনার বিষয় বস্তু রহ্‌মাতুললিল আলামীন রছুলুল্লাহর (দঃ) পরিত্যক্ত সাধারণ সম্পত্তি। উত্তরাধিকার সূত্রে ইহাতে ছোট বড়, ধনী নির্ধন, রাজা প্রজা— সকলের সমান অধিকার রহিয়াছে। কাজেই আমার পাঠাগার ও মছজিদের দ্বার সর্বশ্রেণীর লোকের জন্য সদা-উন্মুক্ত। যাঁহার ইচ্ছা হইবে তিনি এখানে উপস্থিত হইয়া শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন, আমি কাহারও জন্য কোন সময়েই কোনরূপ বাধা নিষেধ আরোপ করিতে পারি না। কাজেই আমি আপনার উক্তরূপ দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে পারি না। যদি ইহাতে আমি আপনার বিরক্তি উৎপাদন করিয়া থাকি, তাহা হইলে আপনি বল প্রয়োগে

* طبقات كبرى † طبقات و مقدمة الفتح

www.ahlehadeethbd.org

ভারতে মোগলশাসনের এক অধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—সগীর, এম, এ

ইলাহবাদের বিপজ্জনক পরিস্থিতি

ইলাহবাদের তৎকালীন সুবাহদার চাবেলা-রামের ফররোখ্‌শীয়র-প্রীতির ইঙ্গিত পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। তাহার এই মনোভাবের মূল অবশ্য কৃতজ্ঞতা। ফররোখশীয়রের পিতা আজীমুশ্‌শানের অনুগ্রহের ফলেই তিনি প্রথম সৌভাগ্যের কৃপাদৃষ্টি লাভ করেন এবং তাঁহার সুবাহদারী ও অন্যান্য প্রকার সম্মান লাভও ফররোখশীয়রের অনুগ্রহের ফলেই সম্ভবপর হইয়াছিল।

ফররোখশীয়রের সিংহাসন চ্যুতির অল্পকাল পূর্ব্বে চাবেলা রামের ভ্রাতুষ্পুত্র গীরধর বাহাদুর দরবারের আহ্বানে দিল্লীতে উপনীত হইয়াছিলেন। ফররোখশীয়রকে সিংহাসনচ্যুত করার পর চাবেলা রামের বিদ্রোহী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাওয়ায় গীরধর বাহাদুরকে তথায় আটক রাখা হয়। সম্রাট রফিউদ্দৌলাকে সঙ্গে লইয়া যখন উজীর আগ্রার দিকে অভিযান করেন, তখন তিনি গীরধরকে হেদায়ত আলী খানের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যান। এই হেদায়ত আলী খানের নিকট হইতে তিনি এক দিন কথা প্রসঙ্গে জানিতে পারেন যে, হোসেন আলী খাঁ শীঘ্রই ইলাহবাদ অভিযান করিয়া চাবেলা রামকে পর্যুদস্ত করিবেন। সেই রাত্রেই গীরধর তাঁর প্রহরীদিগকে প্রচুর অর্থদানে বশীভূত করিয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হন। শীঘ্রই সংবাদ পাওয়া যায় যে, তিনি ইলাহবাদে তাঁহার পিতৃব্যের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

আগ্রা হইতে আবদুল্লাহ খাঁ ও হোসেন আলী খাঁ উভয়েই কয়েকজন বিশ্বস্ত সেনাপতির অধীনে অনেক সৈন্য সামন্ত চাবেলা রামের দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এই সৈন্য দলের আগমনের সংবাদ শুনিয়া চাবেলা রাম গীরধরকে ইলাহবাদের দুর্গের কর্তৃত্ব প্রদান করিয়া সসৈন্যে কয়েক মাইল আগাইয়া আসেন। উভয় সৈন্য দল পরস্পর সম্মুখীন হইবার পূর্ব্বেই চাবেলা রাম অকস্মাৎ পক্ষঘাত রোগে আক্রান্ত

আমার শিক্ষাগার বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। সে অবস্থায় খোদার— ليكون لى عند الله عذر দরবারে আমার ওজর আপত্তি চলিবে।"

ইমাম ছাহেবের এইরূপ অপ্রত্যাশিত উত্তর পাইয়া বোখারার গবর্ণর ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠেন এবং তাঁহাকে যে কোন উপায়ে সহর হইতে বিতাড়িত করার পন্থার কথা চিন্তা করিতে থাকেন। কিন্তু তখন মুছলমানদের অন্তরে ইমাম ছাহেবের প্রতি এরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ ও গভীর আস্থা জন্মিয়াছিল যে, জনসাধারণকে বিক্ষুব্ধ না করিয়া তাঁহার উপর সরাসরি উৎপীড়ন চালান কিম্বা দেশ হইতে বিতাড়নের জন্য বল প্রয়োগ করা মোটেই সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং গবর্ণর তাঁহার ষড়যন্ত্র সফল করার জন্য ইমাম ছাহেবের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মনে বিরূপ ধারণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটি কূটকৌশলের আশ্রয় লইলেন। তিনি কতিপয় নীচাশয় কুচক্রীর সাহায্যে ইমাম ছাহেবের মত ও বিশ্বাসের উপর মিথ্যা অপবাদ রটাইয়া সাধারণ মুছলমানগণকে— বিভ্রান্ত ও দ্বিধাবিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। এই লইয়া সহরময় তুমুল আন্দোলন উঠিল এবং অশান্তির বহ্নিশিখা চতুর্দিকে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এই সুযোগে গবর্ণর তাঁহাকে শহর পরিত্যাগের হুকুম জারি করিলেন। নির্দোষিতা প্রমাণের কোন সুযোগ দেওয়া হইল না। ইমাম বোখারী অবশেষে বাধ্য হইয়া প্রিয় জন্ম ভূমির মায়া মমতা জলাঞ্জলী দিয়া বোখারা হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন। তবু নির্ভীক হৃদয় সত্য-সাধক অন্যায়ের নিকট নতি স্বীকার করিলেন না।

www.ahlehadeethbd.org

হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। চাবেলা রামের এই আকস্মাৎ মৃত্যুকে সৈয়দ ভ্রাতারা আল্লাহতা'লার বিশেষ অনুগ্রহ বলিয়া মনে করিলেন। গীরধরের নিকট তাঁহারা মূল্যবান খেলাত প্রেরণ করিয়া ইলাহবাদ দুর্গ সমর্পণের অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। সৈয়দ পক্ষীয় সেনাপতি আবদুন্নবী খান উজীরের প্রদত্ত খেলাতসহ গীরধরকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যদি শান্তির সহিত ইলাহবাদ দুর্গ সমর্পণ করেন তাহা হইলে তাহাকে অবিলম্বে আউধের অর্থাৎ অযোধ্যার সুবাইদারী এবং লক্ষ্ণৌ ও গোরখপুরের ফৌজদারী প্রদান করা হইবে।

কিন্তু গীরধর এই সমস্ত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। অজুহাত স্বরূপ তিনি জানাইলেন যে, তাঁহার পরলোকগত পিতৃব্য চাবেলারামের প্রেতকৃত্য সম্পাদন করা উপলক্ষে ত্রিবেণী সঙ্গমে তাঁহাকে ১ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। সুতরাং তিনি ১ বৎসর ঐ স্থান পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

আবদুন্নবী খানের সাহায্যার্থে হায়দরকুলী খানের নেতৃত্বে নব সৈন্যদল প্রেরিত হইল। এই সৈন্য দল ইলাহবাদ আসিয়া পৌছাইবার পর ইলাহবাদ দুর্গ অবরোধ করা হইল। দুর্গ হইতে অবরোধকারী সৈন্য দলের উপর অত্যন্ত তীব্রভাবে গোলাগুলি বর্ষিত হইতে লাগিল। এক দিন রাত্রে দুর্গরক্ষী সৈন্যরা অতর্কিত আক্রমণ করিয়া সম্রাট পক্ষীয় সৈন্য দলের খুব ক্ষতি সাধন করে। কিন্তু উহাদের মধ্য হইতে ২ জন ধৃত হয়। তাহাদের প্রমুখাৎ জানা যায় যে, দুর্গ মধ্যে ১০ বৎসরের ব্যবহার উপযোগী খাদ্য শস্য মওজুদ রহিয়াছে, গীরধর—বাহাদুরের অধীনে যে সৈন্য দল রহিয়াছে তাহাদের সংখ্যা অন্যূন ১০ হাজার। তাহা ছাড়া নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের হিন্দু ভূম্যাধিকারীদিগের অধীনে বহু সৈন্য রহিয়াছে, প্রয়োজন হইলে ঐ সমস্ত সৈন্যদলের সাহায্যও তিনি পাইবেন। এই সমস্ত সংবাদ আগ্রায় সৈয়দ ভ্রাতাদের নিকট প্রেরিত হইল এবং আরও সৈন্য সামন্ত প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ জানান হইল।

ইত্যবসরে সৈন্য চালনার ব্যাপার লইয়া আবদুন্নবী খান ও হায়দরকুলী খানের মধ্যে প্রথমে মতান্তর পরে মনান্তর ঘটে। এর জন্য আবদুন্নবী খান তাঁহার অধীনস্থ সৈন্য দলকে দুর্গের অবরোধ হইতে সরাইয়া লন। ফলে দুর্গের উত্তর দিক অনবরুদ্ধ থাকে। এই সুযোগে বুন্দেলা নায়ক বুধসিংহ হাদার প্রেরিত সৈন্য দল ঐ দিক দিয়া দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দুর্গরক্ষী সৈন্য দলের শক্তি প্রভূত ভাবে বৃদ্ধি করে।

যুদ্ধ ও অবরোধের গতি এই মূর্ত্তি ধারণ করায়, মোহাম্মদ খাঁ বঙ্গোশ সৈয়দ ভ্রাতাদের আদেশ অনুযায়ী ইলাহবাদে আসিয়া পৌছিলেন। তিনি আবদুন্নবী খানের পরিত্যক্ত অংশে সৈন্য সমাবেশ—করিলেন। তারপর দুই দিক হইতে দুর্গের দিকে অগ্রসর হইবার আদেশ প্রদত্ত হইল। তিন দিন ব্যাপী যুদ্ধের ফলে সম্রাট পক্ষীয়েরা দুর্গরক্ষীদিগকে হীনবল করিয়া দুর্গের প্রাকারের নিম্নে আসিতে সক্ষম হইল এবং প্রাচীর ভগ্ন করিবার উদ্দেশ্যে গর্ত্ত খনন করিয়া বারুদ জমা করিতে লাগিল। পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখিয়া গীরধর শান্তির প্রস্তাব করেন। শান্তির শর্ত্ত নির্দ্ধারণ করিতেই বহু সময় অতিবাহিত হইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গীরধর বলিয়া পাঠাইলেন যে, একমাত্র রাজা রতন চাঁদ ছাড়া আর কাহারও মধ্যস্থতায় তিনি প্রস্তাব আলোচনা করিতে সম্মত নন।

দুর্গজয়ে এবম্প্রকার বিলম্ব ঘটায় হোসেন আলী খাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটার উপক্রম হইল। তিনি সসৈন্যে ইলাহবাদ যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ খাঁ ইহাতে সম্মত হইলেন না। আগ্রা দুর্গ অধিকার করিয়া কি-ভাবে হোসেন আলী খাঁ তথায় প্রাপ্ত ধনরত্নের প্রধান অংশ স্বয়ং কুক্ষিগত করিয়াছিলেন তাহা এত শীঘ্র আবদুল্লাহ খাঁ বিস্মৃত হন নাই। হোসেন আলী খাঁ ইলাহবাদের দুর্গ জয় করিয়া আবার তাঁহাকে অনুরূপ ভাবে বঞ্চিত করিবেন, এই আশঙ্কা করিয়া আবদুল্লাহ খাঁই ইলাহবাদ অভিযান করার অধিকার দাবী করিলেন। সাম্রাজ্যের

www.ahlehadeethbd.org

উজীর হিসাবে তাঁহারই যে এই অধিকার, তাহা তিনি খুব জোরেশোরে প্রচার করিতে লাগিলেন। অবশেষে অনেক বাকবিতণ্ডার পর মধ্য পথ অবলম্বনে উভয় ভ্রাতা সম্মত হইলেন। তদনুযায়ী রাজা রতন চাঁদ উভয়ের দূত হিসাবে ইলাহবাদ যাত্রা করিলেন।

তদনুযায়ী রতন চাঁদ বহু আমিরওমারা সমভিব্যাহারে ইলাহবাদ যাত্রা করিলেন। ইলাহবাদের উপকণ্ঠে পৌঁছাইয়া তিনি গীরধরের নিকট তাঁহার আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং তাঁহার সহিত অবিলম্বে কথা বার্ত্তা বলিবার বাসনা জানাইলেন। প্রত্যুত্তরে গীরধর বলিয়া পাঠাইলেন যে, রাজা রতন চাঁদের আগমনে তিনি খুব প্রীতিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ইচ্ছা করেন যে, দেশের প্রথা অনুযায়ী রাজা দুর্গাভ্যন্তরে আগমন করিয়া তাঁহার পিতৃব্যের মৃত্যুজনিত শোকে সান্ত্বনা ও সমবেদনা জ্ঞাপন করিবেন। মোহাম্মদ খাঁ বঙ্গোশ, হায়দরকুলী খাঁ ও আরও দুই চারিজন একান্ত বিশ্বস্ত অনুচরকে সঙ্গে লইয়া রতন চাঁদ দুর্গে গমন করেন। তথায় উভয় পক্ষ হইতে কুশলসম্ভাষণ জ্ঞাপন ও মূল্যবান সওগাতের বিনিময় হয়। আর আসল ব্যাপার সম্বন্ধে সাব্যস্ত হয় যে, অধীনস্থ সমুদয় সরকারসহ আউধের সুবাহদারী গীরধরকে প্রদত্ত করা হইবে। ঐ সুবায় সামরিক ও বেসামরিক কর্ম্মচারী, যথা ফৌজদার, দেওয়ান, প্রভৃতি নিযুক্ত করার অবাধ অধিকারও তিনি প্রাপ্ত হইবেন। তাহা ছাড়া বাঙ্গালার সংগৃহীত রাজস্ব হইতে—তাঁহাকে এককালীন ৩০ লক্ষ টাকা তাঁহার সৈন্য দল পোষণের খরচাদি স্বরূপ প্রদান করা হইবে। এতদ্ব্যতীত, সম্রাট কর্ত্তৃক একটী মনিমুক্তা খচিত শিরাভরণ, একটী খেলাত ও ১টী হস্তি প্রদান করার কথাও মানিয়া লওয়া হইল।

গঙ্গা জল স্পর্শ করিয়া উভয় পক্ষ প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রতিজ্ঞা করার পর গীরধর বাহাদুর উক্ত শর্ত্তানুযায়ী তাঁহার সমস্ত মাল ধন, মূল্যবান সামগ্রী ও সমগ্র পরিবার পরিজনসহ দুর্গ হইতে বাহিরে চলিয়া আসিলেন। ইলাহবাদ দুর্গের ভার শাহ আলী খাঁর উপর প্রদান করিয়া রাজা রতন চাঁদ আগ্রা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাহার দৌত্যকার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় তাঁহার ভূয়শী প্রসংশা এবং তাঁহাকে ৫০০০ হাজারী মনসবদারীতে উন্নত করা হইল। ইহা ছাড়া হায়দরকুলী খাঁ ও মোহাম্মদ খাঁ বঙ্গোশকেও প্রচুর মুদ্রা ও মুক্তাহার উপহার প্রদান করিয়া সম্মানিত করা হইয়াছিল।

এই ভাবে ইলাহবাদের দুর্ভেদ্য দুর্গ বিরুদ্ধ পক্ষের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া সৈয়দ ভ্রাতারা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। ইলাহবাদ গীরধর বাহাদুরের হস্তে থাকা শুধু সামরিক দিক দিয়া বিপজ্জনক ছিল তাই নয়, বাংলার সংগৃহীত বিরাট রাজস্বও ঐ পথে দিল্লীতে আনয়ন এবং পথি মধ্যে তথায় লুণ্ঠিত হইবার ভয় ছিল বলিয়া উক্ত রাজস্ব পাটনা আজীমাবাদে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এক্ষণে তথা হইতে উহা দিল্লী পাঠাইবার আদেশ দেওয়া হইল।

ইলাহবাদের দুর্গ অধিকারের যুদ্ধ জিলহজ, ১১৩১ হিজরী (নভেম্বর, ১৭১৯ খৃঃ) হইতে জামাদিওস্‌সানী, ১১৩২ হিজরী (মে, ১৭২০ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়।

নিজামুলমুল্কের গতিবিধি, মালব হইতে দাক্ষিণাত্যে পলায়ন

এই সময় সৈয়দ ভ্রাতাদের সৌভাগ্য সূর্য্য মধ্য গগনে বিরাজিত কিন্তু "চিরদিন কভু সমান না যায়।" এর পর তাঁহাদের ভাগ্য রবি পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িল এবং দ্রুত গতিতে অস্তগমনের পথে ধাবিত হইল। ইহারই চমকপ্রদ বিবরণ নিম্নে—সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। তাঁহাদের কর্ম্মজীবনের ও ভাগ্যের ইহা চতুর্থ পর্য্যায়।

নিজামুলমুল্ক যে কোনকালেই সৈয়দ ভ্রাতাগণের পক্ষে যোগদান করেন নাই, সে সম্বন্ধে পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। সৈয়দ ভ্রাতাদের বিরুদ্ধ পক্ষীয়গণের সম্বন্ধেও তিনি ভাল ধারণা পোষণ করিতেন না। দিল্লীর দরবারে স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর ওমারার দল যে নিত্য নূতন চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রজাল

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রচনা করিতেন তাহাতে তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষের তথায় খাপ খাওয়াইয়া চলা একান্তই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। তাই তিনি মালবের সুবাদারী প্রাপ্ত হইয়া সমগ্র পরিবার পরিজনসহ তথায় গমন করেন। কিন্তু অতীতে বাদশাহ বা উজীরের খোশ খেয়াল অনুযায়ী তাঁহার পদমর্য্যাদা ও কর্মস্থল যে ভাবে পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার আশঙ্কা জন্মিয়াছিল যে হয়তঃ বা মালব হইতে শীঘ্রই আবার তাঁহাকে অপসারিত করা হইবে। তাই তিনি তথায় যাত্রার প্রাক্কালে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে তথা হইতে সরান হইবে না।

তিনি মালব গমন করিবার পর হইতেই নানা সূত্র হইতে এই জনরব প্রচারপ্রাপ্ত হইল যে, তিনি তথায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত সৈন্য সংগ্রহে লিপ্ত রহিয়াছেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া সৈয়দ ভ্রাতারা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাই এক শাহী ফরমানে তাঁহাকে দরবারে আহ্বান করা হইল। উহাতে জানান হইল যে, দাক্ষিণাত্যের শাসন সৌকর্য্য ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থার জন্য মালব প্রদেশের ভারও হোসেন আলী খাঁর উপর অর্পণ করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এখন আগ্রা, মুলতান, ইলাহাবাদ ও বুরহানপুর এই ৪ সুবার যে কোন একটীর সুবাদারী তিনি স্বেচ্ছায় বাছিয়া লইতে পারেন, এই ফরমানের সংবাদ পাইয়া নিজামুলমুল্কের সন্দেহ আরও ঘণীভূত হইল যে ইহা তাঁহার দফা রফা করার এক ভীষণ ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নহে। সন্দেহের কারণ পূর্ব্বেই দেখা দিয়াছিল। হোসেন আলী খাঁর বখশী দিলাওয়ার আলী খাঁ আরও অনেক সেনাপতি ও প্রধানসহ মালবের প্রান্তে যে ভাবে ঘোরাফেরা করিতেছিলেন তাহাতে তাঁহাদের উদ্দেশ্য—সম্বন্ধে তাঁহার মনে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল।

ইত্যবসরে, তাঁহার গোত্রভুক্ত ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মোহাম্মদ আমীন খাঁ চিনবাহাদুর কর্ত্তৃক আগ্রা হইতে লিখিত একখানা গোপন পত্র তাঁহার হস্তগত হইল। আমীন খাঁ উহাতে লিখিয়াছিলেন যে, আগ্রায় শাহজাদা নেকোশীয়র ও ইলাহবাদে চাবেলা রামের বিদ্রোহ দমনে ব্যাপৃত থাকায় সৈয়দ ভ্রাতারা ব্যস্ত; তজ্জন্য তাঁহারা অন্য দিকে মনোযোগ দিতে পারিতেছেন না। কিন্তু উহা হইতে একটু অবসর করিতে পারিলেই তাঁহারা নিজমুলমুল্কের ধ্বংসের চেষ্টায় ব্যাপৃত হইবেন। ঐ পত্রের সঙ্গে সম্রাট মোহাম্মদ শাহ ও সম্রাট মাতার স্বহস্ত লিখিত দুই খানা গোপন পত্রও প্রেরিত হয়। তাঁহারা উহাতে সম্রাটের অসহায় অবস্থার কথা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করিয়া সম্রাটকে তাঁহাদের ক্রীড়নকে পরিণত করিয়াছেন। অতঃপর সম্রাটের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সম্রাটকে এই অসহায় ও অসহনীয় পরিস্থিতি হইতে উদ্ধার করার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়।

এই সমস্ত সংবাদ পাইয়া নিজামুলমুল্ক তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত অনুচর মোহাম্মদ গিয়াস খানের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, দিল্লীতে না গিয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে থাকিয়া আত্মরক্ষা মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। তিনি বলিলেন যে, যদি তাঁহার দিন ঘনাইয়াই আসিয়া থাকে তাহা হইলে কিছুতেই তিনি রক্ষা পাইবেন না। আর যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে সৈয়দ ভ্রাতারা তাঁহার কেশও স্পর্শ করিতে পারিবেন না। উক্ত অনুচর তাঁহাকে আরও পরামর্শ দিলেন যে, আসীরগড়ের দুর্ভেদ্য দুর্গ যদি হস্তগত করা যায়, তাহা হইলে সমগ্র দাক্ষিণাত্য নিজামুলমুল্কের পদানত হইবে।

তাঁহার আসল উদ্দেশ্য গোপন করিয়া তিনি যেন হিন্দুস্তানে ফিরিয়া যাইতেছেন এই ভান করিয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতে হইতে **সোরাঞ্জা** নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের আশায় তাঁহার সৈন্যরা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু হঠাৎ তিনি গতি পরিবর্ত্তন করিয়া যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে করিতে নর্ম্মদা অতিক্রম করিয়া গেলেন।

www.ahlehadeethbd.org

নিজামুলমুল্কের এই রহস্য জনক গতিবিধির সংবাদ শীঘ্রই আগ্রায় গিয়া পৌঁছিল। হোসেন আলী খাঁ ক্ষিপ্রগতিতে ইহার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। হঠকারিতার সহিত কার্য্য করিলে পরিণাম শুভ হইবে না এই মত প্রকাশ করিয়া আবদুল্লাহ খাঁ তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। অবশেষে সৈয়দ দিলাওয়ার আলী—খানের নিকট সংবাদ পাঠান হইল যে, তিনি যেন দোস্ত মোহাম্মদ খাঁ আফগান, রাও ভীমসিংহ হাদা ও রাজা গজসিংহ নারওয়ারী সমভিব্যহারে নিজামুলমুল্কের পশ্চাদ্ধাবন করেন। মাত্র ২০ বৎসর বয়স্ক তরুণ যুবক সৈয়দ ভ্রাতাদের ভাগিনেয় আলীম আলী খাঁ দাক্ষিণাত্যে হোসেন আলী খার ডেপুটী স্বরূপ তৎকালে শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। তাঁহার রাজধানী আওরঙ্গাবাদে সংবাদ প্রেরিত হইল তিনি যেন নিজামুলমুল্কের অগ্রগমন রোধ করেন।

ইত্যবসরে নিজামুলমুল্ক অর্থের দ্বারা আসীরগড় দুর্গের রক্ষীদিগকে বশীভূত করিয়া উক্ত দুর্গ অধিকার করিয়া লইয়া তথায় তাঁহার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র রাখিয়া দিলেন। উক্ত দুর্গ তাঁহার দুই পুত্রের কর্তৃত্বাধীনে রাখিয়া তিনি ঐ স্থান হইতে বুরহানপুরের দিকে অগ্রসর হইয়া উহার সন্নিকটে লালবাগ নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। অতি সহজেই বুরহানপুর নগরী তাঁহার অধিকারভুক্ত হইল। বুরহানপুর ও আসীরগড় দখল করায় তাঁহার তৎকালীন অবস্থা খুবই দৃঢ়ীভূত হইল।

আলীম আলী খাঁ তাঁহার মাতুলদের নিকট হইতে পত্র পাওয়া মাত্র নূতন সৈন্য সংগ্রহে মন দিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অফিসারদের প্রভূত পদোন্নতির ব্যবস্থা করিলেন এবং মারাঠাদিগকেও সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করিলেন তাঁহার ধারণা ছিল যে, একদিকে তিনি এবং অন্য দিকে দিলাওয়ার আলী খাঁ নিজামুলমুল্ককে চাপিয়া ধরিলে নিজামুলমুল্কের—অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিবে।

নিজামুলমুল্কের ইচ্ছা যে, তিনি বর্ষার কয়েকটা মাস বিনা যুদ্ধে কাটাইবেন। কিন্তু আলীম আলী খাঁ ও দেলওয়ার আলী খানের দ্রুত আগমনের সংবাদে তাঁহাকে এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইল। আলীম আলী খাঁ আওরঙ্গাবাদ পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইতেছেন এই সংবাদ পাইয়া, তিনি তাপ্তি নদী অতিক্রম করিয়া অপর তীরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। ইত্যবসরে আবার সংবাদ আসিয়া পৌঁছাইল যে দেলওয়ার আলী খাঁ নর্ম্মদা অতিক্রম করিয়া বুরহানপুর হইতে মাত্র ১৪ ক্রোশ দূরে উপস্থিত হইয়াছেন। কাজেকাজেই তিনি দেলওয়ার খাঁর সহিত মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। প্রকৃত যুদ্ধের পূর্ব্বে নিজামুলমুল্ক সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করেন; কিন্তু দেলওয়ার আলী খাঁ উহা প্রত্যাখান করেন।

দেলওয়ার আলী খাঁর পরাজয় ও মৃত্যু।

বুরহান ও নর্ম্মদার মধ্যবর্ত্তী পান্ধার নামক স্থানে নিজামুলমুল্ক ও দেলওয়ার আলী খানের মধ্যে ১৩ই শাবান, ১১৩২ হিজরী (১৯শে জুন, ১৭২০ খৃঃ) এক ঘোরতর সংগ্রাম হয়, সংগ্রামের ভীষণতর অবস্থায় যখন স্বয়ং দেলওয়ার আলী সৈন্য পরিচালনা করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি বক্ষস্থলে বন্দুকের গুলীর আঘাতে নিহত হন। তাঁহার পক্ষীয় প্রধান প্রধান সেনাপতি যথা সৈয়দ শের খান, বাবর খান, রাও ভীমসিংহ ও রাজা গজসিংহ নারওয়ারী সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। প্রভূত সংখ্যক বারহা সৈয়দ বংশীয় ও রাজপুত সৈন্য নিহত হয়। দেলওয়ার আলী খাঁর পক্ষীয় প্রধান সেনাপতিদের মধ্যে এক মাত্র দোস্ত মোহাম্মদ খান আফগান (১) অতি কষ্টে যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হন।

নিজামুলমুল্কের এই জয়লাভ সৈয়দ ভ্রাতাদের শোচনীয় পরিণতির দ্বার উন্মুক্ত করিল এবং সেই দিক দিয়াই এই যুদ্ধ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

যুদ্ধ শেষে নিজামুলমুল্ক বুরহানপুর প্রত্যাগমন করিলেন। দেলওয়ার আলী খান ও অন্যান্য—মুসলমান সেনাধ্যক্ষ ও সৈন্যদের মৃত দেহ সমাধিস্থ করা হইল। হিন্দু সৈন্যদের মৃতদেহও রাজা ইন্দ্রসিংহের তত্ত্বাবধানে সৎকারের ব্যবস্থা হইল। ক্রমশঃ।

(১) ইনিই ভূপালের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

www.ahlehadeethbd.org

"পূজারী জগৎ"

অপূজ্য পূজিত হয় বিশ্বপতি ছাড়া।
জীবশ্রেষ্ঠ নর হয় সত্যজ্ঞান হারা।।

চলিছে পূজার স্রোত দিবায় নিশায়।
দ্বীন ও ইমান ত্যাগি—স্রষ্টা বিধাতায়॥
রিপুর পূজক কেহ শক্তি উপাসক।
লোভের পূজারী কেহ ইন্দ্রিয় সেবক॥
সঞ্চয় আকাঙ্খী কেহ জমি বিত্ত ধন।
নারী উপাসক কেহ কামের ইন্ধন॥
দেশাচার পূজে কেহ ব্রত লৌকিকতা।
কেহবা পূজিছে বংশ পরম্পর প্রথা॥
দাসত্ব পূজক কেহ পর আজ্ঞাবহ।
মিলাদ, ঈছাল সওয়াব সভা পূজে কেহ॥
আশিস আকাঙ্খী কেহ গুরু ও পীরের।
কবর পূজক কেহ লোভী মানতের॥
পীরত্বের পূজক কেহ আকাঙ্খী শিষ্যের।
কেহবা পূজারী ভক্তি সহ নৈবেদ্যের॥
জড় উপাসক কেহ দেব অবতার।
যেদ প্রতিহিংসা কেহ পূজে অহংকার।
বিলাস ব্যসনে কেহ মত্ত দিবানিশি।
ইচ্ছার পূজক কেহ আত্মসুখ প্রয়াসী॥
উদ্দেশ্য পূজক কেহ ভান কাপট্যের।
ছলের সেবক কেহ মিথ্যা চাতুর্য্যের॥
শঠ ব্যবসায়ী কেহ নামের পূজক।
যশান্বেষী কেহ, কেহ প্রাধান্য সাধক॥
পরনিন্দা সেবী কেহ আত্মশ্লাঘী জন।
হিংসার পূজক কেহ, পূজে কুবচন॥
পরস্ব হরণে কেহ পূজে দস্যুতায়।
শিক্ষিত হইয়া কেহ পূজে অজ্ঞতায়॥
ছবি মূর্ত্তি পূজে কেহ ভক্তি অর্ঘ্য দানে।
জড় ও জীবে পূজে কেহ সভয় সজ্ঞানে॥
ব্রাহ্মণ পূজক কেহ পুরুত সেবক।
কীর্ত্তন মহোৎসব আর মন্দির পূজক॥
মঠ, গির্জ্জা পাণ্ডা পূজে কেহবা নেয়াজ।
মসজিদ পূজে কেহ গোঁড়ামি সমাজ॥
প্রতিপত্তি উপাসক কেহবা আবার।
চন্দ্র সূর্য গ্রহ পূজে মাস পক্ষ বার॥
দেশের পূজক কেহ দেশ নায়কের।
কেহ পূজে প্রাণ ভয়ে যুক্তি অপরের॥
বাগ্মিতা পূজক কেহ পূজারি তর্কের।
ন্যায়ান্যায় নির্ব্বিচারে আকাঙ্খী জয়ের॥
সুদের পূজক কেহ ঘুষের সেবক।
জিহ্বার কিঙ্কর কেহ উদর পূজক॥
কেহবা আইন পূজে ন্যায়ান্যায় ভুলি।
(অথচ) মিথ্যার পূজারী যত সৎ সত্য ফেলি॥

উপাস্য নাহিক কেহ আল্লাহ ব্যতীত।
বিশ্বনবী মহাম্মদ (দঃ) যাঁহার প্রেরিত॥

সেখ মহাম্মদ হোসেন

www.ahlehadeethbd.org

পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম
মুছলিম রাষ্ট্র
ইন্দোনেশিয়া

মোহাম্মদ আবদুর রহমান

সূচনা

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়া প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসরের সাম্রাজ্যবাদী ওলন্দাজ শাসনের জগদ্দল পাথর অপসারিত করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করে। ফলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় একটি সুবৃহৎ ও শক্তিশালী সার্বভৌম মুছলিম রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। মুছলিম জগতে পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের ন্যায় ইহাও একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

ইন্দোনেশিয়ার আয়তন মোট ৭৩৫,২৬৮ বর্গ মাইল। ইহা উত্তরে ইন্দোচীন উপদ্বীপ হইতে দক্ষিণে প্রায় অষ্ট্রেলিয়া পর্যন্ত ভারত মহাসাগরের বুকে ১১০০ মাইল বিস্তৃত ৩ সহস্রাধিক দ্বীপপুঞ্জের সমবায়ে গঠিত একটি বিরাট দেশ। এই দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে যাভা, সুমাত্রা, সেলিবস, মালাক্কা, বোর্ণিও, বালি, লাম্বক প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মোট লোক সংখ্যা প্রায় সাড়ে সাত কোটি, তন্মধ্যে শতকরা ৯০ জনই মুছলমান। এই হিসাবে ইহা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুছলিম রাষ্ট্র। পাকিস্তানের পরই ইহার স্থান। সুদূর পূর্বাঞ্চলে বিপুল মুছলিম অধ্যুষিত এই সুবৃহৎ রাষ্ট্র সম্বন্ধে আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষিতদের জ্ঞান ও ধারণা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। আমরা সংক্ষেপে তর্জুমানের পাঠকবৃন্দের সম্মুখে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোকপাতের চেষ্টা করিব।

মুছলমানগণের আগমনের পূর্বে

যাভা, সুমাত্রা, বালি প্রভৃতি দ্বীপে মুছলমানগণের আগমনের বহু পূর্বে এমন কি ইছলামের অভ্যুদয়েরও অনেক পূর্বে খৃষ্টপূর্ব ৭৫ অব্দে সর্বপ্রথম ভারতীয় হিন্দুগণ এখানে আগমন করেন। চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়েন ৪১২ খৃষ্টাব্দে যাভায় হিন্দু উপনিবেশ পরিদর্শন করেন। ৮০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হিন্দুগণ এই দ্বীপ পুঞ্জে হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতার প্রভাব পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ভারতীয় প্রভাব প্রতিপত্তির ইতিহাসে ৩টি স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। ১ম, বুদ্ধ প্রভাব, ২য়, শৈব প্রভাব ৩য়, উভয়ের সমন্বয় সাধন ও মিলিত প্রভাব। এই সময় অনেকগুলি শক্তিশালী হিন্দু-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আজও এই দ্বীপপুঞ্জে হিন্দু সভ্যতার বহু নিদর্শন মানুষের বিশ্বাস, আচরণ এবং স্থাপত্য শিল্পে প্রত্যক্ষ করা যায়।

মুছলমানদের আগমন ও ইছলাম প্রচার,

ইছলামের স্বর্ণ যুগে মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ চিড়িয়া আরবীয় বাণিজ্য পোত পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে আর সঙ্গে সঙ্গে আরবীয় বণিক ইছলামের মহা পয়গামের বীজ দেশে দেশে ছড়াইয়া দিয়াছে। সম্ভবতঃ গৌরব যুগের শেষের দিকে আরবীয় বণিকগণ বাণিজ্যব্যপদেশে এই দেশে আগমন করেন এবং ইছলাম প্রচারের পুণ্য ব্রত পালন করিতে থাকেন। দীর্ঘ দিন এই ভাবে মন্থর গতিতে ইছলামের প্রচার ও প্রসারের পর দ্বিধাবিভক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইলাকার শাসকবর্গ ইছলাম কবুল করেন এবং তাঁহাদের আগ্রহ ও উদ্যোগে সমগ্র দ্বীপ পুঞ্জেই পূর্ণ উদ্যমে ইছলাম প্রচার লাভ করিতে থাকে। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ভূপর্যটক ইবনে বতুতা ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে উত্তর সুমাত্রায়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

একজন মুছলমান শাসনকর্তাকে দেখিতে পান। ইহার পর রাদেন রাতাহ (Raden Ratah) নামক যাভার অন্যতম রাজ্যের শাসনকর্তার ইছলাম গ্রহণের পরই ইছলামের বিজয় বৈজয়ন্তী চতুর্দিকে উড্ডীয়মান হইতে থাকে। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে সমগ্র জাভায় মুছলমান আধিপত্য পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে উত্তর সুমাত্রার আজেহ এর [Atjeh] রাজা ইছলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর সুমাত্রাতেও ইছলামের জয়যাত্রার পথ পরিষ্কার হইয়া যায়। উক্ত রাজা ৯ জন উপযুক্ত ধর্মপ্রচারককে দ্বীপপুঞ্জের দিকে দিকে প্রেরণ করেন এবং তাঁহারা সাফল্যের সঙ্গে প্রচার কার্য চালাইয়া দেশের অধিবাসীবৃন্দকে দলে দলে ইছলাম ধর্মে দীক্ষিত করিতে থাকেন। এতদ্ব্যতীত যাভার মুছলিম বণিকবৃন্দও ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতিটি দ্বীপে তাঁহাদের ব্যবসায় পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে মিশনারীর কার্যও চালাইয়া যান। এই ভাবে দুই শত বৎসরের মধ্যে মুছলমান শাসকবৃন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বণিকবৃন্দের উৎসাহ প্রচারণায় সমগ্র দেশ ইছলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য হয়।

ওলন্দাজগণের আগমন ও ইন্দোনেশিয়ার দুর্দিন

ষোড়ষ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজগণ সর্বপ্রথম বণিকের বেশে এই দ্বীপপুঞ্জে আগমন করে। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬১০ খৃঃ তাহারা শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ভারতবর্ষে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক কলিকাতার প্রতিষ্ঠার ন্যায় ওলন্দাজ কোম্পানীও জাভায় ১৬১৯ খৃঃ বাটাভিয়া নগরীর পত্তন করে এবং উহাকে কেন্দ্র করিয়া ক্রমে সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় তাহাদের প্রতিষ্ঠা স্থাপনের প্রচেষ্টায় নামিয়া পড়ে। জাভার 'নেটিভদের' সঙ্গে অতঃপর তাহাদের দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষ চলিতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত স্থানীয় অধিবাসীরা পরাভূত হয় এবং সমগ্র জাভায় ও অন্যান্য দ্বীপে ওলন্দাজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ওলন্দাজদের সহিত ফরাসী ও ইংরাজদের স্বার্থের লড়াই শুরু হয় এবং জাভা কিছুদিন ফরাসীদের হাতে এবং পরে ১৮১১ হইতে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরাজদের অধিকারভুক্ত হইয়া থাকে কিন্তু ইংরাজ-ওলন্দাজ সন্ধির ফলে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে পুনঃ উহা ওলন্দাজদের হস্তেই প্রত্যর্পিত হয়।

ওলন্দাজগণ নিষ্ঠুর শাসন ও নির্বিচার শোষণ চালাইয়া অধিবাসীদিগকে একরূপ দাস শ্রেণীতে পরিণত করিয়া ফেলে। ১৮৩০ খৃঃ জেনারেল ভন ডেন বস্‌চ্‌ [Von Den Bosch] যে নীতিতে এই শোষণ ব্যবস্থার গোড়া পত্তন করেন তাহার ফলেই এই উপনিবেশের শোষিত রক্তে দেশ-মাতৃকা নেদার ল্যাণ্ডের দেহে রক্তস্ফীতি ঘটিতে থাকে। এই নীতি অনুসারে উপনিবেশের কৃষিজীবিদিগকে তাহাদের ভূমির একটি বিশিষ্ট অংশে প্রধান প্রধান পণ্যদ্রব্য চাষ করিতে বাধ্য করা হয়। তাহাদিগকে এই উৎপন্ন জাত দ্রব্য নির্দিষ্ট মূল্যে গবর্ণমেণ্টের নিকট বিক্রি করিতে বাধ্য হইতে হয়।

ওলন্দাজ কোম্পানীর জাহাজে উহা ইউরোপে চালান দিয়া উচ্চলাভে বিক্রি করা হইত। এই ভাবে দুর্ভাগা উপনিবেশের হতভাগ্য কৃষিজীবীদের ভাতে মারিয়া ও রক্ত শোষিয়া ওলন্দাজ বণিক ও সরকার তাহাদের টাকার থলে ও কোষাগার ভর্তি করিয়া লইত। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডক্টর ডওয়েস ডেকার [Dauwes Decker] নামে একজন সহানুভূতিশীল ডাচ লেখক 'Max Havelear' নামক একটী—রোমাঞ্চকর উপন্যাসে এই শোষণ ও নিপীড়নের কাহিনী রক্তের অক্ষরে লিপিবদ্ধ করেন। এই উপন্যাস স্বয়ং নেদারল্যাণ্ডেই শেলবোমার মত নিক্ষিপ্ত হয় এবং আমেরিকায় টম কাকার কুটিরের [Uncle Toms Cabin] ন্যায় নেদারল্যাণ্ডের জনসাধারণের উপর এই কুশাসন ও শোষণের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। উক্ত পুস্তক গল্পের আকারে কাল্পনিক চরিত্র সমূহকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইলেও উহার ঘটনা

www.ahlehadeethbd.org

গুলি সমস্তই ছিল বাস্তবের উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত। এই জন্য শাসনকর্তৃপক্ষ ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের টু শব্দটিও উচ্চারণ করার সাহস পান নাই। দেশের সরকার অতঃপর অধীনস্থ উপনিবেশ সরকারকে উক্ত শোষণ নীতি পরিবর্তন ও শাসিতদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য কাগজে কলমে উপদেশ বিতরণ করেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে শোষণ ব্যবস্থার প্রতিকার অতি অল্পই হয়, কারণ শাসক জাতির পক্ষে আয়ের এই চমৎকার পথটিকে পরিত্যাগ করা মোটেই সহজসাধ্য ছিল না।

স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম ধাপ

দেশবাসী একদিকে বিদেশী শাসন ও শোষণের উপরোক্ত জগদ্দল চাপে অতিষ্ট হইয়া উঠে অন্যদিকে বিধর্মী শাসকের সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতায় খৃষ্টান মিশনারীদের প্রচার প্রপাগাণ্ডায় ধীরে ধীরে ধর্মান্তীকরণের কাজ অগ্রসর হইতে থাকায় মুছলমানগণ ক্ষেপিয়া উঠে। ইতিপূর্বে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সুমাত্রার কতিপয় আলেম হজব্রত পালন করিতে গিয়া মোহাম্মদ ইব্নে আবদুল ওয়াহ্হাবের সংস্কার আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হইয়া নূতন উৎসাহ সহ দেশে প্রত্যাবর্তন পূর্বক যুগপৎ মুছলমানদের সংস্কার কার্য এবং বিধর্মী ও বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করিয়া দেন। ফলে ওলন্দাজ শাসকশক্তির সঙ্গে মুজাহেদীনদের সংঘর্ষ বাঁধিয়া যায়। দীর্ঘ ১৭ বৎসর পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলিতে থাকে কিন্তু বৃহত্তর শক্তির মোকাবেলায় জেহাদী সৈনিকের দল শেষ পর্যন্ত পর্যুদস্ত হইয়া যায়। কিন্তু স্বাধীনতার যে স্পৃহা তাঁহারা জনমনে জাগ্রত করিয়া দেন ওলন্দাজ শাসক তাহা শত চেষ্টা করিয়াও নির্বাপিত করিতে সমর্থ হয় নাই।

আধুনিক রাজনৈতিক আন্দোলন

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে—এশিয়া ও আফ্রিকার পদানত দেশ সমূহে বিক্ষোভের যে তরঙ্গ উত্থিত হয়, ইন্দোনেশিয়াও উহার আঘাতের দোলায় আলোড়িত হইয়া উঠে এবং দেশে স্বাধীনতার আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠে। 'শরিকতে ইছলাম' (Sjarikat Islam) নামক ইন্দোনেশিয়ার—জাতীয় প্রতিষ্ঠান দেশবাসীর অন্তরে নূতন করিয়া বিদেশী শাসন-শৃঙ্খল ছিন্ন করার স্পৃহা জাগ্রত করিয়া দেয়। উহার ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম জনগণের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। গোড়ার দিকে অ-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রূপে কার্য আরম্ভ করিলেও ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে উহা একটি পূর্ণ পরিণত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। পরবর্তী বৎসর জাতীয় মহা সম্মেলনে (National Congress) পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনকেই উহার চরম লক্ষরূপে নির্ধারিত করা হয়। কিন্তু এজন্য নেতৃবৃন্দ প্রথমতঃ নিয়ম তান্ত্রিক উপায়ে সভা সম্মেলনের মারফত দেশের জনগণের দাবী দাওয়া জ্ঞাপন ও প্রস্তাব গ্রহণের পদ্ধতিকেই বাছিয়া লন। ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালনাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু ইতিমধ্যে (১৯১২ খৃঃ) আর একটি দল সংগঠিত হয়। উহার নামকরণ করা হয় 'ইষ্ট ইণ্ডিয়ান পার্টি' (Indische partij)। এই দলের আন্দোলন ধর্মের পরিবর্তে জাতীয়তার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। ইহার মূলকথা ছিল ইন্দোনেশীয় জাতি—একই কৃষ্টি ও সভ্যতার বাহক একই দেশ একই জাতি। ইহার অধিকাংশ নেতা হল্যাণ্ডের শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত, পাশ্চাত্য সভ্যতায় প্রভাবান্বিত এবং ভৌগলিক—জাতীয়তায় দীক্ষিত। এই দুই দল ছাড়া আরও কতিপয় দল একই সাধারণ উদ্দেশ্যে কিন্তু বিভিন্নরূপ পরিকল্পনা ও প্রোগ্রাম সহকারে স্বাধীনতার আন্দোলন চালাইতে থাকে। ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক শাসকগণ দেশের জাগ্রত জনগণের এই স্বাধীনতার আন্দোলন দমাইয়া দিবার জন্য চিরচরিত সাম্রাজ্যবাদী প্রথায় নির্মম ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং নিপীড়ণের ষ্টিম রোলার চালাইয়া যান। দেশের অধিকাংশ নেতাকে তাঁহারা বন্দীশালায় কিম্বা দ্বীপান্তরে আটক করিয়া রাখেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইতিমধ্যে ১৯৩৯ খৃঃ বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহা সমর শুরু হইয়া যায়। হিটলারের ঝটিকা বাহিনী ১৯৪০ খৃঃ ১০ই মে নেদারল্যাণ্ড আক্রমণ এবং পর পরই উহা দখল করিয়া লয়। রাণী উইলহেলমিয়া এবং তাঁহার মন্ত্রী-পরিষদ ইংল্যাণ্ডে পলায়ন করিয়া তথায় বসিয়া তাঁহাদের 'সরকার' পরিচালনা করিতে থাকেন। অতঃপর ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে জাপান নেদারল্যাণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিজ (ইন্দোনেশিয়া) আক্রমণ করিয়া বসে। ওলন্দাজ শাসক বর্গ তাঁহাদের সাড়ে তিন শত বৎসরের শাসিত এই খাস মুলুকটিকে শক্তিধর জাপানীদের হাতে এবং ইন্দোনেশিয়া বাসীদিগকে তাহাদের ভাগ্যের উপর ছাড়িয়া দিয়া পাততাড়ি গুটাইয়া নিরাপদে সাগর পাড়ি দিয়া চলিয়া যায়।

জাপানী শাসনে প্রতিরোধ ও সহযোগিতা ঃ ইন্দোনেশিয়া রিপাবলিকের জন্ম

দখলের পরই জাপানী সামরিক শাসনকর্তৃপক্ষ অন্তরীণ, নির্বাসিত ও বন্দীশালায় আবদ্ধ ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় নেতৃবৃন্দকে মুক্তি প্রদান করিয়া দেশ শাসন ও যুদ্ধ পরিচালনায় তাঁহাদের সহযোগিতা আহ্বান করেন। এই নূতন স্বাধীনতার অভাবিত পরিস্থিতিতে দখলকারীদের সহিত সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করাকে কেহ কেহ নীতিগত ভাবে অন্যায় ও দেশের স্বার্থের পক্ষে অনিষ্টকর মনে করেন। সোয়েটান শাহ্‌রিয়র ও আদনান কাপান গণির ন্যায় চিন্তাশীল নেতা জাপানীদের সহিত বরাবর অসহযোগী মনোভাব প্রদর্শন করিতে থাকেন এবং—প্রকাশ্যতঃ রাজনীতির সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া ভিতরে ভিতরে বন্ধু বান্ধব ও অনুসারীবৃন্দের সহযোগিতায় একটি বলিষ্ঠ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তোলার বিপদসঙ্কুল দুরূহ কার্যে অগ্রসর হন। জাপানীদের পরাজয় ও আত্মসমর্পণের পূর্বে ইঁহাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা তাহাদিগকে পদে পদে অসুবিধায় নিক্ষেপ ও বিপদে ফেলার কার্যে পরিচালিত হয়। আত্মসমর্পণের পর এই গোপন প্রতিষ্ঠান প্রকাশ্যভাবে জাপানী সেনাবাহিনীর বে-সামরিকরণের কার্যে—নিয়োজিত হয়।

কিন্তু অন্যদিকে ডাঃ সোয়েকার্ণো আবদুর রহিম, ডাঃ মোহাম্মদ হাত্যা, হাজী আগুস্ সলিম প্রভৃতি বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ জাপানী শাসকদের সহিত পূর্ণ সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেন। এই সাময়িক সহযোগিতাকে তাঁহারা অপরিহার্য এবং জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারাকে অব্যাহত ও উহাকে চলমান রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন। ডাঃ সোয়েকার্ণো জাপানীদের উদ্যোগে গঠিত—ইন্দোনেশীয় গঠনতন্ত্র আইন কমিশন ও তাহাদের উৎসাহে পরিচালিত ইন্দোনেশিয়া রিপাবলিকের ভিত্তি প্রতিষ্ঠাকারী পোয়েটেরার [Poetera] নেতার পদে বরিত হন। অতঃপর জাপানীদের চরম আত্মসমর্পণের ঠিক দুই দিন পূর্বে ১৯৪৫ সনের ১৭ই আগষ্ট জাপানী অধিনায়ক তাঁহারই নিকট দেশের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত করেন। সোয়েকার্ণো ডাঃ মোহাম্মদ হাত্যার সহযোগিতায় চতুর্দিকের দারুণ বিশৃঙ্খলা ও অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে বাটাভিয়ার এক উন্মুক্ত উদ্যানে স্বাধীনতার ঘোষণা বাণী এবং ইন্দোনেশিয়া রিপাবলিকের জন্মবার্তা প্রচারিত করেন। শাহ্‌রিয়র, গনি, প্রভৃতি জাতীয় দলের জাপ বিরোধী অন্যান্য সকল নেতাই নূতন রিপাবলিকের শক্তিকে দৃঢ়ীভূত করার জন্য আগাইয়া আসেন। অতঃপর সোয়েকার্ণোকে সভাপতি, মোহাম্মদ হাত্যাকে সহসভাপতি এবং শাহ্‌রিয়রকে প্রধানমন্ত্রী করিয়া নবজাত ইন্দোনেশীয় রিপাবলিক তাহার বন্ধুর ও বিঘ্নসঙ্কুল যাত্রাপথে অগ্রসর হয়।

স্বাধীনতা রক্ষায় জীবন-মরণ সংগ্রাম

স্বাধীনতা ঘোষণার পর পরই নূতন রিপাবলিকের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করার জন্য চ্যালেঞ্জের পর চ্যালেঞ্জ আসিতে থাকে। জার্মানী ও জাপানের পরাজয়ের পর গৃহ প্রত্যাগত ওলন্দাজ সরকার তাহাদের 'সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ' ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজের (ইন্দো-

www.ahlehadeethbd.org

নেশিয়া) খাস মূলুকটিকে পুনঃ হস্তগত করার জন্য অধীর হইয়া উঠে। ইংরাজ ও আমেরিকা তাহাদের সহায় হয়। "মিত্র বাহিনীর" পক্ষপুটে ওলন্দাজগণ আধুনিক শক্তিশালী মারণাস্ত্র লইয়া জাপমুক্ত ইন্দোনেশিয়ায় অবতরণ করে। অপ্রস্তুত, অস্ত্রবিহীন ও আধুনিক যুদ্ধানভিজ্ঞ স্বাধীনতা-পাগল ইন্দোনেশীয়ানরা এই অবস্থায় কি করিবে? অগত্যা তলওয়ার, ছুরি আর বাঁশের খুঁটি লইয়াই তাহারা রুখিয়া দাঁড়ায়। ঔপনিবেশিক প্রেতাত্মার সহিত স্বাধীনতার জাগ্রত রূহের জীবন-মরণ সংঘর্ষ শুরু হয়। ১৯৪৬ এর ১০ই নভেম্বর সুরাবায়ায় বিক্ষুব্ধ ও উত্তপ্ত জনগণ সাম্রাজ্যবাদী সেনাবাহিনীর উপর প্রচণ্ডতম ক্রোধের আকারে ফাঁটিয়া পড়ে। জগৎ জাগ্রত ইন্দোনেশিয়ার প্রতিরোধ শক্তি দৃষ্টে স্তম্ভিত হইয়া যায়। কিন্তু তবু বৃহত্তর শক্তির মোকাবেলায় এবং ভীষণতর মারণাস্ত্রের আক্রমণে তাহাদিগকে পিছু হটিতে হয়। রিপাবলিকের রাজধানী যাকার্তা হইতে যোগ্‌যাকার্তায় স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু স্বাধীনতার যে—প্রোজ্জ্বল বহ্নিশিখা দেশবাসীর অন্তরে একবার জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহা কিছুতেই নির্বাপিত হয় না, উহাই তাহাদিগকে অস্তিত্বরক্ষার জীবন-মরণ যুদ্ধে অনুক্ষণ প্রেরণা যোগাইতে থাকে।

স্বাধীনতার তৃতীয় বর্ষে ঔপনিবেশিক শক্তির সামরিক তৎপরতা অনেকটা স্তব্ধ হইয়া যায় কিন্তু ইহার পরই তাহারা কূটনীতির পথ অবলম্বন করে। রিপাবলিকের বাইরে এবং ভিতরে উহার বিরুদ্ধে জনমতকে ক্ষেপাইয়া তোলা এবং বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইয়া দেওয়ার কাজে অগ্রসর হইয়া তাহারা উহাকে বিধ্বস্ত করিবার ষড়যন্ত্র আঁটে। এই ষড়যন্ত্রে তাহারা অনেকটা সাফল্যও অর্জন করে। ফলে মাঝে মাঝে এখানে ওখানে অন্তর্দ্বন্দ্ব, জনবিক্ষোভ, গোলমাল ও বিশৃংখলার সৃষ্টি, এমন কি সামরিক অভ্যুত্থানও পরিলক্ষিত হয়। ম্যাদিয়ান বিদ্রোহ এবং ওয়েষ্টারলিংএর সশস্ত্র নাটকীয় অভ্যুত্থানের ভিতর এই ষড়যন্ত্র বিশেষভাবে প্রকট হইয়া উঠে। ফলে সদ্য-উদ্গত শিশুরাষ্ট্র অঙ্কুরেই বিধ্বস্ত হওয়ার উপক্রম হয়, কিন্তু আল্লাহর অনন্ত অনুগ্রহে রিপাবলিক এই আসন্ন ধ্বংস হইতে রক্ষা পায়। এর পরই বিপদ আবার ঘণীভূত হইয়া আসে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বৃহত্তর আয়োজনে দ্বিতীয় সামরিক অভিযান শুরু করিয়া দেয় এবং নূতন রাজধানী যোগ্‌যাকার্তা দখল করিয়া ফেলে। ভিতর বাহিরের এই দুইমুখী আক্রমণ প্রতিহত করা শক্ত হইয়া পড়ে এবং—চতুর্দিক নিরাশ আঁধারে ঢাকিয়া যাওয়ার উপক্রম হয়। সাম্রাজ্যবাদীরা ঘোষণা করিয়া দেয় রিপাবলিকের অস্তিত্ব বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতার স্বাদগ্রহণকারী আপামর জনগণ ইহাতেও দমিয়া যায় না। তাহারা চতুর্দিকে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করিয়া দেয়। কয়েকজন কূটনীতিবিশারদ নেতা দেশ ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে এবং জাতি সঙ্ঘের সদর দফতরে প্রকৃত অবস্থা প্রচার করিয়া বিশ্বজনমতকে ইন্দোনেশিয়ার সপক্ষে আনিবার চেষ্টায় ব্রতী হন। —অন্যান্য নেতৃবৃন্দ জাতির ইত্তেহাদ রক্ষা ও 'ইত্তেফাক প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সহরে সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করিয়া বিরোধ ও বিভেদ সৃষ্টির ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দেন।

ঠিক এই সময় এশিয়া ও আফ্রিকার পুরাতন ও সদ্য-স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি দিল্লীতে সমবেত হইয়া—ওলন্দাজদের বর্বর সাম্রাজ্যবাদী নীতির তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে এবং ইন্দোনেশিয়াকে উহার রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতার যুদ্ধে সহানুভূতি ও পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে।

ইন্দোনেশীয়বাসীর ঐক্যবদ্ধ ও মরণজয়ী মুক্তিসংগ্রাম দৃষ্টে ও বিশ্ব জনমতের চাপে অবশেষে জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ ইন্দোনেশীয় সমস্যার সমাধানে সুস্পষ্ট পথ ও সোজা ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য হন। ওলন্দাজ ও ইন্দোনেশীয়দের ঝগড়া নিষ্পত্তিকল্পে তাঁহারা একটি মধ্যস্থ কমিটী নিযুক্ত করিয়া দেন। ইহাদের মধ্যস্থতায় যাকার্তায় উভয় দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা বৈঠক শুরু হয় এবং হেগের গোল টেবিল বৈঠকে চরম নিষ্পত্তি হইয়া যায় এবং ইন্দো-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নেশিয়াকে "বাস্তব, সম্পূর্ণ ও শর্তবিহীন" [Real, Complete and unconditional] স্বাধীনতা প্রদানের ঘোষণা প্রচারিত হয়। এই ভাবে ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ খৃঃ ইন্দোনেশিয়া সাড়ে তিন শত বৎসরের অধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন সত্তা লইয়া পৃথিবীর অপরাপর আযাদ রাষ্ট্রসমূহের পার্শ্বে আসিয়া—দাঁড়ায়।

স্বাধীনতা লাভের পরই দেশের জনগণ ও শাসন কর্তৃপক্ষের উপর গুরুতর দায়িত্ব আসিয়া পড়ে। সাড়ে তিন শত বৎসর ধরিয়া বিদেশী শাসক ও স্বার্থবাজ বণিক সম্প্রদায় সর্বোপায়ে দেশকে শোষণ করিয়াছে, দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দ্বার উদ্ঘাটনের দিকে তাঁরা মোটেই নজর দেন নাই—দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। জাপানী দখলকারী সামরিক শাসকগণ যুদ্ধের রশদ ও উপকরণাদির সংগ্রহ এবং দেশের লোকদিগকে যুদ্ধের ইন্ধন রূপে ব্যবহারের জন্য যাহা প্রয়োজন কেবল তাহাই—করিয়াছেন। ইহার পর স্বাধীনতা ঘোষণার শুরু হইতে উহার স্বীকৃতির পূর্ব পর্যন্ত সাড়ে চারি বৎসর স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য নূতন রিপাবলিক ও দেশকে সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিতে হইয়াছে। এজন্য ছাত্রদের বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, শিক্ষকদের অধ্যাপনা ছাড়িতে হইয়াছে, যুবক কর্মী দিগকে কাজ ছাড়িয়া যুদ্ধের সাজ পরিতে হইয়াছে। কৃষক, শিল্পী ও ব্যবসায়ীদিগকে যুদ্ধের সর্ববিধ উপকরণ ও রসদাদির উৎপাদন, প্রস্তুতি এবং সরবরাহের দিকে অধিকতর মনোযোগ দিতে হইয়াছে। পিছু হটিবার সময় পোড়া মাটির নীতি [Scorched earth policy] অবলম্বন করিয়া নিজেদের কত রেল লাইন, রাস্তাঘাট, সেতু, রেল গাড়ী, মোটর, নৌকা, সাইকেল, শিল্পসম্ভার, কালকারখানা, সেচ ব্যবস্থা নিজ হস্তে বিধ্বস্ত করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে! যুদ্ধে নিহত সৈনিকবৃন্দের পিতা মাতা, স্ত্রী পরিবারের হৃদয়ে করুণ আর্তনাদ উঠিয়াছে, আহতদের জীবিকা নির্বাহের পথ বন্ধ হইয়াছে, রোগ ও শোক ব্যথিত ও বেদনাহতদের অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিয়াছে, দুঃখ ও দৈন্য, অভাব ও অভিযোগ জনগণকে জর্জরিত করিয়া তুলিয়াছে! এই রূপে কত সমস্যা যে দেখা দিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। স্বাধীন দেশের নূতন সরকারকে এই সমস্তের পুনর্গঠন ও প্রতিকারের দিকে মনোযোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক উন্নতশীল রাষ্ট্ররূপে দেশকে গড়িয়া তোলার সুকঠিন কাজে সামগ্রিক প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হইতে হইবে এবং গভীর অন্তর-দৃষ্টি ও দূরদর্শিতার সঙ্গে শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতে হইবে।

এত দিন ভাঙ্গার সংগ্রামে নিয়োজিত রাখার ফলে যাহাদের অন্তরে কেবল ধ্বংসপ্রবণ মনোবৃত্তি দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে তাহাদের চিন্তার মোড় ও কার্যের গতি ফিরাইয়া এখন গঠনমূলক কার্যের দিকে আগাইয়া নেওয়ার সুকঠিন দায়িত্বও শাসক ও নেতৃবৃন্দকে বহন করিতে হইবে। স্বাধীন ইন্দোনেশীয়ার নূতন শাসকবৃন্দ কি ভাবে এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন এবং দেশ এই কয় বৎসরে, ধর্মীয়,—তামাদ্দুনিক, আর্থিক, বৈষয়িক ও শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির কিরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে ইন্‌শা আল্লাহ আমরা তাহা আগামী সংখ্যায় আলোচনার চেষ্টা করিব।

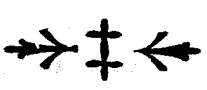

www.ahlehadeethbd.org

ইছলামে সাম্যের আদর্শ ও রূপায়ণ

আবু সাঈদ মোহাম্মদ

আজ পৃথিবীর চতুর্দিক সাম্যের জয় গানে মুখরিত। সভ্য জগৎ হইতে অসাম্যের ভেদ রেখা নাকি মুছিয়া ফেলা হইয়াছে, বিভেদের প্রাচীর নাকি ধূলিসাৎ করা হইয়াছে! হিন্দু ধর্মের জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতার কথা এবং অন্যান্য ধর্মের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাদির কথা বাদই দিলাম, আধুনিক গণতন্ত্রের পূজারী ও সাম্যবাদের জয়ঢাক নিনাদী দেশগুলিতে আমরা সাম্যের কি চেহারা দেখিতে পাই? সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজনানুসারে সরবরাহ নীতি বহুপূর্বেই প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, শ্রমিকদের বিজয় অভিযানের ডামাডোলে অন্য সকলের ন্যায্য স্বার্থ ও স্বাভাবিক অধিকার পদদলিত হইতেছে—মজলুমের বেদনা প্রকাশের ভাষা ও ফরিয়াদ জানানর অধিকারও কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। মনের আযাদি ও ন্যায়-নীতি তথা হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। অন্য দিকে গণতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে মানুষে মানুষে শ্রেণীতে শ্রেণীতে কি রূপ সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার পরিচয় সংবাদ পত্রের পাঠকগণ মাঝে মাঝেই পাইয়া থাকেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বিদ্বেষের নিষ্ঠুর পরিচয় জগৎবাসী অহরহই পাইয়া আসিতেছে—গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ দাবীদার আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের অপরূপ সাম্যের স্বরূপও অপ্রকাশিত নহে। সম্প্রতি বর্ণ বিদ্বেষের একটি চরম দৃষ্টান্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, মিয়াসী নগরে নিগ্রো ধর্মযাজকদের একটি সম্মেলন উপলক্ষে তাঁহাদের জন্য হোটেলে যে সিট রিজার্ভ করা হইয়াছিল হোটেল মালিকগণ বেনামী হুমকী সূচক পত্র পাওয়ার ফলে তাহা বাতিল করিয়া দেন। পত্রে এই হুমকী দেখান হয় যে নিগ্রো ধর্মযাজকদের স্থান দেওয়া হইলে হোটেল উড়াইয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর ১৬৪ জন নিগ্রো ধর্মযাজক ও তাঁহাদের পত্নীদের জন্য একটি নিগ্রো হোটেলে এবং নিগ্রো চার্চ গৃহে থাকিবার ব্যবস্থা করা হয়। ধর্ম ও দেশ এক হওয়া স্বত্বেও শুধু শরীরের গঠন ও চামড়ার রং এর জন্য এই যে মানুষে মানুষে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ভাব মানুষের অস্থিমজ্জাগত হইয়া আছে এবং মনের পরতে পরতে মিশিয়া গিয়াছে, আধুনিক সভ্যতা ও গণতান্ত্রিকতার ফাঁকা বুলি তাহা মানুষের মন হইতে কিছুতেই মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছেনা। কিন্তু ইছলাম ১৪ শত বৎসর পূর্বে মানুষের মন ও মস্তিষ্ক হইতে কি রূপে এই অসাম্য ও বর্ণ বিদ্বেষের অভিশাপ দূরিভূত করিয়া মহান সাম্যের মহিমময় চিত্র পরিস্ফুট করিয়া—তুলিয়াছিল সে দিকে আমাদের স্বয়ং মুছলমানদের এবং জগতবাসীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া দরকার।

সমগ্র মানবমণ্ডলীকে লক্ষ করিয়া আল্লাহ্ তা'লা কোরআন মজিদে ঘোষণা করিয়াছেন :—

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى
و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم
عند الله اتقاكم -

"হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদিগকে একটি নর ও একটি নারীর সংযোগে পয়দা করিয়াছি। অতঃপর তোমাদিগকে বিভিন্ন বংশ ও গোত্রের মধ্যে শুধু এই কারণে বিভক্ত করিয়াছি যাহাতে তোমরা পরস্পরকে চিনিতে পার। তোমাদের মধ্যে অধিকতর সম্মানী কেবল সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্তা'আলাকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভয় করে।"

বিশ্ব প্রভুর এই সাম্যের বাণী সমগ্র জগতের মানবমণ্ডলীর মধ্যে প্রচার করিতে যাইয়া বিশ্ব নবী (দঃ) কিভাবে সাম্য প্রতিষ্ঠার বিজয় দুন্দুভি বাজাইয়া গিয়াছেন, নিম্নের হাদীছ হইতে তাহা পরিষ্কার জানা যাইবে। অসাম্য ও অনাচার, ইল্হাদ ও অংশী-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বাদ প্রপীড়িত, হিংসা বিদ্বেষ ও কৌলিন্যের অহঙ্কার-উদ্ধত জগতের সম্মুখে তিনি ঘোষণা করিলেন—"আজম বাসীর উপর আরব বাসীর কোনই শ্রেষ্ঠত্ব নাই, আজমীদেরও আরবীয়দের উপর গৌরবের কিছুই নাই ; তোমরা সকলেই এক আদমের সন্তান আর আদম মৃত্তিকা হইতে সৃজিত "

সাম্যের এমন মহান বাণী পৃথিবী কোনদিন আর কারও মুখে শুনিতে পাইয়াছে কি ?

ইছলামের এই সাম্যের আহ্বান যখন বজ্র—নিনাদে ঘোষিত হইল, তখন আরব-আজমের প্রভেদ, আভিজাত্যের গৌরব, ধনের অহঙ্কার সম্পূর্ণ চুরমার হইয়া গেল। বাদশাহ্‌ ফকির, সুন্দর অসুন্দর, প্রভু ভৃত্য, সকলেই মনুষ্যত্বের একাসনে সমাসীন হইয়া ধন্য বোধ করিতে লাগিল। দীর্ঘদিনের—বিচ্ছিন্ন জীবন যাত্রার পর আদম সন্তানগণ পরস্পর পরস্পরকে ভাইরূপে চিনিতে পারিয়া আনন্দে আত্ম-হারা হইল। রছুলুল্লাহ (দঃ) শুধু এইরূপ উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। নিজের জীবনে সাম্যের উজ্জ্বলতম আদর্শ রূপায়িত করিয়া সকলের জন্য মহান দৃষ্টান্তও স্থাপন করিয়া যান।

হযরত রহমতুল্‌লিল্‌ আ'লামীন (দঃ) এর জীবন আদর্শে আমরা দেখিতে পাই, যদিও তিনি বিশ্ব মুছলিমের প্রভু ও মুকুটমণি তথাপি তিনি কোন উক্তি ও আচরণের দ্বারা নিজের জন্য কোন উচ্চাসন রচনা করিয়া যান নাই। শাহান্‌শাহে কওনাইন (দঃ) কোন দালান কোঠায় বাস করি-তেননা। তাঁহার রেছালতদরবার সোনা চাঁদির চেয়ার অথবা মূল্যবান গালিচা ও ফরাশ দ্বারা সুশো-ভিত ও সুসজ্জিত ছিলনা। তাঁহার বাস গৃহের দুয়ার জানালায় কোনদিন রঙীন রেশমী পরদা পরিদৃষ্ট হয় নাই। তাঁহার বাসভবনের সিংহদ্বারে চৌকি পাহারার ব্যবস্থা ছিলনা। তিনি সাধারণ মানুষের উর্দ্ধে কোন দেবতার আসন প্রাপ্তির দাবী কোনদিনই করেন নাই, বরং স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছেন—"আমি তোমাদেরই ন্যায় সাধারণ মানুষ انما انا بشر مثلکم ব্যতীত অন্য আর কিছুই নহি"। (আল্‌কোর্‌আন)

এক ছফরে আছহাবে কেরাম (রাঃ) আহার্য প্রস্তুত ও রন্ধন কার্য্যে পরস্পর কর্তব্য বিভাগ করিয়া লইলেন। জঙ্গল হইতে জ্বালানী কাষ্ঠ সংগ্রহের ভার লইলেন স্বয়ং ছর্‌ওয়ারে দোজাহান ছাল্লাল্লাহো—আলায়হে ওয়াছাল্লাম।

আঁহযরতের খাদেম ছাহাবী হযরত আনছ (রাঃ) বলিতেছেন— জীবনের দশটি বছর আমি হুযুরের (ছাঃ) খেদমতে অতিবাহিত করিয়াছি। আমি তাঁহার যেটুকু খেদমত করিতে সক্ষম হইয়াছি, হুযুর (দঃ) তদপেক্ষা আমার খেদমতই বেশী করিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে প্রভু হিসাবে আদেশ ফর্‌মান তো দূরের কথা ما قال فی شئ لما فعلت কখনও কোন বিষয়ে "এরূপ কেন করিলে ?" এই কথাটি পর্য্যন্তও বলেন নাই।

একদা এক ছাহাবী তাঁহার ভৃত্যকে প্রহার করিলে আঁ হযরত (দঃ) তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দিলেন, "ইহারা তোমা-দের ভ্রাতা, খোদা তা'লাই ইহাদিগকে তোমাদের হস্তে দান করিয়াছেন। তোমরা যাহা আহার করিবে উহাদিগকে তাহাই খাইতে দিবে। নিজেরা যাহা পরিধান করিবে তাহাদিগকেও সেই রূপ বস্ত্র পরিধান করাইবে।"

নরনারী নির্ব্বিশেষে কোন ব্যক্তি যতই নিম্ন স্তরের লোক হউক না কেন, তাহাকে দাস কিম্বা দাসী বলিয়া অভিহিত করা ইছলামে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে দাস দাসীদিগকেও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহারা যেন স্বীয় প্রভুদিগকে প্রভু বলিয়া সম্বোধন না করে, কেননা একমাত্র খোদা তা'লাই সকলের প্রভু, সকলেই তাঁহার দাস, আর খোদার বান্দা সকলেই সমান। ইছলামের এই সুন্দর সাম্য-নীতি ও এই অভূতপূর্ব্ব আযাদির ফলেই দেখিতে পাই, বিশ্ব নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর দৌহিত্র হযরত ইমাম হাছান (রাঃ) আর পারস্যের অগ্নি পূজকের বংশধর ছাল্‌মান ফার্‌ছীর মধ্যে কোনই প্রভেদ নাই। হুযুর প্রকাশ্যেই বলিতেন سلمان منا

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"ছালমান আমার আহলে বয়েতের মধ্যে গণ্য।"

আজ আমেরিকায় দীর্ঘ দিন একত্রে বাসরত নিগ্রো খৃষ্টানরা শ্বেতকায় খৃষ্টানদের নিকট অস্পৃশ্য ও অপাংক্তেয় হইয়া আছে কিন্তু নিগ্রো ক্রীতদাস বেলাল ইছলাম গ্রহণের পরই মুছলমানদের মধ্যে কিরূপ উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন হাদীছ শাস্ত্র ও ইতিহাসের পাঠকগণ তাহা উত্তম রূপেই অবগত আছেন। এমন কি তিনি মদিনায় আগমন করিয়া যখন কোন আনছার মেয়েকে বিবাহ করার বাসনা জ্ঞাপন করিলেন, তদুত্তরে আনছারগণ বলিয়াছিলেন, হে বেলাল, মদিনার যে কোন শরিফ ব্যক্তি আপনার সাহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ প্রদানকে একটি—সম্মানিত ও গৌরবজনক কাজ বলিয়া মনে করিবে।

ইছলামের ২য় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রাঃ) উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোহণ পর্ব্বক ভৃত্যসহ বায়তুল মুকাদ্দছ রওয়ানা হইতেছেন; কিছু দূর অগ্রসর হইয়া—গোলামকে আদেশ করিতেছেন, এইবার তুমি আরোহণ কর, আমি উষ্ট্রের রজ্জু ধারণ করিয়া পায়ে হাঁটিয়া চলি। প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে উষ্ট্রে আরোহণ ও অবরোহণের পালা নির্দ্ধারিত হইল। ঘটনাক্রমে বায়তুল মুকাদ্দছ যখন নিকটবর্ত্তী তখন ভৃত্যেরই—আরোহণের পালা পড়িল। ভৃত্য আরয করিল,—উঠের পিঠে আপনিই থাকিয়া যান, শহরের নিকটে আসিয়া পড়িয়াছি।" খলিফা ইহাতে রাযি হইলেন না। ইছলামের মহিমান্বিত খলিফা—আরবের প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটের শান শওকত দেখিবার জন্য বায়তুলমুকাদ্দছ উপকণ্ঠ লোকে লোকারণ্য, কিন্তু খলিফা নগরে প্রবেশ করিতেছেন সেই উষ্ট্রের—'মোহার' ধারণ করিয়া যাহাতে তাঁহার ভৃত্য উপবিষ্ট রহিয়াছে।

আজনাদিন যুদ্ধের সময় রুমীয় দূত সেনাপতির আদেশক্রমে মুছলিম সেনানিবাসের সকল তথ্য অবগত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি বিমুগ্ধ হৃদয়ে সেনাপতিকে বর্ণনা দিতেছেন—

هم بالليل رهبان و بالنهار فرسان لو سرق
ابن ملكهم قطعوه واذا زنا رجموه -

"রাত্রি কালে উহারা ধ্যানমগ্ন সাধক, দিবসে অশ্বারোহী সৈনিক, তাহাদের রাজপুত্র যদি চুরি করে উহারা তাহার হস্ত কর্ত্তনে বিরত হয়না, আর যদি ব্যভিচার করিয়া বসে, তাহা হইলে তাকে ছঙ্গছার না করিয়া ছাড়ে না।"

হযরত নবিয়ে করিম (দঃ) ও তাঁহার আছহাবে কেরামের অনুপম জীবন আদর্শের ক্ষুদ্র বৃহৎ —ঘটনাবলীতে ইছলামের সুমহান সাম্য নীতির যে চিত্রগুলি বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে ও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে—তাহা এক এক করিয়া উল্লেখ করিতে হইলে বিরাট গ্রন্থেও শেষ করা অসম্ভব।

سفينه چاهئے اس بحر بے كراں كيلئے

সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে শাসনতান্ত্রিক আর দু'একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের, উপসংহার করিব।

একসময় মাখযুম গোত্রের একটি স্ত্রীলোক চুরির অপরাধে ধৃত হইয়া আসে, সে সম্মানী গৃহের মেয়ে বলিয়া কোরায়শগণ হযরতের প্রিয় ছাহাবী ওছামা (রাঃ) দ্বারা ছুফারিশ করাইয়া দণ্ড হ্রাসের চেষ্টা করিলেন। তাঁহাদের এই আচরণে হুযুর (দঃ) অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া সকলকেই একত্রিত করিয়া—বলিলেন—

انما هلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الوضيع اقاموا عليه الحدود - والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها - (بخارى)

"তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ ধ্বংস হইয়াছে এইরূপ আচরণের জন্যই যে, যদি তাহাদের গণ্য মান্য ব্যক্তি চুরির অপরাধে ধৃত হইত, তাহাকে তাহারা দণ্ড না দিয়াই ছাড়িয়া দিত; কিন্তু যদি সাধারণের মধ্যে কেহ চুরির অপরাধ করিয়া ফেলিত তাহাকে নির্দ্ধারিত দণ্ড প্রদান করিত। খোদার কছম যদি মোহাম্মদের কন্যা ফাতেমা চুরির অপরাধে ধৃত হয় আমি নিশ্চয় তাহারও হস্ত কর্ত্তন করিয়া ফেলিব।" (বোখারী)— (অবশিষ্টাংশ ১২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

ফাযায়েল ও মাছায়েলে রামাযান

মোহাম্মদ ষিল্লুর রহমান আনছারী।

১। ফাযায়েল সংক্রান্ত কতিপয় হাদীছ

১। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :—যখন রামাযান আগমন করে তখন আছমানের দরওয়াজা খুলিয়া দেওয়া হয়— অন্য রেওয়ায়তে বেহেশ্‌তের দরওয়াজা খুলিয়া দেওয়া হয়— এবং জাহান্নামের দ্বার সমূহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং শয়তানদিগকে শক্ত করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয় এবং অন্য রেওয়ায়তে আছে, রহমতের দরওয়াজা উন্মুক্ত করা হয়। —বোখারী ও মোছলেম।

١- عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلعم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء و فى رواية فتحت ابواب الجنة و غلقت ابواب جهنم و سلسلت الشياطين و فى رواية فتحت ابواب الرحمة - (متفق عليه)

২। ছহল ইবনে ছা'দ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :— বেহেশ্‌তের ৮টি দরওয়াজা আছে তন্মধ্যে একটি দরওয়াজার নাম 'রাইয়্যান', সেই দ্বার দিয়া রোজাদার ছাড়া আর কাহারও প্রবেশ লাভ করার সৌভাগ্য হইবে না। —বোখারী ও মোছলেম।

٢- عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلعم فى الجنة ثمانية ابواب منها باب يسمى الريان لايدخله الا الصائمون - (متفق عليه)

৩। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :—যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত এবং ছওয়াবের আশায় রামাযান মাসে রোজা রাখিল তাহার পূর্ববর্তী (ছগিরা) গোনাসমূহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে এবং যে ব্যক্তি রামাযান মাসে ঈমানের সহিত এবং ছওয়াবের প্রত্যাশায় কেয়াম করিল অর্থাৎ তারাবীহ পড়িল তাহার পূর্বকৃত (ছগিরা) পাপসমূহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে এবং যে ব্যক্তি কদরের রাত্রে ঈমানের সঙ্গে ও পূণ্যাশায় কেয়াম করিল তাহার পূর্বকৃত (ছগিরা) পাপগুলি মার্জনা করা হইবে। —বোখারী ও মোছলেম।

٣- عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلعم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه و من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه و من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه - (متفق عليه)

৪। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে উক্ত হইয়াছে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :— আদমের সন্তানগণের প্রত্যেক সৎ আমলকে দশ হইতে সাত শত গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করা হইবে, — আল্লাহ বলিয়াছেন—"কিন্তু রোজা ব্যতীত; কারণ

٤- و عنه قال قال رسول الله صلعم كل عمل ابن ادم يضاعف حسنة بعشر امثالها

www.ahlehadeethbd.org

রোজা একমাত্র আমারই জন্য এবং আমি ইচ্ছা ও খুশীমত উহার বদলা দিব। রোজাদার আমারই জন্য তাহার প্রবৃত্তিকে দমন করে এবং খানা পিনা পরিত্যাগ করিয়া থাকে।" রোজাদারের জন্য দুইটি আনন্দ রহিয়াছে। একটি আনন্দ সে প্রাপ্ত হয়— রোজার ইফতারের সময় এবং অন্যটি তাহার প্রভুর সহিত মিলিত হওয়ার সময় এবং নিশ্চয় রোজাদারের মুখের সুগন্ধ আল্লাহর নিকট মৃগনাভির সুগন্ধ অপেক্ষা উত্তম। রোজা ঢাল স্বরূপ। তোমাদের মধ্যে যেদিন কেহ রোজা রাখে সেদিন তাহার উচিত যেন সে কোন অশ্লীল কথা উচ্চারণ ও গর্হিত কাজ না করে এবং কাহাকেও কোন শক্ত কথা না — শোনায়। যদি কোন লোক তাহাকে গালি দেয় কিম্বা মারিতে উদ্যত হয় তখন তাহার এই কথাই বলা উচিত যে, 'আমি একজন রোজাদার'। — —বোখারী ও মোছলেম

الى سبع مائة ضعف قال الله تعالى الا الصوم فانه لى وانا اجزى به يدع شهوته و طعامه من اجلى - للصائم فرحتان فرحة عند فطره و فرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة و اذ كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فان سابه احد اوقاتله فليقل انى امرؤ صائم - (متفق عليه)

৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আ'মর হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অছাল্লাম বলিয়াছেন, রোজা এবং কোরআন বান্দার জন্য ছুফারেশ করিবে। রোজা বলিবে, হে প্রভু উহাকে

٥- عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلعم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد -

(১২০ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

একসময় ২য় খলিফা হযরত উমর (রাঃ) এবং উবাই ইবনে কাবের মধ্যে কোনও এক বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হয়। যায়েদ বিন্ ছাবেত (রাঃ) তখন বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার আদালতে মোকদ্দমা পেশ করা হইলে তিনি যথারীতি বাদী প্রতিবাদীকে তলব করিলেন। হযরত উমর (রাঃ) যখন বিচারকের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি খলিফার সম্মানের প্রতি লক্ষ করিয়া আসন ছাড়িয়া দিলেন। বিচারকের এই ব্যবহার দর্শনে খলিফা উমর (রাঃ) বলিলেন— "বিচারকের আসনে বসিয়া সর্বপ্রথম ইহাই তোমার অন্যায় পক্ষপাতিত্ব দেখিতে পাইলাম।" এই বলিয়া তিনি— বিপক্ষের সম আসনে বসিয়া পড়িলেন। (কিতাবুল খেরাজ)

শুধু রছুলুল্লাহর (দঃ) জীবিত কালে এবং খেলাফতে রাশেদার সময়েই নহে, ইছলামের ইতিহাসে যুগে যুগে মুসলমান রাজা বাদশাহ, শাসক ও বিচারকগণ এই সাম্যনীতির জলন্ত নিদর্শন বহু বার বহুভাবে দেখাইয়াছেন এবং পৃথিবীর অন্যান্য অসাম্য-দুষ্ট সমাজের নিগৃহীত মানব সাধারণকে ইছলামী সাম্যের সুশীতল ছায়াতলে আকর্ষণ করিয়াছেন।

ইছলামের সেই মহান সাম্যনীতিকে সমাজ জীবনে রূপায়িত করার অন্যতম ওয়াদায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ওয়াদা পূরণের উপরই— পাকিস্তানের এবং ইছলামের সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

পাকিস্তান কবে সেই মহান সাম্যনীতির পথে অগ্রসর হইবে?

www.ahlehadeethbd.org

আমি দিবা ভাগে খাদ্য ও সকল প্রকার প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছি, উহার জন্য আমার ছুফারেশ কবুল কর—আর কোরআন বলিবে আমি উহাকে রাত্রির নিদ্রা হইতে বিরত রাখিয়াছি,—উহার জন্য আমার শাফায়াত মঞ্জুর কর; অতঃপর ছিয়াম ও কোরআনের উক্ত ছুফারেশ আল্লাহর নিকট গৃহীত হইবে। (বয়হকী শো'বুল্ ইমান)

يقول الصيام اى رب انى منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعنى فيه و يقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعنى فيه فيشفعان - رواه البيهقى فى شعب الايمان -

৬। রামাযান মাসে যে ব্যক্তি কোন রোজদারকে ইফতার করাইবে উহা তাহার জন্য পাপ মুক্তি ও দুযখ হইতে তাহার গর্দান খালাসির কারণ হইবে এবং রোজাদারের সমতুল্য নেকীই সে পাইবে অথচ ইহাতে রোজাদারের ছওয়াব কিছুই কম হইবে না। ছাহাবাগণ বলিলেন, হে আল্লাহর রছুল! আমরা অনেকেই এরূপ অভাবগ্রস্ত যে, রোজাদারকে ইফতার করাইবার উপযুক্ত বস্তু আমাদের নাই; রছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন, যে ব্যক্তি রোজাদারকে এক ঢোক দুধ, একটি খেজুর কিম্বা পানির দ্বারা ইফতার করাইবে তাহাকেও আল্লাহপাক এই ছওয়াব প্রদান করিবেন। আর যে ব্যক্তি রোজাদারকে পরিতৃপ্ত করিয়া খাওয়াইবে তাহাকে আল্লাহ আমার হাওয কাউছর হইতে এমন শরবত পান করাইবেন যে, সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করা পর্যন্ত আর পিপাসিত হইবে না। আর ইহা সেই মাস যাহার প্রথম ভাগ রহমত, মধ্য ভাগ মাগফেরত এবং শেষ ভাগ দুযখ হইতে মুক্তি। এবং যে ব্যক্তি উক্ত মাসে নিজের অধীনস্ত ব্যক্তিদের পরিশ্রমকে লঘু করিয়া দেন আল্লাহ তাহাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন ও অগ্নি হইতে নাজাত দিবেন।

٦- عن سلمان الفارسى .....
..... من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل اجره من غير ان ينتقص من اجره شئ - قلنا يارسول الله ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم فقال رسول الله صلعم - يعطى الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن او تمرة او من ماء - و من اشبع صائما سقاه الله من حوضى شربة لايظمأ حتى يدخل الجنة و هو شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار و من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له واعتقه من النار - (البيهقى)

২। মাছায়েল সংক্রান্ত কতিপয় হাদীছ

১। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন: রামাযানের চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা রোযা রাখিও না এবং পুনঃ নূতন চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা ভাঙিও না। যদি আকাশ মেঘাবৃত থাকায় তোমরা চাঁদ দেখিতে না পাও তাহা হইলে মাসের পরিমাণ ঠিক করিয়া

١- عن ابن عمر قال قال رسول الله صلعم لاتصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له و فى

www.ahlehadeethbd.org

লও। অন্য রেওয়ায়তে— চান্দ্র মাস উনত্রিস রাত্রিতেও হয়, সুতরাং চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রাখিও না, যদি আছমান মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহা হইলে শাবানের ত্রিশ দিন পূর্ণ করিয়া লও।

—বোখারী ও মোছলেম।

২। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন: তোমাদের মধ্যে কেহ রামাযানের এক কিম্বা দুই দিবস পূর্বে যেন রোযা না রাখে। কিন্তু যদি সে নিয়মিত ভাবে উক্ত দিবসগুলিতে রোযা রাখিতে অভ্যস্ত থাকে তবে সেই অভ্যস্ত রোযা রাখিতে পারে।

—বোখারী ও মোছলেম।

৩। হযরত আনছ (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত আছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন: তোমরা ছেহরী খাও, কেননা নিশ্চয় ছেহরীতে বরকত রহিয়াছে। —বোখারী ও মোছলেম।

৪। হযরত আমর ইবনুল আ'ছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন:— আমাদের রোযার মধ্যে আর আহলে কেতাবদের রোযার মধ্যে পার্থক্য হইল ছেহরী খাওয়া (অর্থাৎ আমরা ছেহরী খাই—তারা খায় না) —মোছলেম।

৫। হযরত ছাহল হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন: যত দিন মানুষ শীঘ্র শীঘ্র ইফত্তার করিতে থাকিবে তত দিন তাহারা কল্যাণের মধ্যে অবস্থান করিবে।

—বোখারী ও মোছলেম।

৬। হযরত ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন: যখন রাত্রির আগমন শুরু হইল এবং দিন পশ্চাৎবর্তী ও সূর্য অস্তমিত হইল তখনই রোযাদার রোযার দায়িত্বে হইতে বহির্গত হইল। —বোখারী ও মোছলেম।

৭। হযরত হাফ্ছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে— রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফযরের পূর্বে রোযার সঙ্কল্প বা নিয়ত করিল না, তাহার রোযা সিদ্ধ হইল না।

—তিরমিযি, আবুদাউদ, নাছায়ী ও দারেমি।

رواية قال الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلثين - متفق عليه -

٢- عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلعم لايتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صوماً فليصم ذالك اليوم - متفق عليه -

٣- عن انس قال قال رسول الله صلعم تسحروا فان فى السحور بركة - متفق عليه -

٤- عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلعم فصل ما بين صيامنا و صيام اهل الكتاب اكلة السحر- رواه مسلم

٥- عن سعل قال قال رسول الله صلعم لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر- متفق عليه

٦- عن عمر قال قال رسول الله صلعم اذا اقبل الليل من ههنا وادبرالنهار من ههنا و غربت الشمس فقد افطرالصائم - متفق عليه

٧- عن حفصة قالت قال رسول الله صلعم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له - رواه الترمذى وابو داؤد والنسائى والدارمى -

www.ahlehadeethbd.org

৮। হযরত ছালমান ইবনে আ'মের হইতে বর্ণিত আছে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : যখন তোমরা কেহ ইফতার কর তখন খোরমা দ্বারা কর, কারণ উহা বরকত স্বরূপ, উহা না পাওয়া গেলে পানি দ্বারা ইফতার করা উচিত— কেননা উহা পবিত্র। —আহমদ, তিরমিযি, আবুদাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী।

٨- عن سلمان ابن عامر قال قال رسول الله صلعم اذا افطر احدكم فليفطر على تمرة فانه بركة فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور - رواه احمد والترمذى وابو داؤد وابن ماجه والدارمى -

৯। হযরত ইবনে ওমর হইতে রেওয়ায়ত— রহিয়াছে যে, নবী (দঃ) যখন ইফতার করিতেন, তখন এই দোওয়া পাঠ করিতেন :—

ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاءالله *

অর্থাৎ পিপাসা দূরিভূত হইল, শিরাসমূহ সিক্ত ও সঞ্জীবিত হইল এবং ইন্‌শা আল্লাহ পুরস্কার ছাবেত হইয়া গেল। —আবুদাউদ।

٩- عن ابن عمر قال كان النبى صلعم اذا افطر قال ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله - رواه ابو داؤد -

১০। হযরত মোয়ায ইবনে যোহ্‌রা হইতে বর্ণিত আছে যে, নিশ্চয় নবী (দঃ) ইফতার করিবার সময় এই বলিতেন :—

اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت *

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি তোমারই জন্য রোযা— রাখিয়াছি এবং তোমারই প্রদত্ত আহার দ্বারা ইফতার করিলাম। —আবু দাউদ।

١٠- عن معاذ بن زهرة قال ان النبى صلعم كان اذا افطر قال اللهم لك صمت و على رزقك افطرت - رواه ابو داؤد -

১১। হযরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত আছে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :— যে ব্যক্তি রোযা রাখিয়া মিথ্যাকথন ও অন্যায় আচরণ পরিহার করিল না, তাহার পান আহার পরিত্যাগে আল্লাহর কোনই প্রয়োজন নাই। —বোখারী।

١١- عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلعم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى ان يدع طعامه وشرابه - متفق عليه -

১২। হযরত আবু হোরায়রা হইতে রেওয়ায়ত রহিয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি রোযা রাখা অবস্থায় ভুলক্রমে আহার কিম্বা পান করিল, সে তাহার রোযা পূর্ণ করিবে (ভাঙিবেনা), কারণ আল্লাহই তাহাকে খাওয়াইয়াছেন ও পান করাইয়াছেন। —বোখারী ও মোছলেম।

١٢- عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلعم من نسى وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه - متفق عليه

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১৩। হযরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত আছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—যে রোজাদার অনিচ্ছাকৃত ভাবে বমি করিয়া ফেলিল তাহার কোন কাযা নাই। কিন্তু যে ইচ্ছাপূর্বক বমি করিল তাহাকে উক্ত রোযার কাযা করিতে হইবে।

তিরমিযি, আবু দাউদ, দারেমি।

۱۳- عن ابی هریرۃ قال قال رسول الله صلعم من ذرالقئ وھو صائم فلیس علیه قضاء و من استقاء عمداً فلیقض - رواہ الترمذی وابو داؤد وابن ماجه والدرمی

১৪। হযরত আনছ হইতে বর্ণিত আছে যে রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন নিশ্চয় আল্লাহ মুছাফেরের উপর হইতে অর্ধেক নমায উঠাইয়া দিয়াছেন, এবং মুছাফের, দুগ্ধদাত্রী ও গর্ভবতী নারীদের জন্য রোযার সাময়িক বিরতির অনুমতি দিয়াছেন।—আবু দাউদ, তিরমিযি, নাছায়ী ও ইবনে মাজাহ।

۱۴- عن انس بن مالک الکعبی قال قال رسول الله صلعم ان الله وضع عن المسافر شطرالصلوۃ - والصوم عن المسافر و عن المرضع والحبلی - رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی وابن ماجه -

৩। রোযা সম্বন্ধে কয়েকটি জরুরী মছ্আলা

পবিত্র রামাযান মাস ও ঐ মাসে অবশ্য পালনীয় মহাব্রত রোযার ফাযায়েল সম্বন্ধে যে হাদীছগুলি উল্লিখিত হইল এবং আরও যে সমস্ত হাদীছ অনুল্লিখিত রহিল তাহা দ্বারা ইহাই জানা যাইতেছে যে, রামাযান মাস ও উক্ত মাসে অনুষ্ঠেয় ছিয়ামের কঠোর সাধনা মানবের জন্য আল্লাহ পাকের অনন্ত ও অগণিত দানের মধ্যকার একটি মহাদান। রামাযানের এই পরম পবিত্র ও মহান মাস বহন করিয়া আনিয়াছে নিঃস্ব, নিঃসম্বল, ব্যথিত, নিপীড়িত ও অন্নবস্ত্রহীন অনাথ মানুষের জন্য আল্লাহর তরফ হইতে অসীম করুণাও অফুরন্ত রহমত। পাপী, তাপী, হতাশ গুনাহগার বান্দাদের জন্য আনিয়াছে মাগফিরাত ও ক্ষমা এবং জাহান্নামের ভীষণ শাস্তি হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্তির অভয়বাণী আর যাহারা এই মাসের কৃচ্ছ্র সাধনা দ্বারা লাভ করিতে পারিবে নৈতিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষতা, অন্তরকে করিতে পারিবে যাহারা পবিত্র ও বিশুদ্ধ, আত্মাকে করিবে যাহারা উন্নত ও শক্তিশালী; দয়া দাক্ষিণ্যে, প্রেম প্রীতি ও ভালবাসায় হৃদয় হইবে যাহাদের আলোকিত ও উদ্ভাসিত, তাহাদের জন্য আনিয়াছে এই পবিত্র মাস আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি, তাঁহার দিদার এবং স্ব... দ্যান রাইয়ানের সুসংবাদ।

মাছায়েল সংক্রান্ত যে সকল হাদীছ উল্লিখিত হইয়াছে এবং বুখারী, মুছলিম ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে এই সম্পর্কে আর যে সব হাদীছ বর্ণিত আছে তাহা দ্বারা মোটামুটি নিম্ন লিখিত মছ্আলাগুলি প্রমাণিত হইল।

১। ফজরের পূর্বেই রোযার নিয়ত অর্থাৎ সঙ্কল্প করিতে হইবে আর এই নিয়তের সম্পর্ক হইবে দেলের সহিত, মুখে ধরা-বাঁধা কোন কিছু বলার কোন প্রমাণ হাদীছে নাই।

২। উষার সূচনা হইতে সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত পান, আহার, স্ত্রীসহবাস, মিথ্যা কথা, পর নিন্দা, গালিগালায, কঠোর বাক্য প্রয়োগ এবং সর্ব বিষয়ে ঝগড়া বিবাদ হইতে বিরত থাকিয়া খাহেশ ও প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত রাখিয়া পূর্ণ সংযম রক্ষা করা রোযার প্রধান কর্তব্য।

৩। রামাযান মাসের প্রত্যেক রাত্রিতে কিয়াম করা অর্থাৎ নমায, তেলাওয়াতে কুরআন, তছবিহ, তহলিল, দুআ, দরুদ ইত্যাদি অধিক পরিমাণ পাঠ করা বিশেষ করিয়া প্রত্যেক মছজিদে মছজিদে জামায়াৎসহ তারাবিহ পড়া ছুন্নত এবং ইহা মুছলমানদের মধ্যে উৎসাহ ও রামাযানের সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য অবশ্য করণীয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৪। প্রত্যেক রাত্রিতে ফজরের ওয়াক্তের অন্তত অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্বে, যে সময়ের মধ্যে ৫০টি আয়ত তেলাওয়াত করিতে পারা যায়, ছেহ্‌রি খাইতে হইবে। বিনা ছেহ্‌রিতে রোযা রাখা ছুন্নতের খেলাফ।

৫। রোজা রাখিয়া মেছওয়াক করা, ছুরমা লাগান, খোশবু ও তৈল মাখা জায়েয আছে।

৬। অনিচ্ছাকৃত ভাবে বমি হইলে, ভুলবশতঃ কিছু খাইলে বা পান করিলে রোযা নষ্ট হইবে না কিন্তু যদি ইচ্ছা করিয়া কেহ বমি করে তবে তাহার রোযা নষ্ট হইয়া যাইবে, সেই রোযা তাহাকে কাযা করিতে হইবে।

৭। মুছাফের, গর্ভবতী নারী, স্তন্যদায়িনী, পীড়িত এবং অতি বৃদ্ধ যাহার রোযা রাখার সামর্থ নাই, ইহাদের জন্য রোযা বিরতির অনুমতি আছে। উক্ত ব্যক্তিদিগকে সুযোগ সুবিধা মত অন্য সময়ে রোযার কাযা করিতে হইবে— একান্ত অপারগ— হইলে প্রতি রোযার জন্য একজন করিয়া মিছকিন খাওয়াইতে হইবে।

কেহ রোযা কাযা করিবার পূর্ব্বেই যদি— মরিয়া যায় তবে মৃতের পক্ষ হইতে আত্মীয়গণ সকলে কিম্বা কোন একজন উক্ত রোযার কাযা পূর্ণ করিয়া দিবে।

৮। মেঘলা দিনে সময় নিরূপণ করিতে না পারিয়া ইফতার করার পর বেলা আছে জানিতে পারিলে সে রোযার কাযা করিতে হইবে এবং বেলা না ডুবা পর্য্যন্ত কিছু খাওয়া চলিবে না।

৯। ছেহ্‌রি খাইতে বসিয়া খাওয়া অবস্থায় ফজরের আযান শুনিতে পাইলে খাওয়া অসমাপ্ত না রাখিয়া যত শীঘ্র পারা যায় খাওয়া শেষ করিয়া ফেলিবে। কিন্তু তাই বলিয়া ছুব্‌হে ছাদেক প্রকাশ হওয়ার পর আযান শুনিয়া ছেহ্‌রি খাইতে প্রবৃত্ত হওয়া চলিবেনা— না খাইয়াই রোযা রাখিতে হইবে।

১০। রাত্রিতে স্ত্রী সহবাস কিম্বা অন্য কারণে গোছলের দরকার হইলে ফজরের পূর্ব পর্য্যন্ত গোছল করিলেই চলিবে।

১১। কুলি করিবার সময় হলকের মধ্যে পানি নামিয়া গেলে রোযা নষ্ট হইয়া যাইবে, সে রোযারও কাযা করিতে হইবে।

১২। রোযা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করিয়া ফেলিলে কিম্বা বিনা ওযরে রোযা ভাঙ্গিলে বা না রাখিলে তাহার কাফ্‌ফারা: একটি গোলাম মুক্ত করা, কিম্বা ৬০ জন মিছ্‌কিন খাওয়ান অন্যথায় একাদিক্রমে পর পর দুই মাস রোযা রাখা। ইহা ছাড়া রোযার দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার আর কোন উপায় নাই। ইচ্ছাকৃত ভাবে বিনা ওজরে রোযা পরিত্যাগকারী উক্ত কাফ্‌ফারা দ্বারাও রোযার দায়িত্ব এবং ফরযিয়ৎ হইতে অব্যাহতি পাইবে কিনা সে সম্বন্ধে ওলামার মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে।

১৩। রামাযানের শেষের ১০ দিনের বেজোড়া অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ও ২৯ রাত্রির যে কোন এক রাত্রিতে শবেকদর নিহিত আছে, এই মহিমান্বিত রাত্রির অসীম ছওয়াব লাভের জন্য উক্ত বেজোড়া রাত্রিগুলিতে ইবাদত বন্দেগীতে মনোনিবেশ করা আবশ্যক।

১৪। রামাযান মাসে মছজিদে ই'তেকাফ করা অত্যন্ত নেকীর কাজ, সংসারে সমস্ত ঝঞ্ঝাট এবং কর্ম্ম কোলাহল হইতে নির্লিপ্ত হইয়া মছজিদের— কোণে বসিয়া নামায, তেলাওত, যিক্‌র ইত্যাদিতে মশগুল থাকা উচিত এবং পেশাব পায়খানা ছাড়া বাহিরে কোনরূপ কাজকামে লিপ্ত হওয়া বা বাহিরের লোকজনের সহিত কথাবার্ত্তা ও মেলামেশা করা সম্পূর্ণ নিয়মবিরুদ্ধ।

আল্লাহ পাক রামাযান মুবারকের শুভাগমনকে আমাদের জন্য সফল এবং সার্থক করুন, আমাদিগকে রামাযানের মহাব্রত যথাযথ ভাবে উদ্‌যাপন করিবার তওফিক দান করুন, রামাযানের পুণ্য পরশে আমাদের যিন্দেগী ধন্য, গৌরবান্বিত ও সাফল্যমণ্ডিত হউক। আমিন!

www.ahlehadeethbd.org

ফির্‌কাবন্দীর উত্থান

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কোরায়শী।

কোরআন ও হাদীছের ব্যবহারিক পতনের পটভূমিকায় পৃথিবীতে ফির্‌কাবন্দী বা দলীয় মযহব সমূহ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। হুজ্‌জতুলইছলাম শাহ ওলীউল্লাহ দেহ্‌লভী তদীয় 'ইযালতুল খফা' গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, "বনিউমাইয়া শাসনের অবসান কাল অর্থাৎ ন্যূনাধিক ১৫০ হিজরী পর্যন্ত কোন ব্যক্তি নিজেকে হানাফী শাফেয়ী বলিতেন না বরং স্ব স্ব গুরুগণের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কোরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যা করিতেন। আব্বাছীয়দের শাসনকালে সর্বপ্রথম প্রত্যেকেই নিজের জন্য পৃথক পৃথক দলীয় নাম নির্ধারিত করিয়া লইলেন এবং আপন গুরুগণের নির্দেশ খুঁজিয়া বাহির না করা পর্যন্ত কোরআন ও হাদীছের ব্যবস্থা মানিয়া লইতে অস্বীকৃত হইলেন। ইতিপূর্বে শুধু ব্যাখ্যার বিভিন্নতা লইয়া যে মতভেদের সূত্রপাত হইয়াছিল এক্ষণে তাহা দৃঢ়তর হইল। আরব রাজত্বের অবসান অর্থাৎ ৬৫৬ হিজরীর পর মুছলমানগণ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িলেন। তাঁহারা স্ব স্ব মযহবের যতটুকু অংশ স্মরণ রাখিতে পারিয়াছিলেন শুধু সেই টুকুকেই ব্যবহারিক শাস্ত্রের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া লইলেন। ফলে যে সকল সিদ্ধান্ত পূর্ববর্তীগণের নিছক উক্তির উপর পরিকল্পিত হইয়াছিল অতঃপর সেগুলি বিশুদ্ধ ছুন্নতরূপে পরিগৃহীত হইল। ইহাদের বিদ্যা অনুমানের উপর গঠিত এবং এক অনুমান পূর্ববর্তী আরেকটি অনুমানের উপর পরিকল্পিত; ইহাদের রাজত্ব অগ্নি পূজকদের ন্যায়। তফাৎ শুধু এইটুকু যে, ইহারা নমায পড়িয়া থাকে আর শাহাদতের কলেমা উচ্চারণ করে। আমরা এই যুগসন্ধিক্ষণে জন্মলাভ করিয়াছি, জানিনা অতঃপর আল্লাহর অভিপ্রায় কি?"—১ম খণ্ড ১৫৮ পৃঃ।

শাহ ছাহেব দুইশত বৎসর পূর্বকার অবস্থার জন্য বিলাপ করিয়াছেন অথচ তাঁহার ভাষায় তৎকালে মুছলমানগণ "নমায আদা করিতেন এবং শাহাদত মন্ত্রও উচ্চারণ করিতেন।" কিন্তু দুইশত বৎসরের পর কোরআন ও হাদীছের সহিত সরাসরি সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলিয়া আজ মুছলমানদের যে অবস্থাবিপর্যয় ঘটিয়াছে এবং ইছ্‌লামী জীবন পদ্ধতি ও শরিঅতের বিধিনিষেধের প্রতি রাজনৈতিক নেতৃমণ্ডলী ও তথাকথিত আধুনিকতাবাদীগণের যে নিদারুণ বিতৃষ্ণা দেখা দিয়াছে, শাহ ছাহেব এই ভয়াবহ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিলে কি মন্তব্য করিতেন কে জানে!

যে সকল অনুসরণীয় মহামতি ইমামকে উপলক্ষ করিয়া এক ও অখণ্ড আহ্‌লে-ছুন্নত-ওয়াল জামা'আত আজ বিভিন্ন দলে ভাংগিয়া পড়িয়াছেন তন্মধ্যে হযরত ইমাম আবু হানীফা, হযরত ইমাম মালিক বিনে আনছ, হযরত ইমাম শাফেয়ী, হযরত ইমাম আহ্‌মদ বিনে হাম্বল, হযরত ইমাম রবী আতুর্‌রায়, হযরত ইমাম ইবনো আবি লায়লা, হযরত ইমাম আওযায়ী, হযরত ইমাম ছুফ্‌য়ান ছওরী, হযরত ইমাম লয়েছ বিনে ছঅদ, হযরত ইমাম ইছহাক বিনে রাহুওয়ে, হযরত ইমাম আবু ছওর, হযরত ইমাম বোখারী, হযরত ইমাম দাউদ যাহেরী, হযরত ইমাম ইবনে জরীর, হযরত ইমাম ইব্‌নে খুযয়মা এবং হযরত ইমাম ইব্‌নে তয়মিয়াহ সমধিক প্রসিদ্ধ। ইঁহারা যথাক্রমে ১৫০, ১৭৯, ২০৪, ২৪১, ১৩৬, ১৪৮, ১৫৭, ১৬১, ২২৭, ১৭৫, ২৪০, ২৫৬, ২৭০, ৩১০, ৩১১ ও ৭২৮ হিজরীতে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। ফলকথা— অনুসরণীয় ইমামগণের মধ্যে অর্থাৎ যাঁহাদের উক্তি ও সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করিয়া আহ্‌লে ছুন্নতগণ ফিরকাবন্দীকে জন্ম দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহই ১৩৬ হিজরীর পূর্বে **জন্মগ্রহণ করেন নাই** অথচ এই সময়ের অনেক পূর্বেই ইছলাম জগতের বিজিত অঞ্চলগুলি ইছলামের পদানত হইয়াছিল এবং উল্লিখিত অঞ্চল সমূহে একমাত্র

www.ahlehadeethbd.org

কোরআন ও হাদীছের বিজয় পতাকা উড্ডীন ছিল। বর্তমান যুগের প্রচলিত আহ্‌লে ছুন্নত মযহবগুলি কোন্ সময়ে বিভিন্ন মুছ্‌লিম সাম্রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল আমরা নিম্নে তাহার সংক্ষিত বিবরণী প্রদান করিব।

শাম বা সিরীয়া ঃ— দ্বিতীয় খলীফা উমর ফারুকের সময়ে ১৪ হিজরীতে আমীনুল উম্মত আবুউবায়দাহ্-বিনুল জর্‌রাহ্ এবং বীরকেশারী—ছায়ফুল্লাহ্ খালিদ বিনুল ওলিদ উহা জয় করেন। **ইরাক বা মেসোপটেমিয়া** হযরত উমরের শাসনকালে ছঅদ বিনে আবি ওয়াক্কাছের নেতৃত্বে বিজিত হয়। **আযর বাইজান** হযরত উমরের সময় ২২ হিজরীতে মুগীরা বিনে শো'বা কর্তৃক অধিকৃত হয়।

খোরাছান ঃ— কতকাংশ ২২ হিজরীতে হযরত উমরের সময় এবং অবশিষ্টাংশ হযরত উছমানের শাসনকালে (২৬—৩১ হিঃ) অধিকৃত হয়। **কির্‌মান :** ২৩ হিজরীতে আবদুল্লাহ বিনে বুদায়েল খেযায়ী হযরত উমরের সময়ে জয় করেন। **ছিছ্‌তান :** কতকাংশ উমর ফারুকের সময়ে আর কতক আমীর মুআবিয়ার সময়ে বিজিত হয়। আরমেনিয়া, ককেশাস্, খোরাছান, কিরমান,—ছিছ্‌তান ও সাইপ্রাস দ্বীপ হযরত উছ্‌মানের খেলাফতে (২৩—৩৫ হিঃ) অধিকৃত হয় বলিয়া যাহ্‌বী স্বীয় চরিতাভিধানে উল্লেখ করিয়াছেন। মক্‌রেযী বলিতেছেন, যখন হারুণ রশীদ ১৭০ হিজরীতে খেলাফতের সিংহাসনে উপবেশন করিলেন তখন তিনি ইমাম আবু হানীফার অন্যতম প্রধান ছাত্র আবু ইউছুফ ইয়াকুব বিনে ইবরাহীমকে ১৭০ হিজরীর পর—বিচার বিভাগের—কর্তৃত্ব দান করিলেন। অতঃপর কাজী আবু ইউছুফের ইঙ্গিত ও অনুমোদন ব্যতীত ইরাক, খোরাছান, শাম ও মিছর দেশে কাহারও পক্ষে শাসন ও বিচার বিভাগে প্রবেশ করার সম্ভাবনা রহিলনা— মকরেযী (৪) ১৪৪ পৃঃ। হুজ্জাতুল ইছলাম দেহ্‌লভী বলিতেছেন : ইমাম আবুহানীফার প্রধান শিষ্য কাযী আবু ইউছুফ খলীফা হারুণ রশীদের রাজত্বকালে প্রধান বিচারসচিবের পদে অধিষ্ঠিত হন। ফলে তাঁহার কারণেই ইরাক,—খোরাছান ও নহর-পার (Transoxiana) দেশ সমূহে হানাফী মযহব প্রসার লাভ করে এবং উক্ত মযহব সূত্রে বিচার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়—হুজ্জাতুল্ লাহেলবালেগা, ১৫১ পৃঃ। আল্লামা ইয়াফেয়ী (—৭৬৮ হিঃ) কাযী আবু ইউছুফ সম্পর্কে লিখিয়াছেন, তিনিই সর্ব প্রথম ইমাম আবু হানীফার মযহব পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রচারিত করেন—ইয়াফেয়ীর ইতিহাস (১) ৩৮৩ পৃঃ। মওলানা শায়খ আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী বলিতেছেন, কাযী আবু ইউছুফ বিশেষভাবে ইমাম আবু হানীফার শিষ্যত্ব দৃঢ়তার সহিত অবলম্বন করেন এবং তাঁহার মধ্যে আহ্‌লেরায়ের—যুক্তিবাদীগণের মযহবের—প্রভাব বদ্ধমূল হইয়া যায়। তিনি ইছলাম জগতের তৎকালীন রাজধানী বাগ্‌দাদের প্রধান বিচারপতির পদ লাভ করেন এবং আজীবন এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া হারুণের রাজত্ব কালেই পরলোকবাসী হন। আবু ইউছুফের পুত্র ইউছুফ পিতার জীবিত কালেই বাগদাদ নগরীর পশ্চিমাংশের কাযী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ১৯২ হিজরীতে পরলোক গমন করেন। আবু ইউছুফ ইমাম আবু হানীফার ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। তিনিই সর্ব প্রথম স্বীয় উছ্‌তাযের মযহব অনুসারে পুস্তকাদি রচনা করেন এবং ইমামের মছ্‌আলাগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র মণ্ডলীর সম্মুখে বক্তৃতাকারে পেশ করেন। তাঁহার দ্বারাই পৃথিবীর সর্বত্র ইমাম আবু হানীফার মযহব প্রসার লাভ করে—ফওয়ায়েদুল

لما قام هارون الرشيد الخلافة وولى القضاء ابا يوسف يعقوب بن ابراهيم احد اصحاب ابى حنيفة بعد سنة ١٧٠ هـ فلم يقلد بلاد العراق و خراسان و مصر الا من اشاريه القاضى ابو يوسف واعتنى به - فكان سببا لظهور مذهبه والقضاء به فى اقطار العراق وخراسان وما وراء النهر -

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বহীঈয়াহ, ৯৪ পৃঃ।

ইবনেফরহুন বলিতেছেন, কাযী ইবনে উছমান দেমশ্‌কী দেমশ্‌কের কাযী নিযুক্ত হন। তিনি স্বয়ং শাফেয়ী মযহব সূত্রে বিচার করিতেন এবং পরবর্তী দল তাঁহার অনুসরণ করিয়া চলিতেন। ইমাম — শাফেয়ীর শিষ্য মুযানীর "মুখ্‌তছর" নামক গ্রন্থ তাঁহাকে কেহ মুখস্থ শুনাইতে পারিলে তিনি তাঁহাকে ১০০ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিতেন। ইবনে উছমান ৩০৩ হিজরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। হিজরীর ৪র্থ শতক পর্যন্ত শামে ইমাম আওযায়ীর মযহবও প্রচলিত ছিল—ফতাওয়ায় ইবনে তয়্‌মিয়াহ (২) ৩৭৪ পৃঃ।

মক্‌রেযী বলিতেছেন, নুরুদ্দিন যঙ্গী (৫৬৯ হিঃ) দেমশ্‌ক, পূর্ব সিরিয়া বা শামের সমগ্র অংশ এবং পশ্চিম শামের কতকাংশ এবং মসুল প্রভৃতির অধিপতি ছিলেন। তিনি হানাফী মযহব অনুসরণ করিয়া চলিতেন এবং এই মযহবে অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন, তাঁহার দ্বারাই শামে হানাফী মযহব প্রচারিত হয়— মক্‌রেযী (৪), ১৬১ পৃঃ।

মধ্য তুর্কীস্তান বা নহরপার অঞ্চলে হানাফী মযহব প্রচলিত হওয়ার পর কফ্‌ফাল শাশী শাফেয়ী মযহব প্রচার করেন। শাশী ৩৬৫ হিজরীতে পরলোক গমন করিয়াছিলেন—শযরাতুয্‌যহব, (৩) ৫১পৃঃ।

স্পেন ঃ—সর্বপ্রথম হযরত উছমানের খেলাফতে ২৭ হিজরীতে আবদুল্লাহ বিনে নাফে' প্রভৃতি সৈন্য পরিচালনা করেন এবং স্পেনে আংশিকভাবে আরবদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর ৯২ হিজরীতে খলিফা ওলীদ বিনে আবদুল মালেকের সময়ে মহাবাহু তারীক বিনে যিয়াদ (৫০—১০২ হিঃ) সম্পূর্ণরূপে স্পেন অধিকার করিয়া লন—ইবনে কছীর (৭), ১৫২ পৃঃ, ইবনে জরীর (৮) ৮২ পৃঃ। ঐতিহাসিকগণ সমবেতভাবে বলিয়াছেন যে, স্পেনে সর্বপ্রথম ঈছা বিনে দীনার (মৃঃ ২১২ হিঃ) মালেকী মযহব প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বে স্পেনের অধিবাসীবৃন্দ ইমাম আওযায়ী (মৃঃ ১৫৭ হিঃ) ও ইমাম মক্‌হুল কাবুলী শামী (মৃঃ ১১৩ হিঃ) উভয়ের মযহব মান্য করিয়া চলিতেন।

মক্‌রেযী লিখিয়াছেন, হিশামের পুত্র হাকাম রাবাযী (মৃঃ ২০৬) পিতার পরলোকগমনের পর ১৮০ হিজরীতে "মুন্‌তাছির" উপাধি ধারণ করিয়া স্পেনের সিংহাসনে সমারূঢ় হন এবং ইয়াহ্‌য়া বিনে ইয়াহ্‌য়া বিনে কছীর মছ্‌মুদী লয়ছী উন্দলছী (মৃঃ ২৩৪ হিঃ) কে প্রধান মন্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। মছমুদী স্বয়ং ইমাম মালেকের নিকট হইতে তাঁহার হাদীছ-গ্রন্থ মুওয়াত্তা শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং ইমাম মালেকের প্রধান শিষ্যমণ্ডলী আবদুল্লাহ বিনে ওয়াহাব (মৃঃ ১৯৭ হিঃ) ও আবদুর রহমান বিনুল কাছেম (মৃঃ ১৯১ হিঃ) প্রভৃতির নিকট হইতে মালেকী মযহবে বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত দক্ষতা অর্জন করিয়া স্পেনে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। সমগ্র স্পেনে তাঁহার তুল্য সম্মান ও প্রতিপত্তি অন্য কেহই অর্জন করিতে পারেন নাই। সর্ববিধ ফত্‌ওয়া একমাত্র তাঁহার নির্দেশক্রমে প্রদান করা হইত, সুলতান স্বয়ং মছমুদীর গৃহদ্বারে সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় উপস্থিত হইতেন। উন্দুলছে মছমুদীর ইঙ্গিত ও অনুমোদন ছাড়া কাহারও পক্ষে রাজ কার্যে প্রবেশ করার উপায় ছিলনা। স্পেনের অধিবাসীবৃন্দ মূলতঃ ইমাম আওযায়ীর মযহবের অনুসরণকারী হইলেও মছমুদীর প্রভাবে পরবর্তীকালে তাঁহারা ইমাম মালেকের মযহব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,— মক্‌রেযী (৪) ১৪৪ পৃঃ।

৫৫৮ হিজরীতে ইউছুফ বিনে আবদুল মো'মেন (মৃঃ ৫৮০ হিঃ) আমীরুল মো'মেনীন উপাধি গ্রহণ করিয়া মরক্কো, আলজেরিয়া ও স্পেনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। আমীরুল মো'মেনীন ইউছুফ স্বয়ং আহলেহাদীছ ছিলেন। ছহীহ্‌ বোখারী আগাগোড়া তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি কোরআন, হাদীছ, আরাবী সাহিত্য ও ইতিহাস শাস্ত্রে সমধিক বুৎপত্তি রাখিতেন এবং মিষ্টভাষী ও সদা-প্রফুল্ল ব্যক্তি ছিলেন। হাফিয যহবী তারীখুল ইছলামে লিখিয়াছেন, আবু বকর বিনে জুদানা বলিতেছেন, আমি একদা ইউছুফ বিনে আবদুল মো'মেনের নিকট গমন করি, আমি দেখিতে পাই, তাঁহার সম্মুখে কোরআন,

www.ahlehadeethbd.org

ছুন্নতে আবি দাউদ ও তরবারি রক্ষিত রহিয়াছে। আমীরুল মো'মেনীন ঐ গুলির দিকে ইঙ্গিত—করিয়া বলিলেন, এই তিন বস্তু ছাড়া আর সমস্তই ভুল। —ইয়াফেয়ী (৩) ৪১৭ পৃঃ।

৫৮০ হিজরীতে তদীয় পুত্র ইয়াকুব (৫৫৪—৫৯৫) পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বিদ্বান, ছুন্নতের প্রতিষ্ঠাতা ও মহাবীর ছিলেন, ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের কবল হইতে তিনি ৪টী নগরী উদ্ধার করিতে সমর্থ হন এবং ৫৯২ হিজরীতে তাহাদের এক বিরাট ও শক্তিশালী সামরিক বাহিনীকে সম্মুখ যুদ্ধে পর্যুদস্ত করেন। তাঁহার ধর্মীয় মতবাদ ও রাজ্যশাসন বিধি সম্পর্কে ঐতিহাসিক—ইব্‌নে খল্লকান মন্তব্য করিয়াছেন, তিনি প্রজাপুঞ্জকে পাঁচ ওয়াক্তা নমাযের জন্য শাসন করিতেন। মদ্য পানের অপরাধে কখন কখন অপরাধীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত। তাঁহার নিযুক্ত শাসকমণ্ডলীর বিরুদ্ধে জনগণ অভিযোগ করিলে শাসনকর্তাদিগকে চরম দণ্ডে দণ্ডিত করিতেন। তিনি ব্যবহারিক বিভিন্ন ফেক্‌হ গ্রন্থসমূহের পঠন ও পাঠন বন্ধ করার আদেশ দিয়াছিলেন এবং সাম্রাজ্যের সর্বত্র সারকুলার জারি করিয়া দিয়াছিলেন যে, কোরআন ও ছুন্নত ছাড়া ফকীহগণ ফতওয়া দিতে পারিবেন না এবং পূর্ববর্তী মুজ্‌তাহেদ দলের মধ্যে কাহারও তক্‌লীদ করা (বিনা প্রমাণে কাহারও শরয়ী সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া) চলিবেনা। ফকীহগণ কোরআন, হাদীছ, ইজমা ও কিয়াছের ভিত্তিতে স্ব স্ব ইজ্‌তেহাদ প্রয়োগ করার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন— ইবনে খল্লকান (২) ৩২৮ পৃঃ।

সম্রাটযুগল পশ্চিম দেশ সমূহে আহ্‌লেহাদীছ মতবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে বিশেষভাবে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পূর্বে ও পরে স্পেন এবং মরক্কোভূমি হইতে এমন একদল আহ্‌লেহাদীছ ফকীহ্‌ ও মোহাদ্দেছ উত্থিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের যশোসৌরভে আজ পর্যন্ত পৃথিবী আমোদিত রহিয়াছে। পুঁথি বাড়িয়া যাওয়ার ভয়ে নিম্নে কয়েকটি নাম উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইতেছি।

১। ইমাম কাছেম বিনে মোহাম্মদ বিনে—কাছেম বিনে মোহাম্মদ কর্তবী, মৃঃ ২৭৬ হিঃ। ২। ইমাম বক্বী বিনে মখলদ আবু আবদুর রহমান কর্তবী, জন্ম ২৩১ মৃঃ ২৭৬ হিঃ। ৩। ইমাম মোহাম্মদ বিনে ওয়ায্‌যাহ্‌ ইব্‌নে বুযায়অ আবু আবদুল্লাহ কর্তবী, জন্ম ২০০ মৃঃ ২৭৯। ৪। ইমাম মোহাম্মদ বিনে ইব্‌রাহীম উন্দুলছী, মৃঃ ৩০৫। ৫। মোহাদ্দিছুল উন্দুলছ আবু জাফর আহমদ বিনে আমর বিনে মনছুর উন্দুলছী, মৃঃ ৩১২। ৬। হাফেয মোহাম্মদ বিনে ফোতায়েছ আবু আবদুল্লাহ উন্দুলছী ২১৯—৩০৯। ৭। হাফেয আবু আলী হাছান বিনে ছঅদ বিনে ইদরীছ কেনানী কর্তবী, মৃঃ ৩৩১। ৮। ইমাম মোহাম্মদ বিনে আবদুল মালেক আবু আবদুল্লাহ কর্তবী, মৃঃ ৩৩৩। ৯। ইমাম কাছেম বিনে আছবগ বিনে মোহাম্মদ বিনে ইউছুফ কর্তবী, ২৪৭—৩৪০। ১০। খালিদ বিনে ছঅদ আবুল কাছেম উন্দুলছী, মৃঃ ৩৫২। ১১। খলফ বিনুল কাছেম আবুল কাছেম ইব্‌নুদ্দব্বাগ উন্দুলছী, ৩২৫—৩৯৩। ১২। ইয়াহ্‌য়া বিনে মালেক আবু জাকারিয়া উন্দুলছী, ৩৭৬ হিঃ। ১৩। আবু মোহাম্মদ আবদুল্লাহ বিনে মোহাম্মদ লখমী আশ্‌বেলী, মৃঃ ৩৭৮ হিঃ। ১৪। আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ বিনে আহ্‌মদ ইব্‌নে মোফাররজ কর্তবী, ৩৮০ হিঃ। ১৫। আহমদ বিনে মোহাম্মদ বিনে আবিদ আছাদী কর্তবী, ৩৮৯ হিঃ। ১৬। আবদুল্লাহ বিনে ইব্‌রাহীম আছিলী উন্দুলছী, ৩৯২ হিঃ। ১৭। আবু উমর আহমদ বিনে আবদুল্লাহ ইবনুল বাজী আশ্‌বেলী, ৩৯৬ হিঃ। ১৮। আবু মৎরফ আবদুর রহমান বিনে মোহাম্মদ ইবনে—ফোতায়ছ কর্তবী, ৪০২ হিঃ। ১৯। আবু মোহাম্মদ আতীইয়াহ্‌ বিনে ছঈদ উন্দুলছী, ৪০৮ হিঃ। ২০। শায়খুল ইছলাম আবু আমর উছমান বিনে ছঈদ দানী কর্তবী, ৪৪৪ হিঃ। ২১। ইমাম আলী বিনে ছঈদ ইবনে হযম উন্দুলছী, ৪৫৬ হিঃ। ২২। ইমাম ইউছুফ বিনে আবদুল্লাহ আবু আমর ইবনো আব্দিলবর, ৪৬৩ হিঃ। ২৩। আবু আলী হোছায়ন বিনে মোহাম্মদ ছদফী ছর্‌কিস্তী উন্দুলছী, ৫১৪ হিঃ।

www.ahlehadeethbd.org

২৪। আবুল ওলীদ ইউছুফ বিনে আবদুল আযীয ইবনুদ্দব্বাগ লখমী উন্দুলছী, ৫৪৬ হিঃ। ২৫। আবু বকর মোহাম্মদ বিনে খায়ের আশ্‌বেলী, ৫৭৫ হিঃ। ২৬। আবদুল হক বিনে আবদুর রহমান আবু মোহাম্মদ আয্‌দী ইবনুল খিরাৎ আশ্‌বেলী, ৫৮১ হিঃ। ২৭। আবুল কাছেম আবদুর রহমান বিনে মোহাম্মদ বিনে উবায়দ আনছারী উন্দুলছী, ৫৮৪ হিঃ। ২৮। শায়খুল মগ্‌রেব আবু মোহাম্মদ আবদুল্লাহ বিনে মোহাম্মদ ইব্‌নে উবায়দুল্লাহ হিজরী উন্দুলছী, ৫৯১ হিঃ। ২৯। আবু মোহাম্মদ আবদুল্লাহ বিনুল হাছান বিনে আহমদ আবু বকর কর্তবী, ৬১১ হিঃ। ৩০। আবদুল্লাহ বিনে ছুলায়মান বিনে দাউদ আনছারী হারেছী উন্দুলছী, ৬১২ হিঃ। ৩১। ইমাম আবুল খত্তাব উমর বিনুল হাছান ইব্‌নে দাহ্‌য়া কলবী উন্দুলছী, ৫৪৪—৬৩৩। ৩২। ইমাম আবুল আব্বাছ আহমদ বিনে মোহাম্মদ ইবনুর রুমিঈয়হ্ আশবেলী উন্দুলছী, মৃঃ ৬৩৭ হিঃ। ৩৩। ইমাম আবু বকর মহীউদ্দিন মোহাম্মদ বিনে আলী হাতেমী ইবনে আরাবী উন্দুলছী, ৫৬০—৬৩৮। ৩৪। ইমাম আবু বক্‌র মোহাম্মদ বিনে আহমদ ইবনে খৈয়েরুন্নাছ আশবেলী উন্দুলছী, ৬১৯ হিঃ। ৩৫। ইউছুফ বিনে আবদুল্লাহ বিনে ছঈদ আবু আম্‌র বিনে ইবাদ উন্দুলছী, মৃঃ ৬৭৫ হিঃ। ৩৬। শেহাবুদ্দীন আবুল আব্বাছ আহমদ বিনে ফরহ লখ্‌মী আশবেলী, মৃঃ ৬৯৯ হিঃ।

আফ্রিকা : তৃতীয় খলিফা হযরত উছমানের শাসন কালে ২৭ হিজরীতে আবদুল্লাহ বিনে ছঅদ বিনে আবি ছরহ্, ইমাম হাছান ও ইমাম হুছাইন প্রভৃতি ছাহাবা কর্তৃক অধিকৃত হয়। শয়রাত, (১) ৩৬ পৃঃ. কামুছ, (২) ৫৫৭ পৃঃ।

মক্‌রেযী লিখিয়াছেন, আফ্রিকায় কোরআন, ছুন্নত ও ছাহাবাগণের ফত্‌ওয়ার প্রভাব অগ্রগণ্য ছিল। সর্বপ্রথম ১৭৬ হিজরীতে আবদুল্লাহ বিনে ফরুখ আবু মোহাম্মদ আল ফারছী (মৃঃ ১৭৫ হিঃ) আফ্রিকায় হানাফী মযহব লইয়া প্রবেশ করেন।

মক্‌রেযী ফারছী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন,—আমার বিবেচনায় তাহা প্রমাণিত নয়। আবদুল্লাহ বিনে ফরুরুখকে হাফিয ইবনে হজর খোরাছানী লিখিয়াছেন আবার তাঁহাকে ইয়ামানীও বলা হইত। তাঁহার সম্বন্ধে ইব্‌নে ইউনুছ বলিয়াছেন যে, তিনি আফ্রিকায় বাস করিতেন, ১১৫ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ১৭৪ হিজরীতে মিছর আগমন করেন এবং ঐ বৎসরেই হজ্জ করিয়া ফিরিয়া যান, তিনি বিখ্যাত আবেদগণের অন্যতম ছিলেন।

আবুল আরব "তাবাকাতে আফ্রিকীয়া" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, বিদ্যা অর্জন করার উদ্দেশ্যে ইবনুল ফারছী দেশ পর্যটন করেন এবং প্রাচ্যে ইমাম মালেক, ছওরী, আবু হানীফা ও ইবনে জোরায়জ প্রভৃতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। ইমাম মালেকের সহিত তিনি পত্রালাপ করিতেন এবং মালেকও পত্রযোগে তাঁহার জিজ্ঞাস্যসমূহের উত্তর দিতেন। ইবনে ফরুরুখ বিশ্বস্ত ছিলেন—তহযীবুত্ তহযীব, (৫) ৩৫৬ পৃঃ।

যরক্লী তাঁহার অভিধানে লিখিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ বিনে ফরুরুখ ফারছী আফ্রিকার অধিবাসী আহলেহাদীছগণের অন্যতম ছিলেন। রওহ বিনে হাতিম তাঁহাকে বিচারকের পদ গ্রহণ করিবার আদেশ দেওয়ায় তিনি উক্ত আদেশ অমান্য করেন এবং হজ্জ করার উদ্দেশ্যে বহির্গত হন। হজ্জ সমাধা করিয়া প্রত্যাবর্তনের পথে মিছরে ১৭৬ হিজরীতে পরলোকবাসী হন—কামুছ (২) ৫৭৩ পৃঃ।

মক্‌রেযী ইহাও লিখিয়াছেন যে, আফ্রিকায় কাযী আছাদ বিনুল ফুরাত বিনে ছিনান (মৃঃ ২১৭ হিঃ) সর্বপ্রথম হানাফী মযহব প্রচলন করেন।

ইনি কয়রোয়ানের কাযী ছিলেন। ইমাম মালেক, কাযী আবু ইউছুফ ও ইমাম মোহাম্মদ বিনুল হাছান প্রভৃতির নিকট বিদ্যা শিক্ষা করেন। মালেকী ফিক্‌হে "আছাদীয়াহ" নামক তাঁহার এক খানা গ্রন্থ আছে। 'ইস্তিকা' পুস্তকের টীকায় লিখিত হইয়াছে— কয়রোয়ানের কাযী, সিসিলী বিজেতা আছাদ বিনুল ফুরাত কয়রোয়ানে মালেক ও আবু

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হানীফার মযহব প্রচার করিয়াছিলেন কিন্তু পরে তিনি শুধু হানাফী মযহব প্রচার করার কার্যে ব্রতী হন। তাঁহার প্রচেষ্টায় স্পেনের সীমা পর্যন্ত পাশ্চাত্য দেশ সমূহের অধিকাংশ অধিবাসী হানাফী মযহবে দীক্ষিত হন। পরবর্তী কালে ইবনে বাদেছের সময়ে এই ভাবের বিপর্যয় ঘটিয়াছিল—ইস্তিকা ৫১ পৃঃ।

মক্‌রেযী বলেন, অতঃপর ছহ্‌নুন বিনে ছঈদ তন্নোখী (মৃঃ ২৪০ হিঃ) আফ্রিকায় বিচারপতি নিযুক্ত হইয়া আসেন। তিনি আফ্রিকাবাসীগণের মধ্যে মালেকী মযহব প্রচার করিতে ব্রতী হন। অতঃপর আফ্রিকার ছুলতান মুইয্‌ বিনে বাদেছ (মৃঃ ৪৫৪ হিঃ) আফ্রিকার সমগ্র অধিবাসীকে — মালেকী মযহব গ্রহণ ও অন্যান্য সমুদয় মযহব বর্জন করিবার জন্য প্ররোচিত করেন। ছুলতানের সন্তুষ্টি অর্জন ও বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধি লাভের আশায় আফ্রিকা ও স্পেনের সমুদয় অধিবাসী মালেকী মযহব বরণ করিয়াছিলেন। তখন বিচার ও ফত্‌ওয়ার কার্য মালেকী মযহবের ফকিহ্‌গণ ছাড়া সমগ্র আফ্রিকার কোন নগর বা পল্লীতে অপর কাহারও পক্ষে লাভ করার উপায় ছিলনা। জন সাধারণকে নিরুপায় হইয়া মালেকী মযহবের আদেশ ও ফত্‌ওয়া মান্য করিয়া চলিতে হইত। এইভাবে পশ্চিম দেশসমূহের সর্বত্র মালেকী মযহব ছড়াইয়া পড়িল—মক্‌রেযী (৪) ১৪৪ পৃঃ। ইব্‌নেফরহুন (মৃঃ ৭৯৯ হিঃ) লিখিয়াছেন ৪০০ হিজরীর পর আফ্রিকায় পুনরায় হানাফী মযহব প্রবেশ করিতে থাকে।

মিছর:— দ্বিতীয় খলিফা উমর ফারুকের সময়ে ২০ হিজরীতে আম্‌র বিনুল আছ কর্তৃক অধিকৃত হয়।

মক্‌রেযী লিখিয়াছেন যে, মিছরে সর্ব প্রথম আবদুর রহীম বিনে খালিদ বিনে ইয়াযীদ বিনে ইয়াহ্‌য়া ইমাম মালেকের মযহব লইয়া প্রবেশ— করেন। তিনি স্বয়ং ফকীহ্‌ ছিলেন। লয়েছ, ইব্‌নে ওয়াহাব ও রশীদ বিনে ছঅদ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ১৬৩ হিজরীতে আলেকজান্দ্রীয়ায় পরলোকগমন করেন। খুলাছা গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, ইমাম লয়েছ আবদুর রহীমের পিতা খালিদ বিনে ইয়াযীদ মিছরী সেকেন্দ্রানীর শিষ্য ছিলেন, তিনি ১৩৯ হিজরীতে পরলোকবাসী হন। খালিদ বিখ্যাত তাবেয়ী আতা বিনে আবি রিবাহ (মৃঃ ১১৫ হিঃ) ও ইবনে শিহাব (মৃঃ ১২৪ হিঃ) প্রমুখ বিদ্বানগণের নিকট হইতে বিদ্যার্জন করেন—খুলাছা ১০৪ পৃঃ। আবদুর রহীম বিনে খালিদ ইমাম মালেকের ১৬ বৎসর পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর ১২ বৎসর পর ইমাম লয়েছ পরলোকবাসী হইয়াছিলেন। ইমাম লয়েছ তাঁহার জীবদ্দশায় স্বয়ং মিছরের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম ছিলেন।

মক্‌রেযী বলেন, ইমাম মালেকের প্রধানতম শিষ্যগণের অন্যতম ও মালেকী ফেক্‌হ গ্রন্থ "মুদাউওয়ানা"র সঙ্কলয়িতা আবদুর রহমান বিনুল কাছেম (১২৮—১৯১) মিছরে মালেকী মযহব প্রচার করিতে থাকেন, ফলে হানাফী মযহব অপেক্ষা মিছরে মালেকী মযহব অধিকতর প্রসারিত হয়।

খলিফা মনছুর আব্বাছীর সময়ে আবদুল্লাহ বিনে লহিআ (৯৭——১৭৪ হিঃ) মিছরের কাযী নিযুক্ত হন, ১৫৪ হইতে ১৬৪ হিজরী পর্যন্ত তিনি মিছরের বিচারাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইবনে আবি লহিআ আহ্‌লে হাদীছ ছিলেন। অতঃপর কাযী আবু ইউছুফের নির্দেশক্রমে ইছমাঈল বিনে আল্‌ইয়াছা কুফী মিছরের কাযী নিযুক্ত হন। তাঁহার প্রভাবে হানাফী মযহবের ফত্‌ওয়া প্রচারিত হইতে আরম্ভ করে। ১৯৮ হিজরীতে ইমাম শাফেয়ী মিছরে পদার্পণ করিলে মিছরের শীর্ষস্থানীয় বিদ্বান গণের মধ্যে আবদুল হাকামের বংশধরগণ—যথা, আবদুল্লাহ বিনে আবদুল হাকাম (মৃঃ ২১৪ হিঃ), মোহাম্মদ বিনে আবদুল্লাহ বিনে আবদুল হাকাম (মৃঃ ২৭৮ হিঃ), রুবাইয়অ বিনে ছুলায়মান (মৃঃ ২৭০ হিঃ), ইছমাঈল বিনে ইয়াহ্‌য়া মুযানী (মৃঃ ২৬৪ হিঃ) ও ইউছুফ বিনে ইয়াহ্‌য়া বুওয়ায়তী (মৃঃ ২৩১ হিঃ) প্রভৃতি ইমাম শাফেয়ীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁহারা সকলেই শাফেয়ী মযহবে দীক্ষিত হন।

www.ahlehadeethbd.org

এই প্রকারে মিছরে শাফেয়ী মযহব প্রতিষ্ঠা লাভ করে আর ঘরে ঘরে ইমাম শাফেয়ীর নাম আলোচিত হইতে থাকে।

২৫৩ হিজরী পর্যন্ত মিছরের প্রাচীন জামে মছজিদে মিছরবাসীগণ নমাযে উচ্চৈস্বরে 'বিছমিল্লাহ' ও "আমীন" বলিতেন। কিন্তু এই বৎসরেই মযাহেম বিনে খাকান মিছরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং তাঁহার নির্দেশক্রমে পুলিশের প্রধান কর্তা জামে মছজিদে উচ্চৈস্বরে "বিছমিল্লাহ" ও "আমীন" বলার নিয়ম রহিত করিয়াদেন। তখন পর্যন্ত মিছরের অধিবাসীবৃন্দ যুগপৎ ভাবে মালেকী ও শাফেয়ী মযহবের অনুসরণ করিয়া চলিতেন এবং বিচারকার্যের ভার শুধু হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ী মযহবত্রয়ের ফকীহগণই প্রাপ্ত হইতেন।

মিছরে শিয়া মযহবের প্রবেশ :

আফ্রিকা ও পশ্চিম দেশসমূহে সর্বপ্রথম শিয়া (ফাতেমী) রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা আবু তমীম আল মইয্যু লেদীনিল্লাহ (মৃঃ ৩৬৫ হিঃ) ৩৫৮ হিজরীতে তদীয় আরমানী ক্রীতদাস জেনারেল কায়েদ জওহরকে মিছর অভিযানে প্রেরণ করেন। উক্ত সনের ১৮ই শাবান তারীখে ফাতেমীগণ কর্তৃক মিছর অধিকৃত হয় এবং আব্বাছী খলিফাগণের নামে—জুমার খুতবা পাঠ করার রীতি রহিত হইয়া যায়। কায়েদ জওহর মিছরের বিখ্যাত কাহেরা বা কায়রো নগরী নির্মাণ করেন। ইহার পর হইতে মিছরে শিয়া মযহব প্রসারিত হইতে থাকে। কায়েদ জওহর ৩৮১ হিজরীতে পরলোক গমন করিয়াছিলেন।

৫৬৪ হিজরীর জামাদিছছানীয়াতে ছুলতান আল মালেকুন্নাছির ছালাহুদ্দিন ইউছুফ বিনে আইয়ুব (৫৩২...৫৮৯ হিঃ) মিছর সরকারের প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ফাতেমীদের বিলোপ সাধন কল্পে অগ্রসর হন এবং মিছরে শাফেয়ী ও মালেকীদের জন্য পৃথক পৃথক কলেজ স্থাপন করেন। বিচারালয় সমূহ হইতে শিয়া কাযীদিগকে অপসারিত করিয়া ছদরুদ্দীন আবদুল মালিক বিনে দরবাছ আলমারানী শাফেয়ী (৫১৬...৬০৫ হিঃ) কে প্রধান বিচার সচিবের পদে নিযুক্ত করেন। আলমারানী শাফেয়ী ছাড়া অপর কোন মযহবের ফকীহকে মিছর রাজ্যে কাযী নিযুক্ত করিতেন না। তখন হইতে মিছরে শাফেয়ী ও মালেকী মযহবদ্বয়ের উত্থান ঘটে এবং ফাতেমী, ইছমাঈলী ও ইমামীদের মযহব অবলুপ্ত হইতে থাকে এবং কালক্রমে এই সকল মযহবের অস্তিত্ব মিছর হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়—মকরেযী (৪) ১৬১ পৃঃ। ছুলতান নুরুদ্দীনের প্রচেষ্টায় এই সময়ে মিছরে হানাফী মযহবও পুনরায় প্রচলিত হইতে থাকে।

মকরেযী লিখিয়াছেন, ৬৫৮ হিজরীতে ছুলতান আল্‌মালেকুয যাহের বেব্‌রছ বন্দকদারী (৬২৫—৬৭৬ হিঃ) মিছরের সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়া মিছর ও কায়রো নগরীতে হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মযহব চতুষ্টয়ের জন্য পৃথক পৃথক কাযী নিযুক্ত করিলেন। ৬৬৫ হিজরী হইতে এই রীতি সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তখন হইতে ইছলাম জগতের সমস্ত নগরে উল্লিখিত মযহব চতুষ্টয় এবং ইমাম আবুল হাছান আশ্‌আরীর (২৬০—৩২৪ হিঃ)—আকীদা ব্যতীত অন্য কোন মযহব ও আকীদা ইছলামের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচিত রহিলনা। ইছলাম জগতের অন্তর্গত সমস্ত দেশে মাদ্‌রাছা, খান্‌কাহ ও তাকইয়া গুলিতে উল্লিখিত রীতি প্রচলিত করা হইল। যাহারা ছুলতান ও কাযীগণের নির্মিত ও প্রতিপালিত চারি মযহব ছাড়া অন্য কোন মযহব অনুসারে চলিতে চাহিল, তাহাদের সঙ্গে বৈরিভাব পোষণ করা হইল এবং তাহারা গর্হিত পথে চলিয়াছেন বলিয়া বিঘোষিত হইল। যাঁহারা চারি মযহবের অন্তর্ভুক্ত কোন একটির মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখিতে পারিলেন না তাঁহারা কোন রাজকার্যে গৃহীত হইবার যোগ্য রহিলেন না, তাঁহাদের সাক্ষ্য আদালত সমূহে অগ্রাহ্য হইতে লাগিল। তাঁহাদের বক্তৃতা, ইমামত, শিক্ষকতা ও বিচারক পদের কোন কাজ প্রাপ্ত হইবার অধিকার থাকিলনা। সকল দেশেই ফকীহগণ ফতওয়া জারী করিলেন যে, প্রচলিত চারি মযহবের মধ্যে শুধু একটির নির্দিষ্ট ভাবে প্রমাণ-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ঈদের সওগাত

কাজী গোলাম আহ্‌মদ

মাহে শাওয়ালের দ্বিতীয়ার চাঁদে পূণ্যের পাতে জন্ম ফের্
এসো হাতে হাত—বুকে বুক দাও—দরূদ পড়িতে আর না দের।
জোয়ান-জইফে ভেদাভেদ কিসে? বয়সের আজি নেই বালাই
'মামুদ-আয়াজে' কোলাকুলি করে—আজিকে ভৃত্য মনিব নাই।
দূর করো আজ সব ভেদাভেদ ভুলে যাও কেবা আপন-পর—
জগত জুড়িয়া গড়িয়া উঠুক মহামিলনের বাসর-ঘর!

আজি দিলে দিল্ বুকে বুকে মিল, হারাম হোয়েছে বিসম্বাদ—
ফিত্‌রা-জাকাত ও ফির্‌নীর চাপে মিস্‌কীনও লভে আমিরী স্বাদ।
খুশীতে বেঁহুশ ফেরেশতারা, ভেস্তে ছিটায় গুলাবী আব—
প্রতি ফোটা তারই দুনিয়ার বুকে রচিয়া চলেছে নয়ালা খ্বাব্।

বাংলার বুকে বসিয়া আজিকে ভাসে চোখে দূর মদিনা-বাগ—
এতিম বাচ্চা বুকে ধরি' নবী—নাতিদের নাহি বিন্দু রাগ।
নবীজী আব্বা, ফাতিমা জননী—হাসান-হোসেন হোয়েছে ভাই
পিরাণ-পা'জামা লভিয়া নোতুন মুখে হাসি—চোখে অশ্রু নাই।

পিরাণ-পরাণে জড়াজড়ি করে—খোশবুতে ভরে আরবী বায়ু
দাতা-কন্‌জুশ্ দোশত-দুষ্‌মন—আমীর-ফকিরে চেনা না যায়!
ইবলিস শুধু মরে শোকে আজ—মুস্‌লিম সবে এক সামিল—
আজিকার তরে করে কর সব—কোথাও নাহিক কারো অমিল।

বাংলার এই ভগ্ন-কুটীরে করিব ঈদ্ আজ উদ্‌যাপন—
এ উৎসবে কেহ নহে পর—আয় কে আসিবি সব আপন।
রমজানের ওই কঠোর 'সিয়ামে' কলুষ-কালিমা ধৌত সব—
শিশু সম সবে নির্মল মোরা—আজিকার দিনে পাক এ লব্।

ঈদের এ প্রভাত এনেছে বহিয়া খুশীর খাঞ্চায় যে সওগাত
দাওয়াত সবারি—কেহ নহে অরি—বন্ধু হে সব বাড়াও হাত।
তশতুরী ভরি' এনেছি ফির্‌নী-শির্‌নী লহগো প্রেমিক প্রাণ—
পরাণ ভরিয়া এনেছি যে প্রেম---কণ্ঠ ভরিয়া সাম্য-গান।

নিরপেক্ষ ও গতানুগতিক নিয়মে অনুসরণ করা ওয়াজিব এবং চারি মযহবের বহির্ভূত অন্য কোন উক্তি বা সিদ্ধান্ত, স্পষ্ট কোরআন ও বিশ্বস্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হইলেও, তাহা অনুসরণ করা হারাম!
—মক্‌রেযী (৪) ১৬১ পৃঃ।

ফির্‌কাবন্দীর চরম পরিণতি স্বরূপ ৮০১ হিজ্‌রীতে ছুলতান ফরূজ বিনে বর্কুক ছরকেশী (৭৯১—৮১৫) পবিত্র কাবা গৃহের চতুষ্পার্শে মযহব চতুষ্টয়ের জন্য চারিটি ভিন্ন ভিন্ন মুছল্লা নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন।
—বদ্‌রুত তালে, (২) ২৬পৃঃ। তখন হইতে এক আল্লাহ "ওয়াহ্‌দাহু লা-শরীকালহুর" দ্বীন এবং মুছলিম—জাতির প্রতিষ্ঠাকেন্দ্র—"কিয়ামাল্‌লিন্নাছ" (মায়েদা ৯৭) চারি[illegible]ক্ত হইয়া পড়িল। সাধক কবি রূমী ইছলাম জগতের এই ভয়াবহ চিত্র নিম্ন ভাষায় অংকিত করিয়াছেন:

دین حق را چار مذهب ساختند
رخنه در دین نبی انداختند

অর্থাৎ সত্যধর্মকে চারিটি মযহবে বিভক্ত করিলেন, নবীর দীনে বিপর্যয় ঘটাইয়া দিলেন!

সাড়ে পাঁচশত বৎসর পর আল্লাহর অনুগ্রহ ইংগিতে ছউদী আরবের সম্রাট ছুলতান আবদুল আযীয আলে-ছউদের রাজত্বকালে ১৩৪৩ হিজ্‌রীতে কাবার হরম হইতে এই জঘন্য বিদ্‌আৎ উৎপাটিত হইয়াছে। বর্তমান সময়ে পৃথিবীর সমুদয় মুছলিম আবার এক কেন্দ্রে একই জামাআতে মিলিত হইয়া নমায আদা করিতেছেন।

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

পবিত্র রামাযান সমাগমে

নিখিল বংগ ও আসাম জম্ঈয়তে আহ্লেহাদীছের আবেদন।

বেরাদরানে ইছ্লাম,

আছ্ছালামো আলায়কুম ওয়া রহ্মাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু—

সংযম ও সাধনার আহ্বান লইয়া বর্ষপরে আবার পবিত্র রামাযান আসিয়াছে। মগফেরতের সন্দেশ বহিয়া, রহমতের পশরা এবং মুক্তির বারতা লইয়া, বরকতের ডালি সাজাইয়া পাক রামাযান পুনঃ শুভাগমন করিয়াছে। বেহেশতের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে, জাহান্নামের ফটক অর্গলাবদ্ধ ও শয়তান শৃঙ্খলিত হইয়াছে, রহমতের ফেরেশতা দলে দলে আছমান হইতে ধরার ধূলিতে নামিয়া আসিয়া দুনিয়ার আদমসন্তানদিগকে ডাকিয়া বলিতেছেঃ হে পুণ্যাকাঙ্খীর দল, আগাইয়া আইস, হে অমঙ্গলের পূজারীবৃন্দ, সংযত হও! ছেয়াম শিক্ষা দিতেছেঃ দিবাভাগে পানাহার ও মৈথুন বন্ধ করিয়া, সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষণ প্রবৃত্তির প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়া, অহমিকার দম্ভ চূর্ণ করিয়া, লোভ ও লালসা সংবৃত করিয়া, হিংসা ও বিদ্বেষের কালিমা ধৌত করিয়া, অসদ্ভাব ও পাপক্রিয়ার আবর্জনা ভস্মীভূত করিয়া সংযম-সাধনা-উত্তীর্ণ শুদ্ধ ও বুদ্ধ মানুষে পরিণত হও! নামায, কোরআন পাঠ, তছবিহ তহ্লিল ও যেকরুল্লাহয় মশগুল থাকিয়া আল্লাহর যাত ও ছিফাতকে উপলব্ধির চেষ্টা কর এবং তাঁহার অনুগত ও কৃতজ্ঞ দাসগণের অন্তর্গত হও! ক্ষুধার যাতনা, পিপাসার কাতরতা নিজে উপলব্ধি করিয়া ব্যথিত, বঞ্চিত ও সর্বহারার বেদনা নিজ অন্তর দিয়া অনুভব কর, দুঃখীর নয়নাশ্রু নিজ হস্তে মুছিয়া দাও, দরিদ্র ও নিপীড়িতের অভাব মিটাইয়া দাও আর সহানুভূতি ও সংবেদনশীল হৃদয় গড়িয়া তোল!

রামাযানের এক মহিয়সী রজনীতে মানবের জীবন-পথের আলোকবর্তিকা, সঞ্জীবনী সুধা ও অমৃত নিস্যন্দীরূপে—মহিমান্বিত আলকোরআন এই ধরাধামে রহ্মতুললিল আলামীন মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল। রছুলুল্লাহ (দঃ) এই আলকোরআনের সাহায্যেই ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট পথচারীদিগকে সঠিক পথের সন্ধান দিলেন, উহারই পুণ্য মধুর পরশে মৃত জাতিগুলিকে জীবন স্পন্দনে জাগাইয়া তুলিলেন আর উহার ব্যাখ্যারূপী হাদীছের সাহায্যে মানুষের চলার পথকে অনন্তকালের জন্য সুনির্দিষ্ট করিয়া গেলেন!

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমাদের আযাদী লাভের পূর্বেও রামাযান আসিত, আযাদীর পরও নিয়মিত ভাবে আসিতেছে। দুইশত বৎসরের তাগুতি শাসনে আমাদের মন ও মস্তিষ্ক অধীনতা ও বিজাতীয় ভাবধারার বিষ বাষ্পে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। আমাদের আকিদা ও বিশ্বাস, নীতি ও আদর্শ, ব্যাষ্টি ও সমষ্টি জীবন, তহ্যিব ও তমদ্দুন, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি গয়ের-ইছলামী ভাবধারার বন্যায় ভাসিয়া যায়, পাশ্চাত্য ও হিন্দু সভ্যতার বাহ্যিক চাকচিক্য আমাদের চোখ ঝলসাইয়া দেয়। আশা ছিল, স্বাধীন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আমাদের আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া আসিবে, আমরা আমাদের ক্ষুদ্রতা ও হীনমানসিকতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া আপন গৌরবোজ্জ্বল আদর্শের কদর করিতে শিখিব এবং নিজেদের জীবনকে উক্ত আদর্শের ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইব। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয় নাই। স্বাধীনতা আমাদের অনেকের মধ্যে সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার বান ডাকিয়া আনিয়াছে, প্রবৃত্তিপরায়ণতা ও আত্মসর্বস্বতার মারাত্মক ব্যাধিকে মড়কের মত সংক্রামিত করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের রাজনীতি হিংসা ও বিদ্বেষের কারখানায় পরিণত হইয়াছে। সমাজ ও ব্যক্তিজীবন মারাত্মকভাবে কলুষিত, সর্বত্রই সুবিধা ও স্বার্থের খেলা, অক্ষমের প্রতি নির্যাতন, দুঃস্থ মানবতার ক্রন্দনরোল! ধর্ম এবং চরিত্রের এই বিকৃতি পৃথিবীতে বারম্বর এই ভাবেই ঘটিয়াছে এবং উহার প্রতিরোধের ভার রছুলুল্লাহ (দঃ) একটি নির্দিষ্ট দলের উপর অর্পণ করিয়াছেন। পৃথিবীর গতি যে মুখীই হউক না কেন, নূতন নূতন ভাবধারা ও কাল্পনিক মতবাদ জগৎকে প্লাবিত করুক না কেন, এই দলটী তজ্জন্য বিচলিত হইবে না। তাহাদের জয়যাত্রা চিরদিন সকল বাধাবিঘ্নকে দলিয়া মথিয়া আল্লাহ ও তদীয় রছুলের (দঃ) মনোনীত পথে চলিতে থাকিবে, তাহারা আল্লাহ, কোরআন ও তদীয় প্রেরিত রছুলের (দঃ) ছুন্নতের পরাজয় ঘটিতে দিবে না। সকল কল্পনা-বিলাস ও আদর্শবাদের দুঃস্বপ্নের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া তাহারা ইছলামের পতাকাকে উন্নত করিয়া তুলিবেই।

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জম্ঈয়তে আহ্লে হাদীছ এই পথেই বিশ্বাস-হারা, সন্দিগ্ধ, ও পথভোলা মুছলমানদিগকে আহ্বান করিতেছে। বিগত চারি বৎসর যাবৎ উহার মুখপত্র তর্জুমানুল হাদীছ, বাংলা, উর্দু ও ইংরাজিতে প্রকাশিত সময়োপযোগী পুস্তক-পুস্তিকা, সভা ও জলছা, কোরআন ক্লাস ও আলোচনা বৈঠক প্রভৃতির মাধ্যমে এই ভাবধারাকে চতুর্দিকে ছড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছে। অর্থ ও কর্মীর অপ্রতুলতায় কাজের বহুবিধ প্রোগ্রাম কার্যকরী করা সম্ভবপর হয় নাই। জম্ঈয়তের পৃষ্ঠপোষক, উৎসাহদাতা ও প্রেরণাদায়ক হযরত আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী ছাহেবের আকস্মিক মৃত্যু এবং জম্ঈয়তের সভাপতি-পরিচালক ও তর্জুমানুল হাদীছের সম্পাদক ছাহেবের দীর্ঘকাল প্রাণান্তকর পীড়ায় অসহনীয় দুর্ভোগের জন্যও কাজ যথেষ্ট ব্যাহত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দমিয়া গেলে চলিবেনা। নূতন উদ্যমে পূর্ণ উৎসাহে কাজ করিয়া যাইতে হইবে। এজন্য উৎসাহী কর্মীর যেমন প্রয়োজন অর্থের প্রয়োজন ততোধিক। তাই রামাযানের শুভ সমাগমে কোরাণ নাজেল হওয়ার পুণ্য পবিত্র মাসে এই তব্লিগী প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচাইয়া রাখার ও উহাকে শক্তিশালী করিয়া তোলার জন্য আমরা ইছলামী আদর্শের প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ মুছলিম ভ্রাতৃবৃন্দকে যাকাৎ, ফিৎরা, ছদ্কা ও উশরের প্রতিশ্রুত সিকি অংশ প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। ওয়াছ্ছালাম,

১লা রামাযান ১৩৭২ হিঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— সমুদয় টাকা কড়ি সরাসরি ভাবে নিখিল বংগ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লে-হাদীছের সেক্রেটারীর নামে সদর দফ্‌তর— পোষ্ট ও জিলা পাবনা ঠিকানায় মণিঅর্ডার যোগে প্রেরণ করা কর্তব্য। জমঈয়তের শীল মোহর যুক্ত মুদ্রিত রসিদ গ্রহণ করিয়া আদায়কারীগণের হস্তেও টাকা দেওয়া যাইতে পারে। সমুদয় আয়ব্যয়ের হিসাব কার্যকরী সংসদে মনযুর হইবার পর তর্জুমানুল-হাদীছে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়। **সেক্রেটারীর দস্তখত, জমঈয়তের নম্বর ও শীলমোহর যুক্ত নিজস্ব রসিদ ছাড়া** কাহারও হস্তে টাকা কড়ি প্রদান করিলে তজ্জন্য জমঈয়ত কোন ক্রমেই দায়ী হইবেনা।

দাঈয়ানে ইলাল্‌ খয়ের

রাজশাহী :

মোহাম্মদ হুছয়ন, বাসুদেবপুর
„ আব্বাছ আলী, হাঁসমারী
„ আবদুল হামিদ, এম, এল, এ
„ আবদুল আযীম আযীমুদ্দীন আয্‌হারী

দিনাজপুর :

„ আবদুল্লাহ ছালেককুড়ী
„ আবদুল মান্নান—আট্‌রাই
„ আবদুল কাদের—উদয়ধুল
„ আবদুল ওয়াজেদ জামালী

রংপুর :

„ যিয়ারতুল্লাহ
„ আবদুর রয্‌যাক
„ আবদুলবাকী আলমুহাজের
„ খিযরুদ্দীন
„ শাফাআতুল্লাহ

বগুড়া :

„ ওয়াক্‌কাছ
„ আবদুছ্‌ ছালাম
„ মুযাফ্‌ফর হুছয়ন

ঢাকা :

„ আরিফ এম, এ
„ কবীরুদ্দীন রহমানী
„ রঈছুদ্দীন মোল্লা (পাচগাও)
„ আবুল কাছেম রহমানী

পাবনা :

প্রফেসর হাছান আলী
মোহাম্মদ আছীরুদ্দীন

পাবনা :

মোহাম্মদ তোরাব আলী
খবীরুদ্দীন আহমদ
„ হামেদ আলী সরদার
„ রিয়াযুদ্দীন
„ আবদুছ্‌ ছুবহান
„ আখ্‌তারুয্‌যমান
„ শেখ ছুলায়মান
„ আলীমুদ্দীন
„ হাছান আলী বিশ্বাস
„ ইষিবর রহমান জোয়ার্দার
„ ইম্‌তিয়াজ আলী
„ আবদুল করিম
„ আকবর আলী খান
মোহাম্মদ আলী
„ ইছমাঈল মালিথা

কুষ্টিয়া :

„ আফ্‌ছারুদ্দীন আহমদ
„ কাযী আবদুল খালেক
„ আবদুল কুদ্দুছ বিশ্বাস

খুলনা :

আহমদ আলী
মোহাম্মদ মতীউর রহমান
„ আবদুছ ছালাম

ফরিদপুর :

„ আবদুর রয্‌যাক

যশোহর :

„ মুমতায আহমদ বি, এ

ময়মনসিংহ :

মোহাম্মদ যমীরুদ্দীন, বল্লা
„ রামাযান, সরিষাবাড়ী
„ আবদুন্‌নুর, দেলদুয়ার
„ ইউছুফ, বালীজুড়ি
„ কফীলুদ্দীন, গুয়াডাংগা
„ আবদুল গণি, সরিষাবাড়ী
„ বাহাউদ্দীন, সাতপোয়া

ত্রিপুরা :

„ আহ্‌ছানুল্লাহ
„ ছলীমুদ্দীন,

নিখিল বংগ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীছ :

মোঃ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কোরায়শী,
প্রেসিডেণ্ট
মোহাম্মদ মওলাবখ্‌শ নদ্‌ভী
আহমদ আলী মিঞা
যিল্লুর রহমান আন্‌ছারী
আবদুল ওয়াহেদ ছলফী
আবদুল হক হক্কানী

মোঃ আবদুর রহমান
বি, এ, বি, টি
সেক্রেটারী—
নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীছ,
সদর দফতর :
পাবনা।

www.ahlehadeethbd.org

الجمعية العالية لأهل الحديث في بنجالة وآسام

নিখিল বংগ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহ্‌লে-হাদীছ।

কার্যনির্বাহক সমিতি ও অর্গানাইজিং কমিটির যুক্ত সভা

বিগত ২২শে মে, ১৯৫৩—মুতাবিক ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০ সাল শুক্রবার বা'দ জুমা' নিখিল বংগ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহ্‌লে-হাদীছের কার্যনির্বাহক সমিতি এবং স্থানীয় অর্গানাইজিং কমিটির এক যুক্ত অধিবেশন জম্‌ঈয়তের সদর দফতর সন্নিহিত জামে মছজিদে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। জম্‌ঈয়তের স্থায়ী প্রেসিডেন্ট জনাব হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কোরায়শী ছাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভায় প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন, তন্মধ্যে ওয়ার্কিং কমিটির নিম্নলিখিত সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন: জনাব মওলানা মোহাম্মদ মওলা বখ্‌শ নদভী, জনাব প্রফেসর মওলানা হাসান আলী, জনাব মওলানা যিল্লুর রহমান আনছারী, জনাব আলহজ্জ হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কোরায়শী, জনাব আলহজ্জ শেইখ আফযল হুছয়ন, জনাব আহমদ আলা মিঞা, মোহাম্মদ আবদুর রহমান।

ঢাকার (বংশাল) হাফেয মৌলবী মোহাম্মদ ওমর এবং টাঙ্গাইলের অন্ধ হাফেয জনাব মোহাম্মদ মোযাফ্‌ফর হুছয়ন ছাহেবান কর্তৃক কোরআন পাঠের পর সেক্রেটারী ছাহেব জম্‌ঈয়তের বিগত দেড় বৎসরের কার্যাবলীর রিপোর্ট ও হিসাব নিকাশ পেশ করার জন্য দণ্ডায়মান হন। তিনি সর্বপ্রথম বিগত ৪ঠা জানুয়ারীর আয়োজিত জম্‌ঈয়তের মহাগুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক অধিবেশন এবং তব্‌লীগে ইছলামের মহাসম্মেলন যে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আকস্মিকভাবে শেষ মুহূর্তে স্থগিত রাখিতে হয় তাহার উল্লেখ করেন। পূণ্যস্মৃতি মরহুম হযরত আল্লামা মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী ছাহেবের মহাপ্রয়াণে জম্‌ঈয়তের অপূরণীয় ক্ষতির কথা বর্ণনাপূর্বক কমিটির তরফ হইতে তিনি গভীর দুঃখ প্রকাশ এবং দরগাহে এলাহী তাঁহার জন্য মগ্‌ফেরৎ ও পরলোকগত আত্মার অনন্ত শান্তি কামনা করেন।

অতঃপর সেক্রেটারী ছাহেব ১৯৫৩ সনের—কার্যাবলীর উল্লেখ করেন এবং ১৯৫৩ সনের বিগত ৫।৬ মাসের কার্যে গতিমন্থরতার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখান। তিনি বলেন, ১৯৫২ সনের শুরু হইতেই জম্‌ঈয়তের প্রেসিডেন্ট শ্রদ্ধেয় জনাব হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী ছাহেব তাঁহার পুরাতন অম্লপিত্তশূলের প্রচণ্ড বেদনায় ঘন ঘন আক্রান্ত হইতে থাকেন এবং তৎসহ চক্ষুপীড়ার নূতন কষ্ট ও অসুবিধায় পতিত হন। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও জম্‌ঈয়তের আদর্শের প্রচার এবং সাধারণের সহিত জম্‌ঈয়তের সাক্ষাৎ যোগাযোগ স্থাপন প্রয়াসে তিনি বৎসরের প্রথম দিকে দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা ও ময়মনসিংহের ১০টি বিরাট সভায় যোগদান, কতিপয় কর্মী সংলনে বক্তৃতা প্রদান এবং আলাপ আলোচনার মারফত সর্ব সাধারণের উৎসাহ জাগ্রত করার চেষ্টা করেন। বিশেষ করিয়া শারীরিক নানাবিধ অসুবিধা অগ্রাহ্য করিয়া ২৭শে চৈত্র, (১৩৫৮ সন) তিনি—জম্‌ঈয়তের অন্যতম মুবাল্লেগ মত্তঃ যিল্লুর রহমান আনছারী ছাহেব সহ ঝাউডাঙ্গা বন্দরে খুলনা-যশোর আহ্‌লে-হাদীছ সম্মেলনে যোগদান ও সভাপতিত্ব করেন। তাঁহারই চেষ্টায় স্থানীয় জম্‌ঈয়তে উলামা তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া নিখিল বঙ্গ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহ্‌লে হাদীছের সহিত সম্পূর্ণ নিয়মমাফিক সংযুক্ত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

খাস পাবনা সহরে জম্‌ঈয়তের তরফ হইতে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সভার আয়োজন করা হয়। তন্মধ্যে ২১ শে এপ্রিল, (১৯৫২) ইকবাল দিবসে মহাকবির অমর অবদানের আলোচনা এবং ৩০শে জুলাই ইছলামী রাষ্ট্রবিধানের দাবীতে অনুষ্ঠিত বিরাট এবং পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত দুইটি সভা বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। প্রথমোক্ত সভায় বাংলা ও উর্দু ভাষায় আলোচনায় অংশ গ্রহণকারীদের শ্রেষ্ঠ ৩ জনকে জম্‌ঈয়তের তরফ হইতে রৌপ্য পদক প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় সভায় প্রত্যেক দল ও মতের বিশিষ্ট

www.ahlehadeethbd.org

প্রতিনিধি যোগদানপূর্বক ইছলামী রাষ্ট্রবিধানের দাবীকে জোরদার করিয়া তুলেন এবং ইছলামী দছতুর সম্বন্ধে চরম বক্তব্য কতিপয় প্রস্তাবাকারে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেন। পুস্তিকারে আমাদের দাবীগুলি প্রকাশ করিয়া চতুর্দিকে প্রচার করা হয়। ফলে দাবীর পিছনে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বলিষ্ঠ জনমত গঠিত এবং সভাসমিতিতে উহার সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত ও কর্তৃপক্ষের নিকট উহা প্রেরিত হয়।

১৯শে সেপ্টেম্বর, ৫২ সন পাবনা জিলা আঞ্জুমানে ইছলাহুল মুছলেমীনের এক মহতি কন্ফারেন্সে জম্ঈয়ৎ সেক্রেটারী "ইছলামে নারীর স্থান" শাখার সভাপতি রূপে একটি লিখিত অভিভাষণ প্রদান করেন। উক্ত ভাষণ আঞ্জুমান কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়।

গত ১৯৫২ সনে জম্ঈয়তের পক্ষ হইতে—'ইছলামী রাষ্ট্র বিধানের দাবী' ছাড়া 'ঈদে কোররান' 'আদর্শ দীনিয়াত', এবং রাষ্ট্র ভাষা সম্পর্কে বাংলা, ইংরাজী ও উর্দুতে যথাক্রমে 'ভাবিয়া দেখা কর্তব্য,' The Problem of the Day, ایک لمحۂ فکریۃ নামক কতিপয় পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। শেষোক্ত পুস্তিকাত্রয় দেশের এক শ্রেণীর যুবক মনে কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি করিলেও প্রকৃত চিন্তাশীল —এবং ইছলামের খাঁটী সেবকবৃন্দের অন্তরে রাষ্ট্র ভাষা সম্পর্কে উর্দুর সপক্ষে উহার যুক্তিপূর্ণ ও প্রামাণ্য আলোচনা যথেষ্ট চিন্তার খোরাক সরবরাহ করে এবং তাঁহাদের চিন্তাবৃত্তিকে আলোড়িত করিয়া তোলে। হুজুগপ্রমত্ত ও উত্তেজনা পূর্ণ পরিবেশে সুস্থ চিন্তার এই পথ প্রদর্শন বিভিন্ন মহলকে কর্তব্যসজাগ ও উৎসাহদীপ্ত করিতে যথেষ্ট সহায়তা করে যাহার ফলে বিভিন্ন দিকে নূতন করিয়া এসম্বন্ধে যুক্তি পূর্ণ আলোচনার সূত্রপাত হয়। এই ব্যাপারে জম্ঈয়তের প্রেসিডেন্ট যে সৎসাহসের পরিচয় দেন তজ্জন্য তিনি দেশের বিভিন্ন মহল হইতে অকুণ্ঠ অভিনন্দন প্রাপ্ত হন। ایک لمحۂ فکریۃ "পাছবান" ও "কওমী যবান" পত্রিকাদ্বয়ে পুনর্মুদ্রিত হইয়া পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানে প্রচারিত হয়। পূর্ব বাংলার উর্ধতম কর্তৃপক্ষ আমাদের উক্ত প্রকাশিত পুস্তিকাগুলি বিনা মূল্যে গ্রহণ করিয়া কোন কোন মহলে — বিতরণ করেন। সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট ছাহেব কর্তৃক লিখিত "ছেয়ামে রামাযান" নামক একখানা পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

দেশের দুই অংশে—পূর্ব পাকিস্তান জম্ঈয়তে আহলে হাদীছ এবং পশ্চিম পাকিস্তান জম্ঈয়তে আহলে হাদীছ নামে পুরাতন ও প্রতিষ্ঠাবান দুইটি জম্ঈয়ৎকে উপেক্ষা ও অতিক্রম করিয়া করাচীতে অল্ পাকিস্তান আহলে হাদীছ কন্ভেনশন আহ্বান এবং ভৌগলিক ব্যবধানের প্রশ্ন ও অসুবিধা সমূহের কথা অবহেলাপূর্বক একটি নূতন নিখিল পাকিস্তান জম্ঈয়ৎ গঠনের যে অপচেষ্টায় করাচীর এক শ্রেণীর আহলেহাদীছগণ অবতীর্ণ হন এবং উহার প্রস্তাবিত একটি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্য আমাদের প্রেসিডেন্ট ছাহেবকে পুনঃ পুনঃ যে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয় সে সম্বন্ধে গভীরভাবে বিবেচনা এবং কমিটীর সহিত পরামর্শপূর্বক তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন এবং উহা জামা'তের সংহতির পক্ষে ক্ষতিকারক বলিয়া জানাইয়া দেন। এ সম্পর্কে মওলানা ছাহেবের যুক্তিপূর্ণ জওয়াব ও ওয়ার্কিং কমিটীর সিদ্ধান্ত পশ্চিম পাকিস্তানের কতিপয় উর্দু কাগজে প্রকাশিত হয়। কমিটীর সিদ্ধান্ত উর্দু পোষ্টারে ছাপাইয়াও বিভিন্ন স্থানে প্রচার করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তান জম্ঈয়তে আহলে হাদীছ এবং সংশ্লিষ্ট জনগণ পূর্ব পাকিস্তান জম্ঈয়তের এই কার্যের সপ্রশংস সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

জম্ঈয়তের মুবাল্লেগ মওঃ আবদুল হক হক্কানি, মওঃ আবু সাঈদ মোহাম্মদ, মওঃ মতীয়ুর রহমান খান, মওঃ হিল্লুর রহমান আনছারী, মওঃ রহীম বখ্শ প্রভৃতি সকলেই বৎসরের প্রথমদিকে পাবনা, রঙ্গপুর, বগুড়া, রাজশাহী, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জিলাগুলিতে জম্ঈয়তের আদর্শের প্রচার এবং অর্থ সংগ্রহ ও তর্জুমানের গ্রাহক সংগ্রহের কাজে লিপ্ত থাকেন। কিন্তু বছরের শেষের দিকে নানারূপ বিপদাপদে প্রায় সকলেরই কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হইয়া যায়। মওঃ আবদুল হক ছাহেব পাসপোর্ট-ভিসা প্রথার প্রবর্তনের পূর্বেই আপন দেশ মুর্শীদাবাদ চলিয়া যান, মওঃ মতীয়ুর রহমান ও মওঃ আবু সাঈদ ছাহেব দীর্ঘ রোগভোগে শয্যাশায়ী থাকিতে বাধ্য হন—তন্মধ্যে দ্বিতীয় জন নিরুপায় হইয়া কার্য পরিত্যাগ করেন। বাকী দুইজনও নানাবিধ অন্তরি... কার্যে

www.ahlehadeethbd.org

বেশীদূর অগ্রসর হইতে অক্ষম হইয়া পড়েন।

অন্যদিকে জনাব প্রেসিডেন্ট হযরত মওলানা ছাহেব গত ঈদুল আয্‌হার কয়েকদিন পূর্বে এবং পরে ঠিক ঈদের দিবসে হৃদরোগের আকস্মিক প্রচণ্ড আক্রমণে মরণাপন্ন অবস্থায় উপনীত হন। কিছুটা সুস্থ্য হওয়ার পরও ডাক্তারগণ চলাফেলা এবং কাজ কাম সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার পরামর্শ দেন। অম্লপিত্ত-শূলের বেদনা আবার ঘন ঘন হইতে আরম্ভ করে। ঠিক এই অবস্থায় ১লা ডিসেম্বর বুজর্গ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আকস্মিক তিরোধান ঘটিয়া যায়! অতঃপর শোকা-হত কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্কটাপন্ন অবস্থা এবং মৃত্যুর দুয়ার হইতে আল্লাহর ফযল ও করমে তাঁহার ফিরিয়া আসার কথা তর্জুমানের পৃষ্ঠা ও দোওয়ার আবেদন সমূহের মারফত সকলেই অবগত আছেন।

ইতিপূর্বে পাসপোর্ট প্রথা চালু হওয়ারও যথেষ্ট আগে প্রেস ও তর্জুমানের ম্যানেজার জনাব মোঃ মেরাফত হুসেন ছাহেব বিদায় গ্রহণ করেন। এরূপ অবস্থায় জমঈয়ৎ, প্রেস ও পত্রিকার যাবতীয় কাজ যেন-তেন-প্রকারেণ চালু রাখার জন্য একজন সহ-কারীর পূর্ণ এবং একজন মুবাল্লিগের সাময়িক সহ-যোগিতায় সেক্রেটারীকে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতে হয়। জনসাধারণের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষার তাকীদে সে রাজশাহী জিলার বাসুদেবপুর ও রাজশাহী শহরে রাণীনগরে তবলিগী জলসায় এবং রঙ্গপুর জিলায় জুমারবাড়ী উলামা সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান এবং প্রথম ও শেষোক্ত সভা দুইটিতে সভাপতিত্ব করে। প্রত্যেকটি সভায় অন্যান্য বিষয়ের সহিত জমঈয়তের আদর্শ ও কার্যাবলীর পরিচয় এবং পত্রিকার গ্রাহকবৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়।

২৪শে এপ্রিল (১৯৫৩) জমঈয়তের উদ্যোগে পাবনা টাউন হলে অমর কবি ইক্‌বালের ইয়াদগার সভা অনুষ্ঠিত হয়। জমঈয়তের সেক্রেটারী এবং মুবাল্লেগ মওঃ যিল্লুর রহমান আনছারী কবির জীবনী আলোচনা করেন। সভাপতির অভিভাষণে জনাব মওঃ আবদুল্লাহেল কাফী ছাহেব রুগ্নাবস্থায় দৃপ্ত কণ্ঠে জাতীয় জাগরণ ও ইছলামের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় মহাকবির বিশিষ্ট অবদানের কথা উল্লেখ করেন। সভায় কতিপয় কবিতা ও প্রবন্ধও পঠিত হয়।

ইছলামের খ্যাতনামা ব্যাখ্যাতা ও চিন্তাশীল লেখক হযরত মওলানা আবুল আ'লা মওদুদী ছাহে-বের উপর মার্শাল কোর্ট মৃত্যুদণ্ড এবং অতঃপর উহার পরিবর্তে ১৪ বৎসরের সশ্রম কারাভোগের যে দণ্ড প্রদান করেন ১৫ই মের জমঈয়তের এক সভায় উহার নিন্দা করিয়া উক্ত আদেশ নাকচের জন্য কর্তৃ-পক্ষকে অনুরোধ জানান হয়। জমঈয়তের সভাপতি ছাহেব তাঁহার পৃথক বিবৃতিতে এই দীর্ঘ কারাভোগ-কে প্রাণদণ্ড অপেক্ষাও মারাত্মক ও দুঃখজনক বলিয়া অভিহিত করেন।

জমঈয়তের কার্যাবলীর বিবরণ দানের পর সেক্রেটারী ছাহেব জমঈয়ৎ ও প্রেস ফণ্ডের গত দেড় বৎসরের আয় ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপিত করেন। যথা নিয়ম উহা গৃহীত হয়। (১৪২।৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অতঃপর জমঈয়তের সভাপতি ছাহেব গত বৎস-রের তুলনায় এবৎসরের কার্যাবলী ও আদায়ের দুরবস্থা পর্যালোচনা করিয়া সকলকে ভবিষ্যতে অধিকতর কর্তব্যসজাগ এবং তৎপর হওয়ার জন্য আবেদন জানান। মওলানা ছাহেবের দীর্ঘস্থায়ী নিদারুণ অসুস্থ্যতার জন্যই যে বিগত কয়েক মাসের কার্য তৎপরতা যথেষ্ট ব্যাহত এবং তর্জুমানের সুষ্ঠু সম্পাদনায় অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করেন। আল্লাহর অপার অনুগ্রহে তিনি এখন উত্তরোত্তর আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতে-ছেন এবং সদর দফতরে অবস্থান পূর্বক জমঈয়ত ও পত্রিকার কার্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দ্বিবিধ উপায়েই সহায়তা করিতে সক্ষম হইতেছেন এবং আল্লাহ তওফিক দিলে আগামী ২।৩ মাসের মধ্যেই পূর্ণ উদ্যমে কার্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে পারিবেন এই আশায় সকলেই সান্ত্বনালাভ ও আনন্দঅনুভব করেন।

সর্বশেষে জনাব প্রেসিডেন্ট ছাহেবের বর্তমান আর্থিক অবস্থার বিবেচনায় চিকিৎসা প্রভৃতি বাবদ কমিটি জমঈয়ত হইতে তাঁহাকে এককালীন ১০০০ টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেন কিন্তু জনাব মওলানা ছাহেব হাসিমুখে জমঈয়তের স্বার্থ ও কল্যাণের দিকে লক্ষ রাখিয়া উক্ত অর্থ গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।

www.ahlehadeethbd.org

নিখিল বঙ্গ ও জমঈয়তে আহ্‌লে-হাদীছ

১৯৫২ সনের জানুয়ারী হইতে নভেম্বর পর্যন্ত আয় ব্যয়ের হিসাব

আয়—

১।	ফিৎরা—	৫১৭৭৲
২।	কোরবানী—	৮৩২৷৷৵০
৩।	যাকাৎ—	২৪২৬৶০
৪।	ওশর—	১৭৭৸০
৫।	এককালীন দান—	২২৮৲৫
৬।	মাসিক চাঁদা—	২১৪৷৷০
৭।	বাবদ অজ্ঞাত—	৩১৩৲১০
৮।	ছদকা প্রভৃতি—	৩৯৷৷৵০
৯।	সভার জন্য আদায়—	৪৩২৵১০
১০।	প্রেসের ইজারাধীন বাঁশ বাজারের আয়	১০০৲
১১।	অন্যান্য—	২৭৵০
	মোট—	১২০২২৷৷৶১৫

ব্যয়—

১।	বেতন—	৪১৲৭৷৷০
২।	কমিশন—	৪৭৫৸৵০
৩।	রাহা খরচ—	৫৫০৲১৫
৪।	কাগজ ও খাতা এবং পুস্তিকা বাঁধাই	১৭৭৸৶০
৫।	ষ্টেশনারী—	১৬৸৶০
৬।	উর্দু ছাপা খরচ—	১৩৲১০
৭।	ডাক খরচ—	২৬৪৸৫
৮।	পত্রিকা—	১৭২৶০
৯।	মেহমান (১৯৪৯—৫২) ও রোজাদার (৫১, ৫২) পরিবেশন বাবদ—	১০৮৭৸৶০
১০।	সভার খরচ—	১০৮২৷৷৶১৫
১১।	মছজিদ মেরামত বাবদ দান—	১০০৲
১২।	বিবিধ—	১৮৸০
		৮১৯২৷৷৶৫

১৯৫২ সনের ডিসেম্বর হইতে ১৯৫৩ সনের মে (২১শে মে) পর্যন্ত

আয়—

১।	ফিৎরা—	১৭৫৲
২।	কোরবানী	৬৮৶০
৩।	যাকাৎ—	১৫৲
৪।	ওশর—	৫৫৲
৫।	একাকালীন—	৪৬৸০৶
৬।	মাসিক—	৯২৲
৭।	বাবদ অজ্ঞাত—	৬০৲
৮।	ছদকা—	৩৲
৯।	সভার জন্য চাঁদা—	১২৫৭৸৵১৫
		১৭৭১৸৶১৫

ব্যয়—

১।	বেতন—	১৫৩৯৷০
২।	কমিশন—	১৬৵৶০
৩।	রাহা খরচ—	৬২৶০
৪।	কাগজ ও খাতা—	১২৸০
৫।	ষ্টেশনারী—	২৷৷০
৬।	মেহমান—	৯৷৷৶০
৭।	ডাক খরচ—	৮০৶০
৮।	পত্রিকা—	৬৮৷৵০
৯।	সভার জন্য—	৪১৮৷৷৶০
১০।	অন্যান্য—	১৷০
		২২১১৶০

সভার জন্য আদায় বাদ দিলে ৬ মাসে মোট আদায় দাঁড়াইবে মাত্র ৫১৪৸৶০ আর সভার খরচ বাদে ব্যয় দাঁড়াইবে ১৭৯২৷৷৵০। অথচ গত বৎসর ঠিক এই সময়ের আদায় ছিল ৩৫৯৬৶১০ আর এর মধ্যে জনাব প্রেসিডেন্ট ছাহেবের আদায়ই ছিল অর্ধেকের বেশী—১৮৬৩৶১০। বিভিন্ন জলসায় যোগ-দানের ফলে তিনি যে টাকা প্রাপ্ত হন তাহার পরিমাণই এক হাজারের উপর এবং তার সমস্তটাই তিনি জমঈয়ত ফণ্ডে প্রদান করেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আল-হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস

১৯৫১ সনের ডিসেম্বর হইতে ১৯৫২ সনের নভেম্বর পর্যন্ত আয় ব্যয়ের মোটামুটি হিসাব—

আয়		ব্যয়	
১। পুরাতন টাইপ প্রভৃতি বিক্রয়—	৪৫৩।৵০	১। নূতন টাইপ প্রভৃতি ক্রয়—	৯৪০৷৷৶৫
২। প্রিন্টিং চার্জ—	১৫৭৪৸৶১০	২। প্রেস গৃহের মেরামত—	৪৬৸৶০
৩। পুস্তক বিক্রয়—	২৭১৸৶০	৩। আসবাব পত্র ক্রয় ও মেরামত—	৯৮৶০
৪। (ক) তর্জুমান বিক্রয়, নগদ—	১৬২৲	৪। কাগজ ক্রয়—	২৪৬৭।৵০
(খ) গ্রাহক বাবদ—	৬৬২৭৸৵১০	৫। কালি ক্রয়—	১৩৬।৵০
৫। এককালীন দান- -	৬০৪।৵৫	৬। কর্মচারীগণের বেতন ও দফতরীর আজুরা—	৫২৬৫৸৵১০
৬। জমঈয়ৎ ফণ্ড হইতে ধার—	১১৩৩।৶১০	৭। ডাক খরচ—	৬৩০৵০
৭। পত্রিকার বিজ্ঞাপন বাবদ—	৪৯৫৲	৮। সংবাদ পত্র—	৯১৲
		৯। ষ্টেশনারী—	২৬৸১০
		১০। সোডা, কেরোসিন, খড়ি, মর্বিল অয়েল, প্রভৃতি	৯৭৸১০
সর্ব মোট আয়—	১১৩২২৸৵ ৫	১১। বিবিধ—	৯৫৩৷৷৵৫
		(বাসা ভাড়া, লাইট চার্জ, মিউনিসিপাল ও এডভারটাইজমেণ্ট ট্যাক্স হ)	
সর্ব মোট ব্যয়—	১০৭৫৪৷৷৵১০		
উদ্বৃত্ত—	৫৬৮।৫		১০৭৫৪৷৷৵১০

লক্ষ করার বিষয়, জমঈয়ৎ ফণ্ড হইতে ১১৩৩।৶১০ ধার লওয়ার ফলেই ৫৬৮।৫ উদ্বৃত্ত থাকিতেছে।
এই ধার না লইলে আয় অপেক্ষা ব্যয় দাঁড়াইত— ৫৬৫৵৫ বেশী

১৯৫২ সনের ডিসেম্বর হইতে ১৯৫৩ সনের মে (২শে মে) পর্যন্ত আয় ব্যয়ের হিসাব

আয়		ব্যয়	
১। প্রিন্টিং চার্জ—	৫৬৩৲	১। কাগজ ক্রয়—	১০৭৯৸০
২। পুস্তক বিক্রয়—	৯৩৲	২। কালি ক্রয়—	৫৪।০
৩। তর্জুমান নগদ বিক্রয়—	৩১।০	৩। কর্মচারীদের বেতন ও দফ্‌তরির আজুরা—	১৫৭১।১০
৪। ,, গ্রাহক বাবদ—	২২১৩।৵১০	৪। আসবাব মেরামত—	২ ০
৫। বিজ্ঞাপন বাবদ—	৩০৲	৫। ডাক খরচ—	২৪৭।৶১০
৬। কাগজ বিক্রয়—	৫৸৶০	৬। সংবাদ পত্র —	৩৮৸৶১০
		৭। ষ্টেশনারী—	১২৷৷৶১০
মোট আয়—	২৯৬২৸৶১০	৮। সোডা, কেরোসিন, মর্বিল, খড়ি প্রভৃতি—	৪০৸৶১০
পূর্ব উদ্বৃত্ত—	৫৬৮।৫	৯। মিউনিসিপাল ট্যাক্স—	৭৸৵০
		১০। বাসা ভাড়া বাবদ—	১২০৲
সর্ব মোট আয়—	৩৫৩১।১৫	১১। লাইট চার্জ—	৪৯৶১০
সর্ব মোট ব্যয়—	৩২৬২।০	১২। এড্‌ভারটাইজমেণ্ট ট্যাক্স	২৷৷০
		১৩। বিবিধ—	৩৪৸৶০
উদ্বৃত্ত—	২৬৯।১৫	মোট—	৩২৬২।০

মোঃ আবদুর রহমান, সেক্রেটারী, নিখিল বংগ ও আসাম জমঈয়ৎ আহলে-হাদীছ।

www.ahlehadeethbd.org

সাময়িক প্রসঙ্গ

রামাযানের শিক্ষা ও ঈদের ছওগাত :

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত—আল্লাহর যাবতীয় সৃষ্টির সেরা জীব সে। কিন্তু সকল অবস্থায় নহে। দেবত্ব ও পশুত্বের অপূর্ব সংমিশ্রণে মানুষের পয়দা-য়িশ। সংযম ও সাধনার সাহায্যে পশুত্বকে অবনমিত ও দেবগুণের উৎকর্ষতা সাধন করিয়া মানুষ আল্লাহর সান্নিধ্যে সদা-অবস্থান-রত ফেরেশতা অপেক্ষাও— শ্রেষ্ঠতর ও মহত্তর স্থানে উপনীত হইতে পারে। আবার খাহেশিয়তের পূজা করিয়া—প্রবৃত্তির ক্রীত-দাসে পরিণত হইয়া সে পশুতে পরিণত এমন কি তদপেক্ষাও অধঃস্থলে নামিয়া যাইতে পারে! মানুষ যাহাতে এই পশুত্বের অভিশাপ হইতে রক্ষা পাইতে এবং দেবত্বের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হইতে পারে খালেক ও মালেক আল্লাহ রব্বুল আলামীন উহার বহুবিধ ব্যবস্থা বাৎলাইয়া দিয়াছেন। মাহে রামা-যানে ছিয়ামের সাধনা এই দেবত্বগুণ অর্জনের শ্রেষ্ঠতম উপায়।

যাহারা এই মহিমান্বিত মাসের দিবা ভাগে পানাহার ও মৈথুনে সংযম অভ্যাস করিয়া এবং মিথ্যাকথন ও গর্হিত আচরণ হইতে নিজেদের নিবৃত্ত রাখিয়া সারা বছরের জন্য দেহকে বিশুদ্ধ রাখার যোগ্যতা অর্জন করিতে পারিল—চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, হস্ত ও পদকে প্রয়োজনানুসারে সংযত রাখার শিক্ষা গ্রহণ করিল, মনকে শাসনে রাখিয়া উহার লোভ ও লালসা, হিংসা ও ক্রোধ, বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা, সঙ্কীর্ণতা ও কপটতা প্রভৃতিকে দমিত রাখিতে পারিল এবং ছব্‌র ও মাওয়াছাত—সহনশীলতা ও সহৃদয়তার সুবৃত্তি দুইটির পূর্ণ বিকাশের দ্বারা অহমিকার দম্ভ ও আত্মপূজার প্রতীম ঠাকুরকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ব্যথিত ও বঞ্চিত মানবতার সীমাহীন দুঃখ, আর্ত ও ক্লিষ্ট জনতার বুকফাটা বেদনা আপনার অন্তর দিয়া অনুভব করিতে শিখিল আর তাদের অশ্রুসজল চোখকে আপন বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা মুছাইয়া দিবার জন্য প্রাণভরা দরদ লইয়া আগাইয়া আসিল এবং সর্বোপরি আপন 'খুদি'কে সমুন্নত করিয়া খোদার প্রতিনিধিত্বের—মহান দায়িত্বগুলিকে প্রতিপালনের যোগ্যতা অর্জন করিতে সক্ষম হইল, রামাযানের সুদীর্ঘ ছিয়াম তাদেরই জন্য সার্থক হইল— রহমত ও মাগফিরতের পুণ্য পশরা তারাই অঞ্জলী ভরিয়া গ্রহণ করিতে সক্ষম হইল, অগ্নির শাস্তি হইতে মুক্তির প্রতিশ্রুতি তাদেরই জন্য পূর্ণ হইল— সুতরাং দীর্ঘ উপবাসের পর ফিৎরের দিবসে প্রতীক্ষমান আনন্দোৎসব—জশন মোবারককে খোলা মন লইয়া তাহারাই উপ-ভোগ করার অধিকারী হইল! আমরা এই বারের অজানিত এই ভাগ্যবান খোশনছিব্‌দিগকে পূর্বাহ্নেই মোবারকবাদ জানাইয়া রাখিতেছি।

কিন্তু প্রবৃত্তিকে বশীভূত, ভোগলিপ্সাকে সংযত, মানুষের উপর অবিচার ও অত্যাচারের নীতিকে পরিহার, ছব্‌র ও মাওয়াছাত— ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা, সহানুভূতি ও সহৃদয়তার যে পবিত্র দীক্ষা গ্রহণ করার জন্য প্রতি বৎসর রামাযান আকুল আহ্বান জানাই-তেছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যাহারা পেটের সেবায় মশগুল রহিল অথবা পেটকে ভুখা রাখিয়া মনের বাসনাকে যদৃচ্ছপূরণ করিল এবং রামাযান অবসানে ঈদের পুণ্য দিবসে নিজেরা পেট ভরিয়া খাইল, চর্বচুষ্যলেহ্যপেয় ভূরিভোজনে বড় লোক-দিগকে আপ্যায়িত করিল, আর রোগ ক্লিষ্ট ভুখা ভিখা-রীকে, পিতৃহারা অনাথ ইয়াতীমকে এবং স্বামী-হারা দুঃস্থ বিধবাকে দূর হইতে কর্কশকণ্ঠে হাঁকাইয়া দিল, প্রতিবেশীর ভগ্নকুটিরের ভাঙ্গা চুলায় আগুন জ্বালাইবার ব্যবস্থাও [illegible] নিজের ও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পরিবারের সকলের জন্য সুদৃশ্য দামী পোষাকের ব্যবস্থা করিল আর পাশের বাড়ীর ছিন্নবস্ত্র ইয়াতীমের একখানা সাধারণ জামার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করিলনা, রামাযান তাদের উপর রহমতের পরিবর্তে লানতের বোঝাই চাপাইয়া দিবে, মাগফেরাতের—পরিবর্তে গযবের বাতাই শুনাইয়া দিবে, মুক্তির শুভ সন্দেশের পরিবর্তে শাস্তির অভিশাপকেই উপহার প্রদান করিবে। ঈদ তাহাদের জন্য প্রকৃত উৎসবের দিন নয়, আনন্দের দিন নয়—শোকের দিন—মাতমের দিন!

আল্লাহর দরগাহে আমাদের বিনীত আরয, আমাদের রামাযান আমাদের জন্য কল্যাণপ্রসূ হোক.--আমাদের ছেয়ামব্রত সার্থক হোক, আমাদের ঈদ শুভ হোক!

মঙ্গলধারক বরকতবাহক পবিত্র ঈদে রামাযান সাম্য ও মৈত্রি, ইখ্‌ওয়াত ও মাছাওয়াতের যে বেহেশ্‌তী ছওগাত লইয়া বেদনা-ক্লিষ্ট দুনিয়ায়, শেকায়েত-মুখর ধরণীর ধূলায় অল্প কয়েকদিন পরই নামিয়া আসিতেছে আমরা যেন আমাদের হৃদয়ের সমস্ত কালিমারাশি রামাযানের দাহিকা শক্তির সাহায্যে ভস্মীভূত করিয়া সেই শুভ পুণ্য প্রভাতে শুদ্ধ স্নাত দেহে, বৃদ্ধ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে উহাকে খোশ আমদেদ জানাইতে পারি! আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

আল্লামা ইকবাল স্মরণে

এবারও পাকিস্তান, মুছলিম জাহান এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ইকবাল স্মৃতি দিবস প্রতিপালিত হইয়াছে কিন্তু দুঃখের বিষয় উহাতে যথাযোগ্য সমারোহ ও প্রাণপ্রবাহের অভাব যেন পরিলক্ষিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানে এ সম্পর্কে প্রকাশিত রিপোর্টগুলির দিক নজর দিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, ইকবালকে বুঝিবার ও বুঝাইবার উৎসাহে যেন কিছুটা ভাটা পড়িয়া গিয়াছে, অন্যদিকে রবীন্দ্র নাথ প্রভৃতির জন্মতিথি ও মৃত্যু বার্ষিকী প্রতিপালনের দিকে ঝোঁক বাড়িয়াছে, কোথাও কোথাও উৎসাহের জোয়ার উত্থিত হইয়াছে। খাস ইকবালের আলোচনা সভা এবং প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াও আশান্বিত হওয়ার উপায় নাই। মহাকবির কাব্যবীণায় সদাঝংকৃত ইছলাম ও মুছলিম জাতির মর্ম সংগীত—মুছলমানদের প্রেরণার উৎস কোরআনে করীম এবং ছুন্নতে নববী সম্বন্ধে তাঁহার ধ্বনিত বাক্যের মুখর সুরগুলি কবির স্বপ্নালোক পাকিস্তানকে ইছলামী আদর্শে রূপায়িত করার জন্য যেরূপ গভীর ভাবে শুনার, বুঝার, আলোচনার এবং প্রচারণার প্রয়োজন ছিল তাহা হইতেছে কি? ইকবালের ইয়াদগার সভাসমূহে সরকারী কর্মচারী, নেতৃত্বাভিমানী ব্যক্তিবৃন্দ, ছাত্র যুবক ও জনসাধরণ দলে দলে যোগদান করেন না কেন? জাতীয় কবির প্রতি এই উৎসাহহীন মনোবৃত্তি আদর্শ-পরিচালিত অগ্রগামী জাতির জাগ্রতচিত্ততার পরিচয় চিহ্ন বহণ করে কি? সরকার পরিচালিত রেডিও ও পত্রিকা এবং প্রকাশিত প্রচার পুস্তিকা সমূহেও ইহার উপযুক্ত দ্যোতনা নাই কেন?

ইকবালের প্রচারিত জীবন দর্শন ও মহান শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে কেন্দ্রীয় আইন সভা কর্তৃক একটি কমিটী মনোনীত হয়। ১৯৫১ সালে উক্ত আইন সভার এক বিধান অনুযায়ী ইকবাল একাডেমি গঠিত হইয়াছে। করাচীতে এই একাডেমীর তত্ত্বাবধানে একটি লাইব্রেরী ভবনও নাকি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাম্প্রতিক এক সংবাদে প্রকাশ আগামী জুন মাসে ইকবাল একাডেমী কাউন্সিল গঠিত হইবে। আমাদের জিজ্ঞাস্য ঃ এই সব প্রচেষ্টা কি শুধু রাজধানী করাচীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিলেই ইকবালের শিক্ষার বহুল প্রচার ও ব্যাপক প্রসারের বাসনা পূর্ণ হইয়া যাইবে? কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের অনুরোধ বেসরকারী সহযোগিতায় পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ সহরে কেন্দ্রের সুগঠিতব্য একাডেমির শাখা প্রতিষ্ঠিত করা হউক। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সরকার আন্তরিকতার সহিত পূর্ণ আগ্রহ লইয়া আগাইয়া আসিলে জনসাধারণ উৎসাহের সঙ্গেই সাড়া দিবে।

শোক সংবাদ

ময়মনসিংহ জিলার টাঙ্গাইল মহকুমার দরানীপাড়া নিবাসী বহু বিদ্যায় পারদর্শী এবং বহুগুণে গুণান্বিত ধর্মপরায়ণ প্রবীণ আলেম জনাব আলহজ্ব মওলানা আবদুছ্‌ছালাম ছাহেব আর ইহ জগতে নাই! বিগত ৫ই বৈশাখ তিনি এই ফানী দুনিয়া হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়া স্থায়ী অনন্তধামে প্রস্থান করিয়াছেন (ইন্নালিল্লাহে ·····) বিগত শতকের বাংলার মুষ্টিমেয় প্রসিদ্ধ আলেমগণের অন্যতম হযরত মওলানা যিল্লুর রহীম ওরফে আকবর হুসেন ছাহেবের তিনি ছিলেন যোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র। বলিতে গেলে প্রবীন আলেমদের মধ্যে মরহুম মওলানা ছাহেবই ছিলেন শেষ ইয়াদগার। তাঁহার পরিণত বয়সের স্বাভাবিক মৃত্যু খুব বেদনাদায়ক এবং শোকাবহ না হইলেও অতঃপর নিজ দেশে তাঁহার

www.ahlehadeethbd.org

ন্যায় একজন উপযুক্ত আলেমের অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হইতে থাকিবে। আমরা মরহুমের শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গ ও মুরিদ মু'তাকেদগণের শোকে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি এবং পরলোকগত আত্মার মাগফেরৎ ও অনন্ত শান্তি কামনা করিতেছি। তর্জুমানের সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণের খেদমতে তাঁহার জন্য দোওয়ায় খায়রের আবেদন জানাইতেছি।

পরলোকে জনাব আবদুর রহমান সিদ্দিকী

পূর্ব পাকিস্তানের ভূতপূর্ব অস্থায়ী গবর্ণর, স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্ভীক সেনানী, প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও মনীষী চিরকুমার জনাব আবদুর রহমান সিদ্দিকী সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া বিগত ২৬শে মে ৬৬ বৎসর বয়সে করাচী জিন্নাহ হসপিটালে ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। তাঁহার তিরোধানে মুছলিম জগৎ সম্বন্ধে সম্ভবত পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা অধিক ওয়াফেকহাল ব্যক্তি ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন — আদর্শবাদী নেতার অবসান ঘটিল এবং পাকিস্তান তাহার একজন খাটি খাদেমকে হারাইল। পাক ভারতের ইতিহাসে দীর্ঘদিন তাঁহার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হইবে। আমরা তাঁহার অমর আত্মার মগফেরত চিরশান্তি ও কামনা করি।

মওলানা মওদুদীর দণ্ডাদেশ

সম্প্রতি লাহোর সামরিক আদালত পাঞ্জাবের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আলেম হযরত মওলানা আবুল আ'লা মওদুদী ছাহেবকে আহমদীয়া বিরোধী আন্দোলনে আপত্তিকর কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার অভিযোগে প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। এই বেদনাত্মক সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের প্রত্যেক খাঁটি মুছলমানের অন্তর গভীরতম দুঃখ ও দুঃসহ বেদনায় ক্ষত বিক্ষত হইয়া উঠে এবং চতুর্দিক হইতে উক্ত আদেশ নাকচ করার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট তারবার্তা প্রেরিত হইতে থাকে। নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীছের সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে মৃত্যুদণ্ডাদেশ নাকচ করার অনুরোধ জানাইয়া গবর্ণর জেনারেল ও পাকপ্রধান মন্ত্রীর নিকট টেলিগ্রাম প্রেরিত হয়। অতঃপর মৃত্যুদণ্ডাদেশের পরিবর্তে ১৪ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রচারিত হওয়ার পর জমঈয়তের সভাপতি ছাহেব এক পৃথক বিবৃতিতে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে সুদীর্ঘ ১৪ বৎসর সশ্রম দণ্ডভোগে তিলে তিলে মৃত্যুবরণকে ফাঁসি অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ ও করুণ বলিয়া অভিহিত করেন।

সকলের মুখেই প্রশ্ন এই, মওলানা মওদুদীর উপর এই নিষ্ঠুর দণ্ড কিসের জন্য? কী তাঁর অপরাধ? জনসাধারণ ইহাই অবগত আছে যে, মওলানা মওদুদী বর্তমান মুছলিম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম, বিগত ১০০ বৎসরের মধ্যে পাকভারতে তাঁহার মত কোরআন হাদীছের এমন সূক্ষ্মদর্শী সমঝদার, তত্ত্বদর্শী ফকীহ্ এবং ইছলামের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতা আর কেহ আবির্ভূত হইয়াছেন কিনা সন্দেহ। সাম্প্রতিক আহমদীয়া বিরোধী আন্দোলনে জনসাধারণকে ধ্বংসমূলক কাজ হইতে বিরত থাকার জন্য তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা উর্দু পত্রিকা এবং তাঁহার প্রচার পুস্তিকা হইতে অবগত আছি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সত্য সত্যই যদি রাষ্ট্রবিরোধী কোন গুরুতর গোপন ষড়যন্ত্রে তিনি লিপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা উদ্ঘাটিত হওয়া প্রয়োজন। সে অবস্থায় অশান্ত ও বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ চরম দুঃখের ভিতর এই দণ্ডাদেশের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। আমরা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে মওলানা মওদুদী এবং তৎসহ উক্ত আন্দোলনে ধৃত অন্যান্য— আলেম ও নেতৃবৃন্দ সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা এবং তাহাদের বিনাশর্তে আশুমুক্তির জন্য আবেদন জানাইতেছি।

মওলানা ছাহেবের সংবাদ

শ্রদ্ধেয় জনাব হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী ছাহেবের বর্তমান অবস্থা জানার জন্য আমরা প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে অহরহ অসংখ্য চিঠিপত্রাদি পাইতেছি। তর্জুমানের পাঠকবৃন্দও তাঁহার অবস্থা জানার এবং পত্রিকার পৃষ্ঠায় তাঁহার অমূল্য প্রবন্ধাদি দেখার জন্য উদগ্রীব হইয়া আছেন। রহমানুর রহীম আল্লাহর অফুরন্ত প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করিয়া এবং উদগ্রীব জিজ্ঞাসু ও প্রতীক্ষমান পাঠকবৃন্দের খেদমতে অশেষ শোকরিয়া আদা করিয়া আনন্দের সহিত ঘোষণা করিতেছি যে, তাঁহার অবস্থা ধীরে ধীরে হইলেও স্পষ্টতঃ উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছে। বর্তমান সংখ্যায় তিনি তাঁহার পুরাতন লিখার অংশ বিশেষ পরিবর্তন ও সংশোধন পূর্বক তর্জুমানে প্রকাশিত করিলেন। আশা করা যাইতেছে, আগামী সংখ্যা হইতে তাঁহার সম্পাদকীয় মন্তব্য সন্নিবেশিত করিতে সক্ষম হইব এবং পর ইন্‌শাআল্লাহ তফছীর প্রভৃতি ক্রমশঃ প্রকাশমান এবং অন্যান্য মূল্যবান প্রবন্ধগুলির দ্বারা পুনঃ তর্জুমান সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। আপনারা সকলেই তাঁহার জন্য এই পবিত্র রামাযানে, ঈদে এবং পরবর্তী সময়ে দোওয়া জারি রাখিবেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কয়েকখানা মূল্যবান পুস্তক

১।	কলেমায় তৈয়েবা	মূল্য ১৷৷০	৬।	নূতন আদর্শ দীনিয়াত	মূল্য ১।০
২।	ইছলামী শাসনতন্ত্রের সূত্র	„ ১৲	৭।	নামাজ শিক্ষা	„ ৷৷০
৩।	পাকিস্তানের শাসন সংবিধান	„ ২।০	৮।	ঈদে কোরবান	„ ৵০
৪।	গোর যিয়ারত	„ ৷৵০	৯।	যওউল লামে (উর্দুতে, মছজিদ সম্পর্কিত মছলা সম্বলিত)	„ ১৲
৫।	ছিয়ামে রামাযান	„ ৷০			

তর্জুমানুল হাদীছের পুরাতন সেট

	চামড়ার বাঁধাই	কাপড়ের বাঁধাই
১ম বর্ষ—৩য় সংখ্যা হইতে ১২শ সংখ্যা পর্যন্ত ঃ সডাক মূল্য	৯৲	৮৲
২য় বর্ষ— „ „ „ „	৯৲	৮৲
৩য় বর্ষ—১ম „ „ „	১০৲	৯৲

(প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা হইতে তফছীর শুরু হইয়াছে)

প্রাপ্তিস্থান ঃ— আলহাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,
পোঃ ও জিলা পাবনা, পূর্ব পাকিস্তান।

—হিমালয়—

আপনি কি আজিও হিমালয় তৈল ব্যবহার করেন নাই ? না করিয়া থাকিলে সত্বরেই ব্যবহার করিতে চেষ্টা করুন। উপকারিতায় ও সুগন্ধে ইহাই একমাত্র নির্ভর যোগ্য ও শ্রেষ্ঠ তৈল। একবার পরীক্ষা করুন। দেশের পয়সা দেশেই রাখুন। প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়। রেজিষ্টার্ড নং ১৭।

সেখ নূর মহম্মদ, আটুয়া, পাবনা (ই, পি,)।

তর্জুমানুল হাদীছের নিয়মাবলী –

১। বার্ষিক মূল্য সডাক সাড়ে ছয় টাকা, প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য আট আনা।
২। ভিঃ পিঃ তে লইতে হইলে সাড়ে ছয় আনা অতিরিক্ত লাগে।
৩। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়।
৪। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না।
৫। মনিঅর্ডার ও ভি পির অর্ডার ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হয়।
৬। প্রবন্ধ, কবিতা ও অন্যান্য রচনা সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলী ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিয়া জ্ঞাতব্য।

Printed & Published by M. A. Kafee Al-Quraishee at Al-Hadeeth Printing and Publishing House from the office of All Bengal & Assam Jamiati Ahli-Hadeeth, Pabna, Pak-Bengal. (E. P.)

www.ahlehadeethbd.org

স্বাধীন ও শক্তিমান পাকিস্তানা

জাতি গড়ে উঠুক -

প্রত্যেকটি পাকিস্তানী এ কামনা পোষণ করেন। জাতির এই মহান খেদমতে এড্‌রুক লেবরেটরীর দুইটি বিশিষ্ট অবদান—

কুইনোভিনা

● ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন জ্বর সমূলে বিনাশ করে, পাথরের মত শক্ত প্লীহা দূর করে এবং শরীরে নূতন রক্ত সঞ্চার করিয়া শরীর সবল ক'রে তুলে। জ্বর বনাশক ঔষধ ও টনিক হিসাবে যাবতীয় বিদেশী ঔষধের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে দেশবাসী সকল শ্রেণীর জনগণের নিকট সমাদৃত হয়েছে। দেশীয় গাছ গাছড়ার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মূল্যবান উপাদান মিশিয়ে কত উৎকৃষ্ট মহৌষধ তৈরী হতে পারে, একবার ব্যবহার করলেই বুঝতে পারবেন। আপনার ও আপনার পরিজনের রোগ বিনাশ এবং দেশ সেবা দুইই হবে।

হেপাটোন

(লিভার টনিক)

"শিশুগণের" যকৃত সংক্রান্ত যাবতীয় পীড়ায় যথা—কালো পায়খানা হওয়া, পেট বড় হওয়া, পেটে কালো শিরা প্রকাশ হওয়া, দুধ হজম না হওয়া, পেটে বায়ু জমার ফলে পেটের ব্যথায় চীৎকার করা এবং দুর্ব্বল ও অবসন্ন হওয়া ইত্যাদি যাবতীয় উপসর্গ দূর ক'রে শিশুর সুন্দর স্বাস্থ্য গ'ড়ে তোলে।

বয়স্ক ব্যক্তিগণ—যারা সর্ব্বদা কোষ্ঠ কাঠিন্য, আমাশয়-যুক্ত উদরাময় এবং অম্ল ও অজীর্ণ রোগে ভুগে ভুগে জীবনে বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে গেছেন, তাঁরা এ ঔষধে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। হতাশের শেষ চেষ্টা হিসাবে একবার এই ঔষধ ব্যবহার করুন। ইন্‌শাআল্লাহ,—নিশ্চয়ই ফল পাবেন। কেননা সকলেই পাচ্ছেন।

এড্‌রুক লেবরেটরী, পাবনা।

www.ahlehadeethbd.org